ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-214 ■ 6 May, 2026 ■ আগরতলা ৬ মে, ২০২৬ ইং ■ ২২ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

শোক প্রকাশ ও সুষ্ঠ তদন্তের আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

বিজেপির কাউন্সিলারের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ ধর্মনগরে, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৫ মে ।। উত্তর জেলার ধর্মনগর উপ-নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর রাজনৈতিক উত্তেজনার আবহে বিজেপি যুব মোর্চা নেতা রাহুল কিশোর রায়-এর রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মৃত নেতার স্ত্রী অনন্যা ভট্টাচার্য ধর্মনগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পর ঘটনাটি নতুন মোড় নিয়েছে।
অভিযোগপত্রে তিনি একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনেছেন। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন কংকন চৌধুরী, হীরকজ্যোতি নাথ, মনোজ পুরকায়স্ত, নিলাদ্রি ভট্টাচার্য, সুরজ দেব এবং প্রবাল দেব-এর নাম। পাশাপাশি আরও কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।
লিখিত অভিযোগে অনন্যা ভট্টাচার্য দাবি করেছেন, তাঁর স্বামী দীর্ঘদিন ধরে মানসিক চাপে ছিলেন এবং কিছু স্বদলীয় ব্যক্তির তরফে হুমকি ও চাপের মুখে পড়েছিলেন। অভিযোগ অনুযায়ী, ধর্মনগর উপ-নির্বাচনের ফল প্রকাশের দিন কয়েকজন ব্যক্তি বাড়িতে এসে রাহুল কিশোর রায়ের সঙ্গে বাগবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। এর জেরে বাড়ির পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পরিবারের দাবি, ওই ঘটনার পর থেকেই রাহুল মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং পরবর্তীতে চরম পদক্ষেপ নেন। পরিবারের অভিযোগ, এটি শুধুমাত্র আত্মহত্যার ঘটনা নয়, বরং পরিকল্পিত মানসিক নির্যাতনের ফল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে। দলীয় কর্মী-সমর্থকদের একাংশের দাবি, ঘটনার পিছনে কারা জড়িত তা প্রকাশ্যে আনতে হবে এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযোগ গ্রহণ করে তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
এদিকে, ধর্মনগরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ও যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি রাহুল কিশোর রায়ের রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। তাঁর অকাল প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে শোকবার্তায় বলেন, রাহুল কিশোর রায়ের অকাল প্রয়াণে আমি গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করছি এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার-পরিজনের প্রতি জানাই আন্তরিক সমবেদনা।
পাশাপাশি তিনি আশ্বস্ত করেন, মৃতের স্ত্রীর আনা অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ ও নিরপেক্ষ তদন্ত করা হবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ধর্ষণ শেষে স্কুলছাত্রীকে

হত্যা

সোনামুড়ায় মৌন মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ৫ মে ।। ধর্ষণ শেষে স্কুলছাত্রীকে হত্যার ঘটনায় জড়িত দাদুর কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে নলচছড়ের চন্দন মোড়ায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করা হয়।
ঠাকুরদার দ্বারা নাবালিকা নাতনির ধর্ষণ ও হত্যার নির্মম ঘটনার প্রতিবাদে এ বি ভি পি নলছড় শাখার উদ্যোগে চন্দনমুড়া কৃষ্ণ কুমার এইচ.এস. স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা এক নীরব মৌন মিছিলের আয়োজন করে। এই হৃদয়বিদারক ঘটনার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং ন্যায়ের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। মিছিলে অংশ গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীরা দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক ও কঠোর শাস্তির দাবি জানায়। পাশাপাশি, ঘটনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুক্তির দাবিতে জম্পুইজলা টাকারজলা ১২ ঘন্টার বন্ধ

টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ মথার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে ।। জম্পুইজলা-টাকারজলা এলাকায় ১২ ঘন্টার বন্ধের ডাককে কেন্দ্র করে উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই বিভিন্ন স্থানে সড়ক অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন তিপরা মথার কর্মী-সমর্থকরা।
জানা গেছে, জম্পুইজলা বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া তিপরা মথার কর্মী রঞ্জিত দেববর্মার মুক্তির দাবিতে এই ১২ ঘন্টার বনধের ডাক দেওয়া হয়েছে। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই রঞ্জিত দেববর্মাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। অবিলম্বে তাকে নিঃশর্ত মুক্তি না দিলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তারা। বনধের জেরে সকাল থেকেই জম্পুইজলা ও টাকারজলা এলাকার বিভিন্ন রাস্তায় যান চলাচল ব্যাহত হয়। বহু যাত্রী ও সাধারণ মানুষকে সমস্যার মুখে পড়তে হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। এদিকে, বিজেপির পক্ষ থেকে দলীয় কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে।

রেশন কার্ড সংক্রান্ত পরিষেবা বিষয়ে খাদ্য দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে ।। এতদ্বারা রাজ্যের সকল রেশন কার্ডধারী উপভোক্তাদের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকা অনুযায়ী রাজ্যের গনবণ্টন ব্যবস্থাকে স্মার্ট-পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম-এ উন্নীত করার কার্যক্রমের অঙ্গ হিসাবে বর্তমানে চালু থাকা রেশন কার্ড মেনেজমেন্ট সিস্টেম এপ্লিকেশনের আপগ্রেডেশন সংক্রান্ত কাজ আগামী ১১ মে, ২০২৬ থেকে শুরু হতে চলেছে যা আগামী ২৫ মে, ২০২৬ পর্যন্ত জারি থাকবে।
এসময়ে রাজ্যের মহকুমা শাসক অফিসের খাদ্য বিভাগে রেশন কার্ড সংক্রান্ত সকল ধরনের পরিষেবার কাজ (সদস্য সংযোজন বা বাদ দেওয়া, কার্ড সেপারেশন/মোডিফিকেশন/ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বঙ্গে জয়ের পর

রাজ্যে ফিরে জনতার আবেগ ও উচ্ছ্বাসে ভাসলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে ।। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের বিজেপির ঐতিহাসিক জয়ের পর রাজ্যে ফিরলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। আজ আগরতলা মহারাজা বীর বিক্রম বিমানবন্দরে পৌঁছালে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান দলের কর্মী ও সমর্থকরা। এদিন বিমানবন্দরে উপস্থিত বিজেপি কর্মীরা ফুলের তোড়া ও দলীয় পতাকা নিয়ে সাংসদকে স্বাগত জানান। এ সময় উপস্থিত সমর্থকদের মধ্যে ছিল উৎসাহ ও উচ্ছ্বাসের পরিবেশ। এরপর তিনি চলে যান মাতা ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দিরে। সেখানে গিয়ে তিনি মায়ের মন্দিরে পূজা দিয়েছেন। নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মন্তব্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে দেব স্পষ্ট ভাষায় বলেন, তৃনমূল কংগ্রেসের দফা রফা হয়ে গেছে। ফলাফলই সবথেকে বড় জবাব।
দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে ২১ মে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ছোটখাটো রাজনীতি ছেড়ে দিন

তৃণমূলের পরাজয় নিয়ে উল্লাসিত কংগ্রেস নেতাদের ভৎসনা রাহুলের

নতুন দিল্লি, ৫ মে (আইএএনএস)।। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয় নিয়ে নিজেদের দলের কিছু নেতার উল্লাস প্রকাশের তীব্র সমালোচনা করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ তিনি লিখেছেন, "কংগ্রেসের কিছু নেতা এবং অন্যরা তৃণমূলের পরাজয় নিয়ে উল্লাস করছেন। তাদের স্পষ্টভাবে বুঝতে হবেঅসম ও বাংলার জনমত 'চুরি' করা হয়েছে, যা ভারতীয় গণতন্ত্র ধ্বংসের বিজেপির পরিকল্পনার বড় পদক্ষেপ।"
তিনি আরও বলেন, "ছোটখাটো রাজনীতি ছেড়ে দিন। এটি কোনও একক দলকে নিয়ে নয়, এটি ভারতের বিষয়।"
এর আগে রাহুল গান্ধী পশ্চিমবঙ্গে "ভোট চুরি"র অভিযোগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-র বক্তব্যের সঙ্গেও সহমত প্রকাশ করেন। তিনি দাবি করেন, "অসম ও বাংলাদুই ক্ষেত্রেই নির্বাচন বিজেপি নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় ছিনিয়ে নিয়েছে। বাংলায় ১০০-র বেশি আসন চুরি হয়েছে বলে আমরা মনে করি।"
উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠনের পথে, যার ফলে তৃণমূল কংগ্রেসের ১৫ বছরের শাসনের অবসান হতে চলেছে।
২৯৪ সদস্যের বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ১৯৬টি আসন। ঘোষিত ফল অনুযায়ী বিজেপি ২০৬টি আসনে জয়লাভ করেছে, তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ৮১টি আসন। কংগ্রেস জিতেছে ২টি, সিপিআই(এম) ১টি, এবং অন্যান্য দল কয়েকটি আসন পেয়েছে। ভবানীপুর আসনে তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জী বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী-র কাছে ১৫ হাজারের বেশি ভোটে পরাজিত হন।
এদিকে অসমেও বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোট স্পষ্ট জয় পেয়ে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করেছে। সেখানে বিজেপি জিতেছে ৮২টি আসন, আর কংগ্রেস পেয়েছে মাত্র ১৯টি।

তেলিয়ামুড়ায় একই দিনে দুই যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ মে।। তেলিয়ামুড়া মহকুমা এলাকায় মঙ্গলবার পৃথক দু'টি আত্মহত্যার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। একই দিনে দুই যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
প্রথম ঘটনাটি ঘটে সুদ্ধছড়া এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ৩৪ বছর বয়সী প্রশান্ত মজুমদার নামে এক ব্যক্তি একটি বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করতেন। তিনি পেশায় টেলিকম অপারেটর ছিলেন। মঙ্গলবার সকালে স্থানীয়দের কাছ থেকে খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘরের দরজা ভেঙে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে।
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, কিছুদিন আগে পারিবারিক কলহের জেরে স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়েছিল। তবে আত্মহত্যার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।
অন্যদিকে, একই দিনে হাজরাকামী এলাকায় আরও একটি আত্মহত্যার ঘটনা সামনে আসে। ২৫ বছর বয়সী মনিরঞ্জন দেববর্মা নামে এক যুবকের ঝুলন্ত দেহ তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার করে মুঙ্গিয়াকামী থানার পুলিশ।
দুই ক্ষেত্রেই পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বুধবার ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। ঘটনাদ্বয়ের তদন্তে নেমেছে পুলিশ। পরপর দুই আত্মহত্যার ঘটনায় তেলিয়ামুড়া মহকুমা এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

খোয়াই বিজেপি মন্ডল সদস্যের উপর প্রাণঘাতী হামলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৫ মে ।। রাতের আঁধারে খোয়াই বিজেপি মন্ডল সদস্যের উপর বন্ধুক উচিয়ে হামলার অভিযোগ খোয়াই পূর্ব গনকি এলাকার বুথ সভাপতির উপর। থানায় মামলা। খোয়াইয়ে বিজেপি মণ্ডল কমিটির সদস্যের উপর প্রাণঘাতী হামলার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে গোটা খোয়াই জুড়ে।
থানায় মামলা দায়ের করে খোয়াই থানায় দাঁড়িয়ে আক্রান্ত বিজেপি খোয়াই মন্ডল কমিটির সদস্য বিমল দত্ত জানান, গতকাল রাত আনুমানিক ১০টা নাগাদ খোয়াই এর পূর্ব গনকি ভগৎ সিং কলোনি এলাকায় ব্যক্তিগত কাজে এক ব্যক্তির বাড়িতে যাওয়ার সময় স্থানীয় এলাকার বুথ সভাপতি পৃথ্বীশ বর্ধনের এর নেতৃত্বে ৪-৫ জন দুষ্কৃতী তাকে ঘিরে ধরে বেধড়ক মারধর করে।
অভিযোগ, হামলাকারীরা তার গলার স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি বন্দুক উঁচিয়ে ভয় দেখানোর পাশাপাশি প্রাণনাশের চেষ্টা চালায়। আজ মন্ডল সদস্য খোয়াই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পদত্যাগ প্রশ্নই নেই, ইন্ডিজোট মজবুত করার বার্তা মমতার

কলকাতা, ৫ মে (আইএএনএস)।। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে ১৫ বছরের শাসনের অবসানের পরও পদত্যাগের সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে নাকচ করলেন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে তিনি জাতীয় স্তরে বিজেপি ও এনডিএ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে ইন্ডিজোটকে আরও শক্তিশালী করার ওপর জোর দেন। মঙ্গলবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে, যেখানে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মন্ত্রিসভার সদস্যরা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমি কেন এখন পদত্যাগ করব? আমরা প্রকৃত অর্থে পরাজিত হইনি। এই ফলাফল ব্যাপক অনিয়ম ও ভোট লুটের প্রতিফলন। তাহলে পদত্যাগের প্রশ্ন কোথা থেকে আসে?"
তিনি দাবি করেন, এই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের লড়াই মূলত বিজেপির বিরুদ্ধে নয়, বরং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ছিল। তাঁর অভিযোগ, ভারতের নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচনে "মূল ভিলেন" হিসেবে কাজ করেছে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, বিশেষ নিবিড় পুনর্বিবেচনা প্রক্রিয়ার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে জমি জালিয়াতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৫ মে।। শান্তিরবাজার মহকুমায় জমি কেনাবেচাকে কেন্দ্র করে দালালচক্রের দৌরাত্ম্যের অভিযোগ নতুন নয়। বিভিন্ন সময় সাধারণ মানুষ কাগজপত্র তৈরি কিংবা জমি রেজিস্ট্রির ক্ষেত্রে প্রতারণার শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এবার শান্তিরবাজার মহকুমাশাসকের কার্যালয়কে ঘিরে এক চাঞ্চল্যকর জমি জালিয়াতির অভিযোগ সামনে এসেছে। অভিযোগের তীর বীরচন্দ্র মনুর বাসিন্দা সুনিল দেবনাথের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, মৃত ব্যক্তির পরিবর্তে একই ধরনের নাম থাকা অন্য এক ব্যক্তিকে হাজির করিয়ে জমির দলিল তৈরি করে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করা হচ্ছিল।
ঘটনাটি বীরচন্দ্র তহশিলের অধীন উত্তর তাকমা এডিসি ভিলেজ এলাকাকে কেন্দ্র করে। জানা যায়, এলাকার বাসিন্দা স্বাধীন কুমার নোয়াতিয়ার দুই ছেলে বিষ্ণু কুমার নোয়াতিয়া এবং বিষ্ণু পদ নোয়াতিয়া। নামের সামান্য পার্থক্যকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিরানিয়া বাম নেতার বাড়ি ভাঙচুর, হামলা, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে ।। জিরানিয়ায় বামপন্থী শ্রমিক নেতা তপন দাস-এর বাড়িতে দুর্বৃত্তদের হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এবিষয়ে জিরানিয়া থানায় একটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
অভিযোগ, গভীররাতে কয়েকজন দুর্বৃত্ত প্রথমে সাবল দিয়ে বাড়ির লোহার গেট খুলে ভিতরে প্রবেশ করে। এরপর তারা তপন দাসের ঘরের গ্রিল ভাঙার চেষ্টা চালায়। বাড়ির সদস্যরা চিৎকার করে বেরিয়ে আসতেই হামলাকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়।
কিন্তু কিছুক্ষণ পর ফের দুর্বৃত্তরা একটি বুলডোজার নিয়ে এসে বাড়ির বড় লোহার গেট ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ে। এরপর তপন দাসের ছোট ভাইয়ের ঘরে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। ঘরের জানালার কাঁচ, আসবাবপত্রসহ বিভিন্ন সামগ্রী ভেঙে তছনছ করে দেওয়া হয়। হামলায় লোহার গেট এবং বাড়ির একাধিক অংশের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে

জানা গেছে।
ঘটনার সময় বাড়িতে তপন দাসের ৯০ বছর বয়সি বৃদ্ধা মা, আরও দুই মহিলা, অসুস্থ এক গৃহবধূ এবং এক বছরের একটি শিশুসন্তান উপস্থিত ছিলেন। হামলার ঘটনায় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।
খবর পেয়ে রাতেই জিরানিয়া থানার ওসি, এসডিপিও সহ পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। ঘটনার বিষয়ে পুলিশ সুপারসহ আরক্ষা দপ্তরের শীর্ষ কর্তাদেরও অবহিত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা জিরানিয়া এলাকায় তীব্র নিন্দার ঝড় উঠেছে। সোমবার সকাল থেকেই বহু মানুষ ঘটনাস্থলে ভিড় জমিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। রাজনৈতিক মহলেও ঘটনাটি নিয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জাগরণ
আগরতলা, ৬ মে, ২০২৬ ইং
২২ বৈশাখ, বুধবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

‘বেনোজল’ রুখতে কড়া দাওয়াই

তৃণমূল কংগ্রেস থেকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে দলবদল রুখিতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি নেতৃত্বের এই কঠোর অবস্থান বর্তমানে রাজনৈতিক মহলে বেশ চর্চিত। বিশেষ করিয়া নির্বাচনের পর বা রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সময় যে গণ-দলবদলের প্রবণতা দেখা যায়, তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতেই এই ‘নো এন্ট্রি’ দাওয়াই।বিজেপি নেতৃত্বের মতে, অন্য দল থেকে আসা সুবিধাবাদী নেতা-কর্মীদের ভিড়ে দলের আদি আদর্শ ও ভাবধারা নষ্ট হইতেছে। এই নবাগতদেরই দলের অভ্যন্তরে ‘বেনোজল’ হিসেবে অভিহিত করা হইতেছে। এদের কারণে দলের আদি কর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হইতেছে, যাহা ভোটের ফলাফলেও প্রভাব ফেলিতেছে বলিয়া মনে করিতেছে শীর্ষ নেতৃত্ব।এখন আর চাইলেই কেউ সরাসরি বিজেপিতে যোগ দিতে পারিবেন না। নতুন নিয়ম অনুযায়ী কোনো নেতা বা কর্মী অন্য দল থেকে আসিতে চাইলে প্রথমে জেলা কমিটির সুপারিশ লাগিবে এবং পরবর্তীকালে রাজ্য স্তরের বিশেষ কমিটি বা স্ক্রিনিং কমিটির অনুমতি প্রয়োজন হইবে।ওই ব্যক্তির রাজনৈতিক ব্যাকগ্রাউন্ড এবং অতীতে বিজেপির বিরুদ্ধে কোনো হিংসাত্মক কাজে লিপ্ত ছিলেন কি না, তাহা খতিয়ে দেখা হইবে। বিশেষ করিয়া তৃণমূলের প্রভাবশালী নেতাদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সবুজ সংকেত ছাড়া যোগদান করানো হইবে না।বিগত বিধানসভা নির্বাচনের পর দেখা গিয়াছিল, দলবদল করিয়া আসা অনেক নেতাই আবার পুরনো দলে ফিরিয়া গেছেন। একে রাজনৈতিক পরিভাষায় ‘ঘর ওয়াপসি’ বলা হয়। এই ‘আয়া রাম গয়া রাম’ সংস্কৃতি রুখিতে এবং দলের একনিষ্ঠ কর্মীদের গুরুত্ব বাড়াইতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।’আমরা ভিড় বাড়াতে চাই না, গুণমান বজায় রাখিতে চাই। যাহারা দলের আদর্শ মানিয়া লড়াই করিতে পারিবেন, শুধুমাত্র তাহাদের জন্যই দরজা খোলা থাকিবে। সুবিধাবাদীদের জন্য নয়।তাহাতে দলের পুরনো কর্মীদের মনোবল বাড়িবে এবং বিশৃঙ্খলা কমিবে।তৃণমূলের নীচুতলায় যদি বড় কোনো ভাঙন ধরে, তবে এই কড়াকড়ির কারণে বিজেপি সেই সুযোগ পুরোপুরি নিতে পারিবে কি না, তাহা নিয়া সংশয় রহিয়াছে।মূলত, আগামী নির্বাচনগুলোতে সংগঠনের ভীত মজবুত করিতে এবং দলের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখিতেই বঙ্গ বিজেপি এই ‘কড়া দাওয়াই’ প্রয়োগের পথে হাঁটিতেছে।

বাংলার রাজনৈতিক মানচিত্র বদলাইয়াছে।প্রশাসনের অলিন্দে এখন পরিবর্তনের হওয়া, কিন্তু সেই হাওয়ায় গা ভাসাইয়া তৃণমূল থেকে দলে দলে বিজেপিতে যোগদানের যে হিড়িক পড়িবার সম্ভাবনা তৈরি হইয়াছিল, তাহাতে আপাতত তালা ঝোলাইলেন বিজেপি নেতৃত্ব। দলের নিচুতলা পর্যন্ত স্পষ্ট নির্দেশ পৌঁছিয়া দেওয়া হইয়াছে আপাতত অন্য দল থেকে আসা কোনও নেতা বা কর্মীকে বিজেপিতে গ্রহণ করা যাইবে না।নির্বাচনের ফল বলিতেছে, বিজেপি ২০০-র বেশি আসন পাইয়া ক্ষমতায় আসিয়াছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনরোষকে হাতিয়ার করিয়াই এই জয়। এখন যদি সেই অভিযুক্ত নেতারাই রাতারাতি গেরুয়া শিবিরে নাম লেখাইয়া ‘নতুন শাসক’ সাজিয়া বসেন, তবে জনমানসে বিজেপির ভাবমূর্তি ধাক্কা খাইবে। এই ‘বেনোজল’ রুখিতেই আপাতত যোগদানে জারি

হইয়াছে নিষেধাজ্ঞা। শমীক ভট্টাচার্য্যের কথায়, “সংগঠনের প্রতিটি স্তরে বার্তা দেওয়া হইয়াছে, যোগদান একদম বন্ধ।” অন্যদিকে সুকান্ত মজুমদার জানাইয়াছেন, পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত বহাল থাকিবে।এদিকে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করিয়াছেন ভিন্ন কথা। তাঁহার অভিযোগ, তৃণমূলের বহু নেতাকে ভয় দেখাইয়া বা প্রলোভন দিয়া বিজেপিতে টানিবার চেষ্টা চলিয়াছে। তিনি স্পষ্ট বলেন, “নিরাপত্তার খাতিরে কেউ যাইতে চাইলে আমি বাধা দেব না।” তবে বিজেপি এই অভিযোগ উড়াইয়া দিয়া জানাইয়াছে তাহারা স্বচ্ছ ভাবমূর্তি বজায় রাখাতেই এই কঠোর অবস্থান নিয়াছে।জেলায় জেলায় তৃণমূলের অফিস ভাঙচুর বা গেরুয়া পতাকা তলার খবর আসতেই সতর্ক হয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অন্যের দলীয় কার্যালয় দখল করে সেখানে নিজেদের পতাকা তোলা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হইবে না। এই ধরনের শৃঙ্খলাভঙ্গের কাজে কেউ লিপ্ত হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে কঠোর সাংগঠনিক পদক্ষেপ নেওয়া হইবে।

ভারত-জামাইকা সম্পর্কে উন্নয়ন সহযোগিতা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ: বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর

কিংস্টন, ৫ মে (আইএএনএস): ভারত ও জামাইকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে উন্নয়ন সহযোগিতা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে রয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। তিনি জানান, দুই দেশই পারস্পরিক সম্পর্ক আরও গভীর করতে নতুন নতুন ক্ষেত্র খুঁজে দেখছে। জামাইকার বিদেশমন্ত্রী কামিনা জে. স্মিথ-এর সঙ্গে বৈঠকের পর এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, “আজকের আলোচনা ছিল বিস্তৃত ও অত্যন্ত ফলপ্রসূ। ভারত-জামাইকা সম্পর্কের সব দিক নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করতে নতুন ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে।”

তিনি জানান, ডিজিটাল রূপান্তর, সাংস্কৃতিক বিনিময়, ক্রীড়া এবং ডিজিটাল পেমেন্টসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে, যাতে মাটিতে বাস্তব ফল পাওয়া যায়।

এস. জয়শঙ্কর বলেন, “উন্নয়ন সহযোগিতা আমাদের অংশীদারিত্বের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।” তিনি মার্চ মাসে কিংস্টন টাউনে ‘ইমপ্রুভিং রুরাল লাইভলিহুডস’ প্রকল্পের সফল সমাপ্তি ও হস্তান্তরকে স্বাগত জানান। এই প্রকল্পটি ভারতের সহায়তায় ভারত-জাতিসংঘ উন্নয়ন অংশীদারিত্ব তহবিলের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে।

তিনি জানান, এই প্রকল্প সরাসরি ২০০-র বেশি মানুষকে উপকৃত করেছে এবং বৃহত্তর সম্প্রদায়েও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

এছাড়া, জামাইকায় কারিগরদের ক্ষমতায়নের জন্য একটি ‘আর্টিসান এমপাওয়ারমেন্ট হাব’ স্থাপনের সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হয়েছে বলে জানান তিনি।

গত বছরের হারিকেনের পর জামাইকার পুনর্গঠন ও পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ায় ভারতের সহায়তার কথাও উল্লেখ করেন বিদেশমন্ত্রী। তিনি বলেন, “আমরা ১০টি ‘ভীষ্ম কিউব’ সরবরাহের অংশ হিসেবে একটি প্রতীকী হস্তান্তর করেছি এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামো জোরদার করতে ৩০টি ডায়ালিসিস ইউনিট পাঠানোর প্রক্রিয়ায় রয়েছি।”

তিনি আরও জানান, এর আগে ভারতীয় বায়ুসেনার মাধ্যমে ২০ টনেরও বেশি ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হয়েছিল এবং একটি চিকিৎসক দল পাঠিয়ে স্থানীয় সক্ষমতা বাড়ানোর কাজও করা হয়েছে।

বৈঠকে প্রতিরক্ষা, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, ডিজিটালাইজেশন, কৃষি, শিক্ষা ও পরিকাঠামোসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।

জামাইকার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্ড্রু হোলনেস-এর সঙ্গেও গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানান তিনি। উভয় দেশই বহুপাক্ষিক মঞ্চে, বিশেষ করে ‘গ্লোবাল সাউথ’-এর অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে, ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বজায় রাখার বিষয়ে একমত হয়েছে।

আলোচনার ফলাফল ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী, গতিশীল ও বিশ্বাসভিত্তিক সম্পর্ক গড়ে তুলবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন বিদেশমন্ত্রী।

জিন কেন সব সময় কাজ করে না

জীবনের নীল নকশা ডিএনএ। কিন্তু শরীরের সব কোষে একই ডিএনএ থাকার পরও চোখের কোষ ও যকৃতের কোষের কাজ কেন সম্পূর্ণ আলাদা হয়? এই নকশা কখন কীভাবে কাজ করবে, তা ঠিক করে কে? উত্তর লুকিয়ে আছে জিনের এক জাদুকরী সুইচে! হ্যাঁ, জিন সব সময় কাজ করে না; প্রয়োজন বুঝে চালু ও বন্ধ হয়। ১৯৫০-এর দশকে জ্যাক মনো এবং ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব কীভাবে ছোট্ট এক ব্যাকটেরিয়ার ভেতর জিনের এই অন-অফ রহস্য আবিষ্কার করেছিলেন? চলুন জেনে নিই মলিকুলার বায়োলজির মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া সেই যুগান্তকারী আবিষ্কারের গল্প। **সাজিদুর রহমান, সাকিব সামি ও রাব্বি আল মাসুদ**

এরউইন চারগাফ যখন নিউইয়র্কের নির্জন ল্যাবরেটরিতে ডিএনএর জটিল গাণিতিক অনুপাত মেলানোর চেষ্টা করছিলেন, ঠিক তখনই আটলান্টিকের ওপারে অন্য এক ল্যাবে আরেকটি প্রশ্ন ধীরে ধীরে দানা বাঁধছিল। নিউইয়র্কে বসে তিনি সংখ্যার সমীকরণে প্রকৃতির নিয়মগুলো মেলাতে চাইছিলেন। যেমন অ্যাডেনিন (A) ও থাইমিন (T) সমপরিমাণ হবে এবং গুয়ানিন (G) হবে সাইটোসিনের (C) সমান। বারবার পরীক্ষা, বারবার যাচাই, এবং প্রতিবারই একই ফলাফল। যেন প্রকৃতি নিঃশব্দে জানিয়ে দিচ্ছে, ডিএনএ কোনো এলোমেলো অণু নয়; এর ভেতরে এক অমোঘ নিয়ম লুকিয়ে আছে। ঠিক একই সময়ে ইউরোপের অন্য প্রান্তে, প্যারিসের পাস্তুর ইনস্টিটিউটের পুরোনো ভবনের চিলেকোঠায় একদল বিজ্ঞানী ভাবছিলেন ভিন্ন এক প্রশ্ন নিয়ে। ডিএনএ-ই যদি জীবনের নীল নকশা হয়, তবে কোষ সেই নির্দেশ পড়ে কীভাবে? শরীরের প্রতিটি কোষে একই ডিএনএ থাকা সত্ত্বেও চোখের কোষ ও যকৃতের কোষের কাজ কেন আলাদা? কোন শক্তি বলে দেয়, কখন একটি জিন সক্রিয় হবে আর কখন নীরব থাকবে?

ডাবল হেলিক্সের সেই বিখ্যাত প্যাঁচানো গঠন তখনো দুনিয়ার সামনে আসেনি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারছিলেন, ডিএনএই জীবনের আসল চাবিকাঠি। চারগাফ তো আগেই ডিএনএর ভেতরের বর্ণমালার এক অদ্ভুত ভারসাম্য আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, কীভাবে A G T, কিংবা ও ও C জোড়ায় জোড়ায় থাকে। কিন্তু জীবন কি শুধুই বর্ণমালার বিন্যাস? মোটেও না। জীবন মানে সেই অক্ষরগুলো ব্যবহারের সঠিক সময় এবং নিয়ন্ত্রণের এক রোমাঞ্চকর গল্প।

বিজ্ঞানীদের সামনে তখন নতুন সব পাহাড়প্রমাণ চ্যালেঞ্জ। একটা কোষ ঠিক কখন প্রোটিন বানাবে? কখন আবার কাজ থামিয়ে দেবে? বাইরের পরিবেশ বদলালে কোষ কীভাবে সেই সংকেত বুঝে নিজেকে মানিয়ে নেয়? একদিকে তখন চলছিল ডিএনএর ভৌত কাঠামো বোঝার লড়াই, অন্যদিকে কাজের ধরন বোঝার চেষ্টা। যেন একই মহাকাব্যের দুটি আলাদা অধ্যায়একটি স্থির কাঠামো, অন্যটি নিরন্তর গতির খেলা। এই গতির রহস্য ঘিরেই শুরু হলো জিন নিয়ন্ত্রণের ইতিহাস।

চারগাফ তো আগেই ডিএনএর ভেতরের বর্ণমালার এক অদ্ভুত ভারসাম্য আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, কীভাবে A G T কিংবা ও ও C জোড়ায় জোড়ায় থাকে। যুদ্ধের পর ল্যাবরেটরিতে নতুন প্রশ্ন প্যারিসের পাস্তুর ইনস্টিটিউট তখন এক অদ্ভুত সময় পার করছে। যুদ্ধের ধ্বংসলীলা কাটিয়ে শহরটা কেবল স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে। কিন্তু মানুষের মনে সেই নাৎসি দখলদারত্ব, গোপন বৈঠক ও প্রতিরোধের স্মৃতিগুলো দগদগে। ভয় ও অনিশ্চয়তার সেই দিনগুলো কাটিয়ে যাঁরা বেঁচে ফিরেছেন, জীবনের প্রতি তাঁদের দেখার ভঙ্গিটাই বদলে গেছে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বিজ্ঞানীদের মনের সেই কেন আর কীভাবের প্রশ্নগুলো থামেনি। বরং তা আরও গভীরে শেকড় গেড়েছে। পাস্তুর ইনস্টিটিউটের পুরোনো ভবনের সেই কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলে দেখা যেত অন্য এক জগৎ। সেখানে ল্যাবরেটরিগুলোতে ফিরতে শুরু করেছে প্রাণের স্পন্দন। কাঁচের টেস্টটিউব, ধাতব যন্ত্রপাতি ও নোটবইয়ের পাতায় ছড়িয়ে থাকা গাণিতিক হিসাবসবই নতুন করে সাজানো হচ্ছে। সেখানেই কাজ করছিলেন জ্যাক মনো।

১৯৫০-এর দশকের প্যারিস ও পাস্তুর ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারের পরিবেশ যুদ্ধের সময় মনো শুধু একজন নিভৃতচারী বিজ্ঞানী ছিলেন না; তিনি ছিলেন ফরাসি প্রতিরোধ আন্দোলনের এক লড়াকু সৈনিক। জীবন-মৃত্যুর খুব কাছ থেকে দেখা সেই দিনগুলো মনোকে আগাগোড়া বদলে দিয়েছিল। তাঁর চিন্তায় যুক্ত হয়েছিল এক গভীর দার্শনিক বোধ। তিনি শুধু পরীক্ষার ফল জেনেই শান্ত হতেন না; তিনি খুঁতখুঁতে মনে জানতে চাইতেন, কেন এমনটা হয়? প্রকৃতির এই অমোঘ নিয়মের আড়ালে কি কোনো যৌক্তিক সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে? ঠিক এমনই এক সন্ধিক্ষণে মনোর পাশে এসে দাঁড়ালেন আরেক অনন্য প্রতিভা, ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব। তাঁর জীবনটাও ছিল যুদ্ধের আগুনে পোড়া। তরুণ বয়সে জ্যাকবের স্বপ্ন ছিল, তিনি একজন নামকরা সার্জন হবেন। কিন্তু বিধাতা হয়তো তাঁর জন্য অন্য কোনো নকশা তৈরি করে রেখেছিলেন। যুদ্ধে তিনি এতই গুরুতর আহত হলেন যে, তাঁর সেই স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেল। যে হাত দিয়ে জটিল সব অস্ত্রোপচার করার কথা ছিল, সেই হাত তখন কাঁপছে। অপারেশন থিয়েটারে দাঁড়িয়ে ছুরি-কাঁচি চালানো তাঁর পক্ষে আর সম্ভব ছিল না।

জ্যাক মনো— জীবন যখন এক দেয়াল তুলে দিল, জ্যাকব তখন অন্য এক পথ খুঁজে নিলেন। শেষ পর্যন্ত গবেষণাগারই হয়ে উঠল তাঁর নতুন যুদ্ধক্ষেত্র। তবে এবারের লড়াইটা ছিল অজানার বিরুদ্ধে, প্রকৃতির রহস্যের বিরুদ্ধে। জ্যাকব ছিলেন অসম্ভব শান্ত ও ধীরস্থির মানুষ। যুদ্ধ তাঁকে শিখিয়েছিল, তাড়াহুড়ো করে কোনো বড় জয় আসে না। সত্যকে উন্মোচন করতে হলে সীমাহীন ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করতে হয়। তাঁর এই ধৈর্যই পরে জিন নিয়ন্ত্রণের রহস্য খুঁজে পেতে বড় ভূমিকা রেখেছিল। ক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়া থেকে বিশাল আবিষ্কারের শুরু এরপর শুরু হলো সেই ঐতিহাসিক যাত্রা। দুই বিজ্ঞানী একসঙ্গে কাজ করতে বসলেন। তাঁদের সামনে রাখা অতি সাধারণ এক ব্যাকটেরিয়া, নাম ই. কোলাই। বাইরে থেকে দেখলে এর বিশেষ কোনো মহিমা নেই। কিন্তু জ্যাকব ও মনোর চোখে এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবটিই হয়ে উঠল জীবনের এক বিশাল জানালা। তাঁরা যেন এই খুদে জানালার ওপারেই দেখতে পাচ্ছিলেন গোটা প্রাণের নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা। তাঁদের মনে তখন হাজারো প্রশ্ন। একটি কোষ ঠিক কীভাবে বুঝতে পারে, কখন তাকে কোনো একটি নির্দিষ্ট জিন চালু করতে হবে? কখন সেটিকে একদম চুপ করে রাখতে হবে? বাইরের পরিবেশের কোনো বদল কি আড়ালে থাকা জিনের আচরণকেও বদলে দিতে পারে? পাস্তুর ইনস্টিটিউটের সেই পুরোনো ল্যাবরেটরিতে তখন কোনো হইচই নেই, নেই কোনো বড়সড় ঘোষণা। সেখানে শুধু চলছে নিবিড় আলোচনা, কাটাকুটি ও সূক্ষ্ম সব গাণিতিক হিসাব। কিন্তু সেই শান্ত ঘরটিতেই জন্ম নিচ্ছিল এক যুগান্তকারী ধারণা। তাঁরা বুঝতে পারলেন, ডিএনএ কেবল একটি নিশ্চল কাঠামো নয়; এর ভেতরে আছে অদৃশ্য সব সুইচ। এক জাদুকরী কলকাঠি, যা ঠিক করে দেয় ঠিক কখন কোন প্রোটিন তৈরি হবে।

পাস্তুর ইনস্টিটিউটের সেই পুরোনো ল্যাবরেটরিতে তখন কোনো হইচই নেই, নেই কোনো বড়সড় ঘোষণা। সেখানে শুধু চলছে নিবিড় আলোচনা, কাটাকুটি ও সূক্ষ্ম সব গাণিতিক হিসাব।

জিনেরও কি অন-অফ সুইচ আছে পাস্তুর ইনস্টিটিউটের ল্যাবরেটরিতে কাজ করতে করতে মনো এক অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করলেন। একটি ছোট্ট ব্যাকটেরিয়াই. কোলাই তার পরিবেশের ওপর নির্ভর করে নিজের আচরণ বদলে ফেলছে! যখন তার আশপাশে ল্যাকটোজ থাকে, তখন সে ল্যাকটোজ হজম করার জন্য একটি বিশেষ এনজাইম তৈরি করে। এর নাম বিটা-গ্যালাক্টোসিডেজ। এই এনজাইম ল্যাকটোজ ভেঙে ব্যাকটেরিয়াকে শক্তি জোগায়।

কিন্তু অবাক করা বিষয় হলো, ল্যাকটোজ না থাকলে ব্যাকটেরিয়াটি আর সেই এনজাইম তৈরি করে না। বিজ্ঞানীরা অনেক দিন ধরেই একে বলতেন অভিযোজন বা মানিয়ে নেওয়া। কিন্তু মনো এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাঁর মনে প্রশ্ন জাগল, এই মানিয়ে নেওয়ার আসল মানে কী? ব্যাকটেরিয়া কি সচেতনভাবে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়? নাকি এর পেছনে লুকিয়ে আছে কোনো সূক্ষ্ম জৈব-রাসায়নিক কলকাঠি? তিনি আরও গভীরে গিয়ে ভাবলেন, একটি জিন হঠাৎ কীভাবে জেগে ওঠে? জিন তো ডিএনএর অংশ, যা তার নিজের জায়গায় স্থির থাকে। তাহলে কীভাবে তার কাজ শুরু বা বন্ধ হয়? জিনের সামনে কি কোনো প্রহরী বসে থাকে, যে হুকুম দেয়এখন কাজ শুরু করো বা এখনই থামো? এই প্রশ্নগুলোই তাঁকে জিনের নিয়ন্ত্রণ বা জেনেটিক রেগুলেশনের ধারণার দিকে ঠেলে দেয়। অবাক করা বিষয় হলো, ল্যাকটোজ না থাকলে ব্যাকটেরিয়াটি আর সেই এনজাইম তৈরি করে না। বিজ্ঞানীরা অনেক দিন ধরেই একে বলতেন অভিযোজন বা মানিয়ে নেওয়া।

পাজামো এক্সপেরিমেন্ট: প্রথম প্রমাণ পাস্তুর ইনস্টিটিউটের করিডোরে তখন দিনরাত আলোচনা চলছে ল্যাকটোজ ও জিনের সুইচ নিয়ে। জ্যাক মনো ও ফ্রাঁসোয়া জ্যাকবের সেই ভাবনার মিছিলে যোগ দিলেন আমেরিকান বিজ্ঞানী আর্থার পার্ডি। তিনজনের লক্ষ্য তখন একটাইশুধু অনুমান নয়, এবার হাতেনাতে প্রমাণ চাই।

তাঁরা এমন এক পরীক্ষার পরিকল্পনা করলেন যা জিনের নিয়ন্ত্রণকে সরাসরি চোখের সামনে তুলে ধরবে। তখনকার সময়ে এটি ছিল এক দুঃসাহসী ও বিপ্লবী ভাবনা। তাঁরা বেছে নিলেন ব্যাকটেরিয়ার কনজুগেশন বা জিন স্থানান্তরের এক প্রাকৃতিক পদ্ধতি। এটি অনেকটা এক ব্যাকটেরিয়া থেকে অন্য ব্যাকটেরিয়ায় তথ্যের আদান-প্রদান।

তাঁরা দুই ধরনের ব্যাকটেরিয়া নিলেন। একদল এনজাইম তৈরি করতে পারে (দাতা), আর অন্যদল পারে না (গ্রহীতা)। দাতা ব্যাকটেরিয়া থেকে ল্যাকটোজ হজমের জিন যখন গ্রহীতা কোষে ঢুকল, দেখা গেল গ্রহীতা কোষটি এনজাইম তৈরি করতে শুরু করেছে। এটুকু পর্যন্ত প্রত্যাশিতই ছিল। আসল মোড় এল পরীক্ষার দ্বিতীয় ধাপে। তাঁরা জিনের সঙ্গে যোগ করলেন এক বিশেষ উপাদান, নাম দিলেনই জিন’। পরে জানা গেল, এইহ জিন-ই হলো সেই কাঙ্ক্ষিত নিয়ন্ত্রণকারী জিন। এই জিনটি এক বিশেষ প্রোটিন তৈরি করে, যার কাজ হলো ল্যাকটোজ হজমের জিনকে পাহারা দেওয়া। দাতা কোষ থেকে যখন এইহ জিনটি গ্রহীতা কোষে প্রবেশ করল, বিজ্ঞানীরা বিস্ময়ের সঙ্গে খেয়াল করলেন, কীভাবে জিনের কাজ মুহূর্তের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। এই ঐতিহাসিক পরীক্ষাই বিজ্ঞানের ইতিহাসে ‘পাজামো এক্সপেরিমেন্ট’ নামে পরিচিত। এর নামকরণ করা হয়েছে দাতা ও বিজ্ঞানীদের নামের আদ্যক্ষর দিয়ে। এই পরীক্ষার মাধ্যমেই মানুষ প্রথম জানতে পারল, জিনের ভেতর সত্যিই সুইচ আছে!

জিন-ই হলো সেই কাঙ্ক্ষিত নিয়ন্ত্রণকারী জিন। এই জিনটি এক বিশেষ প্রোটিন তৈরি করে, যার কাজ হলো ল্যাকটোজ হজমের জিনকে পাহারা দেওয়া। রিপ্রেসার: জিনের এক রহস্যময় প্রহরী--- পাজামো পরীক্ষার শুরুতে এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখে বিজ্ঞানীরা চমকে গেলেন। গ্রহণকারী কোষে তখনো ল্যাকটোজ নেই, অথচ অবাক কাণ্ড; ব্যাকটেরিয়াটি ঠিকই এনজাইম তৈরি শুরু করে দিয়েছে! এ তো অনেকটা সেই গল্পের মতোঘরে চিনি নেই, তবু কেউ যেন আয়েশ করে চা বানিয়ে ফেলেছে! এমনটা কেন হলো? কারণ, গ্রহণকারী কোষটি ছিল ‘i’। মানে তার ল্যাক জিনের সামনে কোনো প্রহরী বা রিপ্রেসার ছিল না। রিপ্রেসার না থাকায় জিনটি ছিল অনেকটা খোলা দরজার মতো। পরিবেশে ল্যাকটোজ থাকুক আর না থাকুক, সে আপন মনে কাজ করে যাচ্ছিল।

কিন্তু গল্পের আসল মোড় এল একটু পরেই। বিজ্ঞানীরা দেখলেন, কিছুক্ষণ পর এনজাইম তৈরি আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল। কেন? কারণ, দাতা কোষ থেকে আসা সুস্থ ’ জিনটি ততক্ষণে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সে তৈরি করে ফেলেছে রিপ্রেসার প্রোটিন। আর সেই প্রোটিন গিয়ে ল্যাক জিনের সামনে পাহারাদারের মতো বসে পড়েছে। ব্যস, জিনের কাজ বন্ধ! একনজরে ল্যাক অপেরনের নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া এই আবিষ্কার ছিল নিঃশব্দ, কিন্তু এক মহাবিপ্লব। প্রথমবারের মতো মানুষের কাছে পরিষ্কার হলো, জিন সব সময় নিজে নিজে কাজ করে না। তার ওপর খবরদারি করার জন্য একধরনের নিয়ন্ত্রণ প্রোটিন থাকে। ঠিক এই মুহূর্তেই জন্ম নিল জেনেটিক সুইচ বা জিনের অন-অফ সুইচ ধারণা। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, জীবনের ভাষা মানে শুধু ডিএনএতে লেখা কিছু বর্ণমালা নয়; সেই ভাষা পড়ারও একটা নির্দিষ্ট নিয়ম ও শৃঙ্খলা আছে। ল্যাক জিনের সামনে কোনো প্রহরী বা রিপ্রেসার ছিল না। রিপ্রেসার না থাকায় জিনটি ছিল অনেকটা খোলা দরজার মতো। পরিবেশে ল্যাকটোজ থাকুক আর না থাকুক, সে আপন মনে কাজ করে যাচ্ছিল। ব্যাকটেরিয়ার মস্তিষ্কে এক ছোট সিদ্ধান্ত এই পর্যবেক্ষণটি বিজ্ঞানের ইতিহাসে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন? কারণ এটি প্রমাণ করল, জিন কোনো স্থবির বা জমানো নির্দেশ নয়। এটি একটি সুসংগঠিত ব্যবস্থা, যা ঠিক সময়ে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় হতে পারে। কোষের ভেতরে যেন একটি ছোট সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যবস্থা আছে, যেখানে একদল প্রোটিন এসে বলে দেয়, ‘এখন কাজ করো’ বা ‘এখন থামো’।

অতি ক্ষুদ্র একটি ব্যাকটেরিয়ার ভেতরেও এমন সুসংগঠিত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা থাকতে পারে। এই ধারণাটি তখন ছিল একেবারে নতুন। পাজামো পরীক্ষা বাইরে থেকে দেখতে ব্যাকটেরিয়ার ছোট একটি পরীক্ষা মনে হলেও, এর ভেতরেই লুকিয়ে ছিল আধুনিক মলিকুলার বায়োলজির ভিত্তি। এই পরীক্ষার ফলাফলগুলোই পরবর্তী সময়ে জন্ম দিয়েছিল বিখ্যাত অপেরন মডেলের।

অপেরন: জিনের এক স্বয়ংসম্পূর্ণ সংসার পাজামো পরীক্ষার ফলাফলগুলো কিন্তু এক দিনেই বিজ্ঞানীদের সামনে সব রহস্য পরিষ্কার করে দেয়নি। এর জন্য লেগেছে মাসের পর মাস নিবিড় আলোচনা, ল্যাবরেটরির ব্ল্যাকবোর্ডে হাজারো আঁকিবুঁকি ও নোটবইয়ের পাতায় অগণিত হিসাব। ধীরে ধীরে জ্যাকব ও মনো বুঝতে পারলেন, জিন কোনো নিঃসঙ্গ দ্বীপ নয়। জিন একা কাজ করে না; বরং তার চারপাশে আছে এক সুসংগঠিত কাঠামো, যা তাকে সারাক্ষণ নিয়ন্ত্রণ করছে।

এই অভাবনীয় ভাবনা থেকেই জন্ম নিল ‘অপেরন’ ধারণা। তাঁরা কল্পনা করলেন, ল্যাক জিনের ঠিক সামনেই আছে একটি বিশেষ জায়গা। তাঁরা এর নাম দিলেন ‘অপারেটর’। এটি অনেকটা দরজার সামনে ঝোলানো মজবুত তালার মতো। রিপ্রেসার প্রোটিন যদি সেখানে এসে বসে থাকে, তবে জিনের কাজ করার সব পথ বন্ধ। এখানেই শেষ নয়, এই ব্যবস্থায় আছে প্রোমোটার নামের আরেকটি অঞ্চল। এখানে এসে বসে আরএনএ পলিমারেজ নামে এক এনজাইম। এই এনজাইমটি অনেকটা মেশিনের স্টার্ট বাটন চাপার মতো কাজ করে। পুরো ব্যবস্থাটিকে তদারকি করার জন্য আছে একটি নিয়ন্ত্রণকারী জিন, যে নিয়মিত রিপ্রেসার বা সেই প্রহরী তৈরি করে যায়। তথ্য, সেই তথ্য পড়ার মঞ্চ, কাজ থামানোর প্রহরী ও শুরু করার সুইচএই সবকিছু নিয়ে তৈরি হওয়া এই আস্ত ইউনিটের নামই হলো অপেরন। এটি জীববিজ্ঞানে এক বিশাল পরিবর্তন নিয়ে এল। আগে জিনকে ভাবা হতো শুধু কিছু তথ্যের টুকরো। কিন্তু এখন দেখা গেল, জিন আসলে একটি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ব্যবস্থার অংশ। জীবন যখন এক সুসংগঠিত ব্যবস্থা বাইরে ল্যাকটোজ এলে রিপ্রেসার সরে যায়, আর জিন তড়িৎগতিতে কাজ শুরু করে। ল্যাকটোজ ফুরিয়ে গেলে রিপ্রেসার আবার ফিরে আসে, জিনও অমনি চুপ হয়ে যায়। তার মানে, জিন কেবল খাতার পাতায় লিখে রাখা কোনো নীরব অক্ষর নয়। সে পরিবেশ বুঝে কথা বলতে জানে, আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে চুপ করে থাকাও চেনে। এই আবিষ্কারের পর থেকেই জীববিজ্ঞানের দুনিয়ায় বদলে গেল সব প্রশ্ন। আগে সবাই জানতে চাইত, ডিএনএর গঠন কেমন? এখনকার প্রশ্ন হলো, ডিএনএ ঠিক কীভাবে ব্যবহৃত হয়? কোষ কীভাবে বেছে নেয় ঠিক কোন জিনটি সে পড়বে আর কোনটা এড়িয়ে যাবে? জীবন তখন আর শুধু হাজার হাজার অক্ষরের সমষ্টি রইল না; জীবন হয়ে উঠল এক চমৎকার নিয়ন্ত্রিত, সময়মতো চালু ও বন্ধ হওয়া এক জাদুকরী ব্যবস্থার নাম। অপেরন ধারণাটিই মূলত বিজ্ঞানের সেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির দুয়ার খুলে দিয়েছিল।

mRNA: জিনের সেই অদৃশ্য বার্তাবাহক পাজামো পরীক্ষার ধাঁধা যখন ধীরে ধীরে মিলছিল, ফ্রাঁসোয়া জ্যাকবের মাথায় তখন ঘুরপাক খাচ্ছিল অন্য এক প্রশ্ন। তিনি শুধু জিনের সুইচ নিয়ে ভাবছিলেন না; তিনি ভাবছিলেন পুরো ব্যাপারটা এত দ্রুত ঘটে কীভাবে? ল্যাকটোজ আসার মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই ব্যাকটেরিয়া এনজাইম তৈরি শুরু করে দেয়। এত কম সময়ে এটা সম্ভব হচ্ছে কীভাবে? যদি প্রতিবার নতুন প্রোটিন তৈরির জন্য আস্ত একটা নতুন রাইবোজোম (প্রোটিন তৈরির কারখানা) বানাতে হতো, তবে তো অনেক সময় লাগত। আবার কোষের ভেতরে আগে থেকেই যে রাইবোজোমগুলো আছে, তারাই বা হুট করে কীভাবে বুঝে ফেলছে যে এখন ঠিক কোন জিনের প্রোটিন বানাতে হবে? জ্যাকব বুঝতে পারলেন, ডিএনএ থাকে কোষের এক জায়গায় (নিউক্লয়েড অঞ্চল), আর প্রোটিন তৈরি হয় অন্য জায়গায় (রাইবোজোমে)। তার মানে, মাঝখানে নিশ্চয়ই কেউ একজন আছে। এমন এক বার্তাবাহক, যে ডিএনএ থেকে তথ্য নিয়ে রাইবোজোম পর্যন্ত দৌড়ে যায়। তিনি কল্পনা করলেন এক রহস্যময় অণুর কথা। এটি কোষে স্থায়ীভাবে পড়ে থাকবে না; কাজ শেষ হলেই ভেঙে যাবে। তিনি মনে মনে এর নাম দিলেন ‘X’। তখন পর্যন্ত এই ‘X’-কে কেউ চোখে দেখেনি। কিন্তু যুক্তি বলছিল, এমন কিছু না থাকলে এত দ্রুত প্রোটিন তৈরি হওয়া অসম্ভব। ব্যাপারটা অনেকটা অফিসের সেই ভল্টে রাখা মূল দলিলের মতো। মূল দলিল কেউ ভল্ট থেকে বের করে না, বরং দরকার হলে তার একটা ফটোকপি বা খসড়া কর্মীদের হাতে দেওয়া হয়। কাজ শেষে সেই কাগজ ফেলে দেওয়া যায়।

জিনের কাজ সুনিয়ন্ত্রিত। পরিবেশের সংকেত সরাসরি জিনকে প্রভাবিত করতে পারে। জিনের সামনে প্রহরী প্রোটিন বসতে পারে, আবার প্রয়োজন বুঝে সেই বাধা সরেও যেতে পারে।

কল্পনার ড়যখন সত্যি হলো ডিএনএ হলো সেই মূল দলিল, আর রাইবোজোম হলো তার কারখানা। জ্যাকবের সেই কল্পিত X হলো সেই ফটোকপি, যা তথ্য বয়ে নিয়ে যায়। কিছুদিন পর, ১৯৬১ সালে সিডনি ব্রেনার, ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব এবং ম্যাথিউ মেসেলসন এক যুগান্তকারী পরীক্ষায় প্রমাণ করলেন, সত্যিই কোষে এমন এক ক্ষণস্থায়ী আরএনএ তৈরি হয়। এর আয়ু খুব কম, কিন্তু কাজ বিশাল; প্রোটিন তৈরির নির্দেশ পৌঁছে দেওয়া। এই অণুটির নাম দেওয়া হলো মেসেঞ্জার আরএনএ বা mRNA। আজ আমরা খুব সহজেই স্কুলে শিখি: DNA RNA Protein। কিন্তু সে সময় এটি ছিল এক অবিশ্বাস্য নতুন চিন্তা। আর এই বৈপ্লবিক ধারণার বীজ রোপিত হয়েছিল সেই পাজামো পরীক্ষার সময়। জিন কেন চালু বা বন্ধ হয়এই প্রশ্ন থেকেই জন্ম নিয়েছিল আরেক বড় প্রশ্ন: তথ্য ভ্রমণ করে কীভাবে? জ্যাকবের সেই অদৃশ্য X কোনো নিছক কল্পনা ছিল না; তা ছিল প্রখর এক বৈজ্ঞানিক যুক্তির ফল। সরলতার ভেতর মহাবিপ্লব বাইরে থেকে দেখলে পাজামো এক্সপেরিমেন্ট খুব সাধারণ মনে হতে পারে। এখানে কোনো ঝকঝকে দামি যন্ত্রপাতি ছিল না, ছিল না এক্স-রে ক্রিস্টালোগ্রাফির সেই নাটকীয় ছবি। তিনজন বিজ্ঞানী শুধু গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন ব্যাকটেরিয়ার খুদে জগৎকে, কখন এনজাইম তৈরি হচ্ছে আর কখন বন্ধ হচ্ছে। কিন্তু বিজ্ঞানের ইতিহাসে অনেক বড় বড় পরিবর্তনই এসেছে এমন নিভৃত পর্যবেক্ষণ থেকে। পাজামো পরীক্ষার আসল বিশেষত্ব ছিল এর অসামান্য সরলতায়। ধাপে ধাপে যুক্তি মিলিয়ে তাঁরা দেখালেন, জিন কোনো যান্ত্রিক সুতো নয়, যা সব সময় একইভাবে চলবে। জিনের কাজ সুনিয়ন্ত্রিত। পরিবেশের সংকেত সরাসরি জিনকে প্রভাবিত করতে পারে। জিনের সামনে প্রহরী প্রোটিন বসতে পারে, আবার প্রয়োজন বুঝে সেই বাধা সরেও যেতে পারে। আর এই সব নির্দেশ ডিএনএ থেকে বার্তাবাহক আরএনএর হাত ধরে পৌঁছে যায় কোষের কারখানায়। মলিকুলার বায়োলজির এই নতুন ভাষাই আজ বদলে দিয়েছে আধুনিক চিকিৎসা ও বিজ্ঞানের গতিপথ।

১৯৬১ সালে সিডনি ব্রেনার, ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব এবং ম্যাথিউ মেসেলসন এক যুগান্তকারী পরীক্ষায় প্রমাণ করলেন, সত্যিই কোষে এমন এক ক্ষণস্থায়ী আরএনএ তৈরি হয়। এর আয়ু খুব কম, কিন্তু কাজ বিশাল।

জিন নিয়ন্ত্রণ: জীববিজ্ঞানের নতুন ভাষা আজ আমরা বিজ্ঞানে যে রেগুলেটরি জিন বা নিয়ন্ত্রণকারী জিনের কথা বলি, তার ধারণা জন্মেছিল ঠিক এখান থেকেই। এই একটি ধারণা পুরো জীববিজ্ঞানের ভাষাই বদলে দিল। আগে প্রশ্ন ছিল, জিনে কী লেখা আছে? কিন্তু পাজামো পরীক্ষার পর প্রশ্নটা হয়ে দাঁড়ালকখন কোন জিন সক্রিয় হবে? এই রহস্যটি বোঝার পর থেকেই জীববিজ্ঞান এক নতুন যুগে পা রাখল। ১৯৬৫ সালে জিনের এই অদ্ভুত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা আবিষ্কারের জন্য জ্যাক মনো, ফ্রাঁসোয়া জ্যাকব এবং আন্দ্রে ল্যোভকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। এই গবেষণার মাধ্যমেই জীববিজ্ঞানে এক নতুন দরজা খুলে গেল। আমরা প্রথমবারের মতো বুঝতে পারলাম, ভ্রূণের বিকাশের সময় কোন জিন ঠিক কখন জেগে ওঠে, কোষ বিভাজনের সময় কোন সংকেত কাজ করে, কিংবা ক্যানসারের সময় কেন কিছু জিন হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে সক্রিয় হয়ে যায়। এমনকি হরমোন কীভাবে আমাদের কোষের ভেতরে জিনের ওপর প্রভাব ফেলে, কিংবা ভাইরাস কীভাবে কোষের নিয়ন্ত্রণ দখল করে নেয়এসব জটিল প্রশ্নের উত্তর মিলল এই একটি সুতোয়, যার নাম জিন নিয়ন্ত্রণ। অক্ষরের শৃঙ্খলা থেকে নিয়ন্ত্রণের ছন্দ চারগাফ দেখিয়েছিলেন ডিএনএর ভেতরের গাণিতিক শৃঙ্খলা। তিনি প্রমাণ করেছিলেন অক্ষরগুলো এলোমেলো নয়; A-এর সঙ্গে ঠ আর ও-এর সঙ্গে C সমানভাবে থাকে। আর পাজামো পরীক্ষা দেখাল, এই অক্ষরগুলো শুধু সুশৃঙ্খলভাবে সাজানোই নয়, বরং এরা সুনিয়ন্ত্রিত। পুরো বিষয়টাকে যদি একটু কল্পনা করি, ডিএনএ হলো একটি বিশাল বই। আর অপেরন হলো সেই বইয়ের নির্দিষ্ট কোনো অধ্যায়ের সামনে থাকা একেকটি সুইচ। মেসেঞ্জার আরএনএ হলো সেই বার্তাবাহক, যে বই থেকে তথ্য কপি করে নিয়ে যায়। আর রিপ্রেসার? সে হলো সেই কড়া প্রহরী, যে দরজার সামনে বসে হুকুম দেয়, ‘এখন পড়া যাবে না!’

আসলে এই দুই বিজ্ঞানীর গল্প একই মহাকাব্যের দুটি অংশ। প্রথমে আমরা জানলাম জীবনের বর্ণমালা কীভাবে সাজানো থাকে। তারপর জানলাম সেই ভাষা ঠিক কীভাবে পড়া হয়। জীবন কেবল হাজার হাজার অক্ষরের সমষ্টি নয়; জীবন হলো এক সুনিয়ন্ত্রিত অক্ষরের ছন্দ। চারগাফ দেখিয়েছিলেন ডিএনএর ভেতরের গাণিতিক শৃঙ্খলা। তিনি প্রমাণ করেছিলেন অক্ষরগুলো এলোমেলো নয়; A-এর সঙ্গে T আর ও-এর সঙ্গে C সমানভাবে থাকে। নতুন এক দৃষ্টিভঙ্গি--- পাজামো পরীক্ষা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, জিন সব সময় একা কাজ করে না; সে নিয়ন্ত্রিত। কখনো সে নিস্তব্ধ থাকে, কখনো প্রবল বিক্রমে সক্রিয় হয়ে ওঠে। কোষ নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে কখন কাজ শুরু হবে আর কখন থামবে। জিনের এই ছন্দই মূলত প্রাণের মূল সুর। পাজামো এক্সপেরিমেন্ট আমাদের শেখাল, জিন নিয়ন্ত্রণই হলো সেই মৌলিক চাবিকাঠি, যা প্রতিটি কোষের টিকে থাকা এবং বিবর্তন নির্ধারণ করে। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এই নীরব বিপ্লবই আধুনিক মলিকুলার বায়োলজির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

‘বিজেপির টিকিটে লড়তেই পারতেন’: বিদ্রোহী সাংসদদের অযোগ্য ঘোষণার দাবি পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মানের

নয়াদিল্লি, ৫ মে (আইএএনএস): আম আদমি পার্টির (আপ) সাতজন রাজ্যসভার সাংসদের বিজেপিতে যোগদান ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যে তাঁদের অযোগ্য ঘোষণার দাবি তুললেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান।

মঙ্গলবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু-র সঙ্গে সাক্ষাতের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মান বলেন, “আমাদের ১০ জন সাংসদের মধ্যে ৭ জন একসঙ্গে অন্য দলে মিশে যেতে পারে না। দেশে সংবিধান আছে, আইন আছেসব কিছু তার মধ্যেই হতে হবে।”

তিনি আরও বলেন, “যদি তাঁদের এতটাই আপত্তি থাকত, তাহলে পদত্যাগ করে বিজেপির টিকিটে পুনরায় নির্বাচনে লড়তে পারতেন। সাহস থাকলে সেটাই করতেন।”

উল্লেখ্য, গত মাসে আপের সাতজন রাজ্যসভার সাংসদ বিজেপিতে যোগ দেন, যার মধ্যে ছ’জনই পাঞ্জাব থেকে নির্বাচিত ছিলেন। এই প্রেক্ষিতে মান দাবি করেন, তাঁদের রাজ্যসভার সদস্যপদ বাতিল করে ওই আসনগুলিতে পুনরায় আপকে প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেওয়া উচিত।তিনি বলেন, “ওঁদের অযোগ্য ঘোষণা করা উচিত এবং আমাদের আবার সেই সাতটি আসনে প্রার্থী দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে।”মান আরও জানান, যদি বর্তমান আইনে ‘রিকল’-এর কোনও ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে তা সংশোধন করা উচিত। রাষ্ট্রপতির সঙ্গে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

এছাড়া, একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মান বিজেপির বিরুদ্ধে আঞ্চলিক দলগুলিকে দুর্বল করার অভিযোগ তোলেন। তিনি বলেন, ওম প্রকাশ চৌটালা ও দুষ্যন্ত চৌটালা-র দল, শরদ পওয়ার-এর দল এবং উদ্ধব ঠাকরে-র দলকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ।তিনি আরও দাবি করেন, এখন তেজস্বী যাদব-এর দলকেও দুর্বল করার চেষ্টা চলছে এবং তৃণমূল কংগ্রেসকেও লক্ষ্য করা হয়েছে।

তবে তাঁর দাবি, “আম আদমি পার্টিকে শেষ করা যাবে না, কারণ এটি একটি জাতীয় দল।”

জবলপুরে বাস-ট্রাক্টর সংঘর্ষে উল্টে গেল যাত্রীবাহী বাস, আহত বহু, ৬ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক

জবলপুর, ৫ মে (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশের জবলপুর জেলায় ট্রাক্টর-ট্রলির সঙ্গে সংঘর্ষের পর যাত্রীবাহী বাস উল্টে গিয়ে বহু যাত্রী আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অন্তত ৬ জনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে গোসালপুর-এর কাছে ন্যাশনাল হাইওয়ে-৩০-এ দুর্ঘটনাটি ঘটে।

কাটনি থেকে জবলপুরগামী বাসটি একটি গম বোঝাই ট্রাক্টর-ট্রলিকে ওভারটেক করার সময় ধাক্কা মারে। সংঘর্ষের জেরে ট্রাক্টরটি উল্টে যায় এবং বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ওপর উল্টে পড়ে।

পুলিশ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত কোনও মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়নি। স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে উদ্ধারকাজে এগিয়ে আসেন এবং বাসের ভিতরে আটকে থাকা যাত্রীদের বের করে আনেন।

খবর পেয়ে গোসালপুর ও সিহোরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। ‘ডায়াল ১০৮’ অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা ও বেসরকারি যানবাহনের সাহায্যে আহতদের দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয়।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, ১৮ জন আহতকে গোসালপুরে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে, এবং আরও ২১ জনকে সিহোরা সিভিল হাসপাতাল-এ ভর্তি করা হয়েছে। গুরুতর আহত ৬ জনকে জবলপুর মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে বাসচালকের গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে।

গোসালপুর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক গজাবতী পুষম জানান, “ওভারটেক করার চেষ্টা থেকেই দুর্ঘটনা ঘটে।” বাসচালককে আটক করা হয়েছে এবং যানটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই একটি মামলা রুজু করে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভোট-পরবর্তী হিংসা থেকে দূরে থাকার কড়া বার্তা সতর্ক করলেন বঙ্গ বিজেপি সভাপতি সমিক ভট্টাচার্য

কলকাতা, ৫ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ের পরদিনই দলীয় কর্মীদের ভোট-পরবর্তী হিংসা থেকে বিরত থাকার কড়া বার্তা দিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সমিক ভট্টাচার্য। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, কোনও কর্মী হিংসায় জড়িত থাকলে তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে।

এই নির্বাচনে ২০৬টি আসন পেয়ে বিজেপি স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, যেখানে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ৮১টি আসন। কংগ্রেস ২টি, সিপিআই(এম) ১টি, এআইএসএফ ১টি এবং আম জনতা উন্নয়ন পার্টি ২টি আসন পেয়েছে।

আইএএনএস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সমিক ভট্টাচার্য বলেন, “তৃণমূল কংগ্রেস যা করেছে, বিজেপি তা পুনরাবৃত্তি করবে না। কোনও বিজেপি কর্মী যদি ভোট-পরবর্তী হিংসায় জড়িত থাকেন, তাঁকে দল থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।”

তিনি প্রশাসনকেও কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান। তাঁর কথায়, “এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে, তা নিশ্চিত করতে হবে। না হলে প্রশাসনই দায়ী থাকবে।”

এছাড়া তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূল কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এখন প্রকাশ্যে এসেছে। দমদম, আসানসোল এবং রাজারহাট গোপালপুর-এ তৃণমূলের এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর কার্যালয়ে ভাঙচুর চালিয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

তাঁর অভিযোগ, বিজেপির পতাকা ব্যবহার করে অফিস দখলের চেষ্টা করা হচ্ছে এবং তৃণমূল কর্মীরা নিজেদের মধ্যেই প্রভাব বিস্তার ও তোলাবাজি নিয়ে সংঘর্ষে জড়াচ্ছেন।

সমিক ভট্টাচার্য বলেন, “এভাবে চলতে পারে না। কোনও রিকশাচালককে টাকা দিতে হবে না। রাস্তার ধারে সবজি বিক্রেতাদেরও জোর করে টাকা আদায় করা যাবে না।”

তৃণমূলের তরফে বিজেপি জিতলে মাছ-মাংস নিষিদ্ধ করা হবেএই অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “যারা রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যায়, তারাই এ ধরনের কথা বলে।”

নতুন মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ কবে হবে, তা কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঠিক করবে বলেও জানান তিনি। তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্র জয়ন্তী (৯ মে) দিনটি প্রস্তাব করেছেন, যা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর জন্মবার্ষিকী হিসেবে পালিত হয়।

বাংলাদেশে বার নির্বাচন ঘিরে উত্তেজনা: চট্টগ্রামে আওয়ামীপন্থী আইনজীবীদের বাধা ও হেনস্থার অভিযোগ

ঢাকা, ৫ মে (আইএএনএস): বাংলাদেশ-এ আওয়ামী লীগপন্থী আইনজীবীদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়নের অভিযোগের মধ্যে চট্টগ্রাম জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনের আগে নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে বাধা ও হেনস্থার অভিযোগ উঠেছে বিএনপি-সমর্থিত আইনজীবীদের বিরুদ্ধে।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সোমবার দুপুরে চট্টগ্রাম জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের লাইব্রেরির প্রবেশদ্বারে এই ঘটনা ঘটে। আওয়ামী লীগপন্থী সভাপতি প্রার্থী আবদুর রশিদের নেতৃত্বে একদল আইনজীবী “সাধারণ আইনজীবী পরিষদ”-এর ব্যানারে মনোনয়নপত্র তুলতে গেলে তাঁদের বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।

প্রত্যক্ষদর্শীদের উদ্ধৃতি দিয়ে ‘দ্য ডেইলি স্টার’ জানায়, বিএনপি-সমর্থিত আইনজীবীরা তাঁদের প্রবেশে বাধা দেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বার নির্বাচন কমিশনের সদস্যরা লাইব্রেরির দরজা বন্ধ করে দেন, যার প্রতিবাদে আওয়ামী লীগপন্থী আইনজীবীরা সেখানেই বিক্ষোভে বসেন।

আওয়ামী লীগপন্থী প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফখরুদ্দিন জাবেদ অভিযোগ করেন, “মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করতে গিয়ে আমাদের লাইব্রেরিতে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আগের নির্বাচনেও আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হয়নি।”

অন্যদিকে, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের চট্টগ্রাম ইউনিটের সদস্য-সচিব কামরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ-ঘনিষ্ঠ আইনজীবীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণের মতো পরিবেশ নেই। চট্টগ্রাম জেলা বার অ্যাসোসিয়েশনের কার্যনির্বাহী কমিটির নির্বাচন ২১ মে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা বার অ্যাসোসিয়েশন অডিটোরিয়ামে।

এর আগে ২৯ ও ৩০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ঢাকা বার অ্যাসোসিয়েশনের ২০২৬-২৭ মেয়াদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগপন্থী আইনজীবীরা অংশ নিতে পারেননি বলে অভিযোগ ওঠে।

একই ধরনের পরিস্থিতির অভিযোগ উঠেছে বরিশাল ও মানিকগঞ্জ বার অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনে, যেখানে যথাক্রমে ৩ এপ্রিল ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ভোট হয়।

কুমিল্লার এক আওয়ামী লীগপন্থী আইনজীবী গোলাম ফারুক জানান, তাঁরা নির্বাচনে অংশ নিলেও প্রচার চালাতে পারেননি এবং বিভিন্ন দিক থেকে হুমকির মুখে পড়েছিলেন।

এদিকে, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন-এর ১৩-১৪ মে-র নির্বাচনে ৯০ জন প্রার্থীর মধ্যে ৪২ জনের মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে, যা আন্তর্জাতিক মহলে সমালোচনার জন্ম দিয়েছে।

দেশের বিভিন্ন জেলায় রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে আইনজীবীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণে বাধা দেওয়ার অভিযোগে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

৫৩ কোটি টাকার আন্তঃরাজ্য সাইবার জাল ভাঙল গুজরাত পুলিশ, গ্রেফতার ১০

গান্ধীনগর, ৫ মে (আইএএনএস): প্রায় ৫৩ কোটি টাকার আন্তঃরাজ্য সাইবার প্রতারণা চক্রের পর্দাফাঁস করল গুজরাত পুলিশ। এই ঘটনায় ১০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে গুজরাতের সাইবার সেন্টার অব এক্সেলেন্স (সিআইডি ক্রাইম)।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, কে.এল.এন. রাও-এর নির্দেশে সাইবার অপরাধ দমনে বিশেষ অভিযান শুরু হয়। এসপি ড. রাজদীপসিংহ জালা, সঞ্জয় কেশওয়ালা এবং বিবেক ভেড়ার তত্ত্বাবধানে একটি বিশেষ দল গঠন করা হয়।

তদন্তে উঠে এসেছে, প্রযুক্তিগত নজরদারির মাধ্যমে ধরা পড়া অভিযুক্তরা কমিশনের ভিত্তিতে সাইবার প্রতারণার অর্থ লেনদেনের কাজ করত। মোট ১৩২টি অভিযোগের সঙ্গে যুক্ত এই চক্রে প্রায় ৫৩.৫৫ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে।

অভিযুক্তদের মোবাইল ফোন পরীক্ষা করে ১৯৭টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্য পাওয়া যায়, যার মধ্যে ৬০টি অ্যাকাউন্ট ১৩২টিরও বেশি সাইবার অপরাধে ব্যবহৃত হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তরা সাধারণ মানুষকে প্রলুব্ধ করে তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ভাড়া নিত এবং সেই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রতারণার টাকা ঘুরিয়ে দিত। এই প্রতারণার মধ্যে বিনিয়োগ জালিয়াতি, ইউপিআই প্রতারণা এবং ট্রেডিং প্রতারণা অন্তর্ভুক্ত।

বিভিন্ন রাজ্যে এই চক্রের প্রভাব পড়েছেগুজরাত, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ, কেরল, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, হরিয়ানা, পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যে অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

গ্রেফতারদের কাছ থেকে ১১টি মোবাইল ফোন, তিনটি চেকবই, তিনটি পাসবই এবং তিনটি ডেবিট কার্ড উদ্ধার হয়েছে।

তদন্তে আরও জানা গেছে, অভিযুক্তদের মধ্যে একজন সাহিলমিয়া মালেক একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সরবরাহ করেছিলেন, যা ব্যবহার করা হয়েছিল প্রয়াত মহারাষ্ট্রের রাজনীতিবিদ বাবা সিদ্দিকি-র হত্যা মামলার অভিযুক্তদের দ্বারা। ওই অ্যাকাউন্টের মালিক সালমান ভোহরাকে ইতিমধ্যেই মহারাষ্ট্র পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে পুলিশ জানিয়েছে, কোনও ব্যক্তি বা এজেন্ট যদি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট বা সিম কার্ড ভাড়ায় নেওয়ার প্রস্তাব দেয়, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশকে জানাতে হবে।

এছাড়া, অচেনা ব্যক্তির প্রলোভনে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, এটিএম কার্ড বা চেকবই ভাড়ায় না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অস্বাভাবিক উচ্চ লাভের প্রতিশ্রুতি দেওয়া বিজ্ঞাপন থেকেও সতর্ক থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে।

সাইবার প্রতারণার শিকার হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ‘গোল্ডেন আওয়ার’-এর (প্রথম এক ঘণ্টা) মধ্যে ১৯৩০ নম্বরে যোগাযোগ করার পরামর্শ দিয়েছে পুলিশ। এই সময়ের মধ্যে অভিযোগ জানালে প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব বলে জানানো হয়েছে।

‘পরিবর্তন হয়েছে’: বাংলার রায় থেকে বঙ্গোপসাগর দৃষ্টিম্যান্ডেট থেকে গতির পথে নতুন পূর্বনীতি

নয়াদিল্লি, ৫ মে (আইএএনএস): “পরিবর্তন হয়েছে”এই বাক্যটি শুধু একটি নির্বাচনী ফলাফল নয়, বরং প্রশাসন, সংযোগ ও সমন্বিত উন্নয়নের দিকে জনমানসে স্পষ্ট পরিবর্তনের প্রতিফলন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র নেতৃত্বে জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাব্য সমন্বয় ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কৌশলে এক নতুন দিশা খুলে দিয়েছে।

দিল্লি, কলকাতা ও উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক সমন্বয় বাস্তবায়নের গতি বাড়াতে পারে। “পূর্ব দিকে কাজ করুন, দ্রুত কাজ করুন’ নীতি এখন আরও দ্রুত বাস্তবায়নের ভিত্তি পেয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় প্রভাব পড়তে পারে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশ-এর সম্পর্কের উপর। উন্নয়নকে কেন্দ্র করে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে নতুনভাবে গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি হয়েছে। বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে সংযোগ ও বাণিজ্যিক রুট শক্তিশালী হলে তা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বাড়াবে।

পশ্চিমাঞ্চলের সামুদ্রিক রুট, বিশেষ করে স্ট্রেইট অব হরমুজ-এ অনিশ্চয়তার প্রেক্ষিতে পূর্ব উপকূলের গুরুত্ব বেড়েছে। এই অবস্থায় বাংলাদেশ হয়ে স্থল ও সমুদ্রপথে বিকল্প বাণিজ্য রুট তৈরি হওয়া কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, উন্নয়ন, অবকাঠামো, শিল্প পুনরুজ্জীবন ও কর্মসংস্থানের প্রত্যাশাই ভোটের মূল চালিকা শক্তি। “ডাবল ইঞ্জিন সরকার”-এর ধারণা দ্রুত পরিষেবা ও স্বচ্ছ প্রশাসনের চাহিদাকে সামনে এনেছে।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তকে নিয়ন্ত্রণের রেখা থেকে উন্নয়নের অঞ্চলে পরিণত করার সম্ভাবনা রয়েছে। আধুনিক চেকপোস্ট, ডিজিটাল কাস্টমস ব্যবস্থা ও সীমান্ত হাট স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পারে।

তিস্তা জলবণ্টন ও গঙ্গা জলচুক্তির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির সমাধান এখন আরও বাস্তবসম্মত বলে মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক সমন্বয় থাকলে সংবেদনশীল বিষয়েও ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান সম্ভব।

রেল, সড়ক, জলপথ ও বন্দরবিশেষ করে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরএই সমন্বয়ের কেন্দ্রবিন্দু। উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোগপথ, যা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশ সহজ করতে পারে।

টেক্সটাইল, ফার্মাসিউটিক্যাল ও হালকা প্রকৌশল শিল্পে যৌথ উৎপাদন ও সরবরাহ শৃঙ্খল গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে। সীমান্তবর্তী শিল্পাঞ্চল বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বাড়াতে পারে।

বঙ্গোপসাগরে শক্তি ও সামুদ্রিক সহযোগিতা আরও জোরদার হতে পারে। বিদ্যুৎ বাণিজ্য, জ্বালানি সরবরাহ ও নবায়নযোগ্য শক্তি প্রকল্পে দুই দেশের অংশীদারিত্ব বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলকে পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সংযোগ আঞ্চলিক বাণিজ্য ও উন্নয়নে নতুন দিগন্ত খুলতে পারে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে পারস্পরিক সম্মান, আস্থা ও ভারসাম্যের উপর। নিয়মিত সংলাপ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এই সম্পর্ককে স্থিতিশীল রাখবে।

“পরিবর্তন হয়েছে” এখন বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ বহন করছে। উন্নয়ন, সংযোগ ও আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশ একসঙ্গে পূর্বাঞ্চলে নতুন অর্থনৈতিক দিগন্ত তৈরি করতে পারে।

মোদির জনপ্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় কেজরিওয়ালকে কড়া আক্রমণ কিরেন রিজিজুর

নয়াদিল্লি, ৫ মে (আইএএনএস): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র জনপ্রিয়তা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল-কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু।

মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে রিজিজু বলেন, “অন্ধ মানুষও মোদিজির জনপ্রিয়তা দেখতে পারে। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে ঘুমিয়ে থাকার ভান করে, তাদের জাগানো যায় না।”

তিনি বিরোধী দলগুলির ঐক্য নিয়েও কটাক্ষ করেন এবং বলেন, যারা আগে একে অপরকে আক্রমণ করত, তারাই এখন একজোট হয়ে মোদির জনপ্রিয়তা অস্বীকার করছে।

এর আগে কেজরিওয়াল পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে বিজেপির জয়ের প্রেক্ষিতে মোদির জনপ্রিয়তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাঁর দাবি, যখন ‘মোদী ওয়েভ’ কমছিল, তখনই বিজেপি এই জয় পেয়েছে, যা প্রশ্ন তুলছে।

এদিকে, সামাজিক মাধ্যমে মোদির জনপ্রিয়তার উদাহরণ হিসেবে তাঁর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি ১০ কোটির বেশি ফলোয়ার পেয়ে প্রথম কর্মরত বিশ্বনেতা হিসেবে এই মাইলস্টোন স্পর্শ করেছেন। ২০১৪ সালে ইনস্টাগ্রামে যোগ দেওয়ার পর থেকে তাঁর অ্যাকাউন্ট বিশ্বজুড়ে অন্যতম জনপ্রিয় রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে, যা দেশের ভিতরে ও বাইরে জনসংযোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ সফরে মোদির ‘ঝালমুড়ি’ খাওয়ার মুহূর্তও সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক সাড়া ফেলে। সেই ভিডিও ও ছবি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১০ কোটিরও বেশি ভিউ পায় এবং ফেসবুকেও বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

এই সব পরিসংখ্যানই প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তার প্রমাণ বলে দাবি বিজেপি শিবিরের।

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে প্রয়াত অভিনেতা সন্তোষ নায়ার

তিরুবনন্তপুরম, ৫ মে (আইএএনএস): মালয়ালম চলচ্চিত্র জগতের পরিচিত মুখ সন্তোষ নায়ার (৬৫) মঙ্গলবার সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার পর প্রয়াত হলেন। পাথানামথিট্টা জেলার আদুরের কাছে এনাথু এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, এদিন সকাল প্রায় ৬টা ৩০ মিনিট নাগাদ এমসি রোডে তাঁর গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি পার্সেলবাহী লরির সঙ্গে ধাক্কা খায়। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে দ্রুত নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসাধীন অবস্থায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়।

এই দুর্ঘটনায় তাঁর স্ত্রী শুভশ্রী এবং লরির চালকও আহত হন। বর্তমানে তাঁদের চিকিৎসা চলছে।

সন্তোষ নায়ার-এর মৃত্যুতে মালয়ালম সিনেমা এক বহুমুখী অভিনেতাকে হারাল। পাশাপাশি তিনি সুপারস্টার মোহনলাল-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবেও পরিচিত ছিলেন।তাদের বন্ধুত্বের শুরু তিরুবনন্তপুরমের এমজি কলেজে পড়াকালীন সময়ে। কলেজ জীবনে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং যুব উৎসবে একসঙ্গে পারফরম্যান্সের মাধ্যমে তাঁদের বন্ধুত্ব আরও গভীর হয়।

১৯৮২ সালে পি.জি. বিশ্বম্ভরনের পরিচালনায় ‘ইথু ঙ্গালুডে কথা’ ছবির মাধ্যমে চলচ্চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন সন্তোষ নায়ার। এরপর তিনি ১০০-রও বেশি ছবিতে অভিনয় করেন এবং ভিলেন, কৌতুক ও চরিত্রাভিনেতাবিভিন্ন ভূমিকায় নিজস্ব দক্ষতা প্রমাণ করেন। ‘ইরুপাথাম নূট্রান্ডু’ ছবিতে তাঁর অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নব্বইয়ের দশকের শেষদিকে কিছু সময়ের জন্য অভিনয় থেকে বিরতি নিলেও পরবর্তী সময়ে তিনি আবার নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র জগতে সক্রিয় হন। তাঁর শেষ ছবি ‘মোহিনীয়াট্টম’ বর্তমানে প্রেক্ষাগৃহে চলছে।

১৯৬০ সালের ১২ নভেম্বর তিরুবনন্তপুরমে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। ছাত্রজীবনে রাজনীতিতেও সক্রিয় ছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে বন্ধুবৎসল ও প্রাণবন্ত মানুষ হিসেবে পরিচিত সন্তোষ নায়ার শেষ দিন পর্যন্ত সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন।

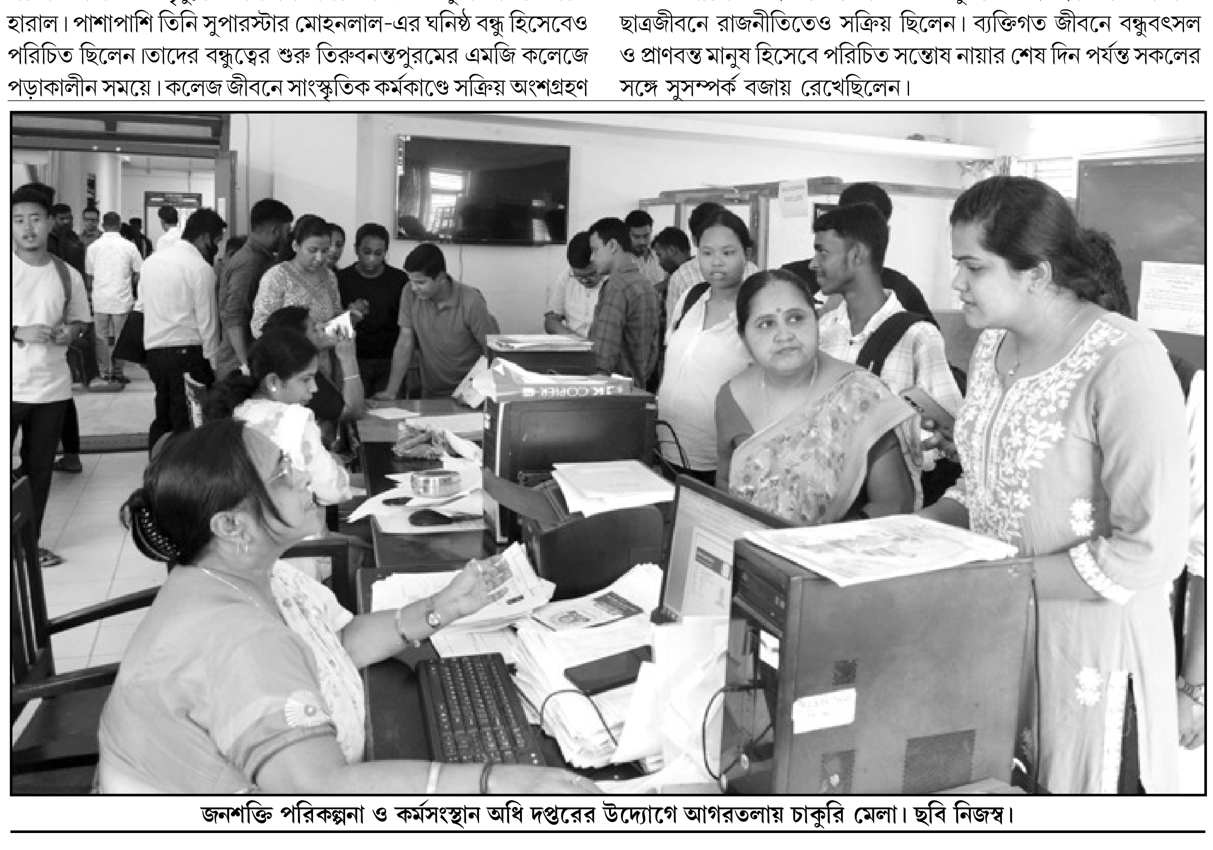

জনশক্তি পরিকল্পনা ও কর্মসংস্থান অধি দপ্তরের উদ্যোগে আগরতলায় চাকুরি মেলা। ছবি নিজস্ব।

বিহারে এনডিএ-র বড় রাজনৈতিক শক্তিপ্রদর্শন ৭ মে সম্রাট চৌধুরীর মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ

পাটনা, ৫ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ ও অসমে ভারতীয় জনতা পার্টির শক্তিশালী নির্বাচনী ফলাফলের পর বিহারে রাজনৈতিক তৎপরতা তুঙ্গে। এরই মধ্যে ৭ মে পাটনার ঐতিহাসিক গান্ধী ময়দান-এ সম্রাট চৌধুরীর মন্ত্রিসভার বড়সড় সম্প্রসারণের প্রস্তুতি চলছে।

এই কর্মসূচি সম্পর্কে নিশ্চিত করে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সঞ্জয় সারাওগি জানান, এটি সাধারণ শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হবে না, বরং শক্তি প্রদর্শনের এক বিশাল রাজনৈতিক সমাবেশে পরিণত হবে। ইতিমধ্যেই জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। পাশাপাশি বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের আরও অনেকে উপস্থিত থাকতে পারেন বলে সূত্রের খবর।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, বিজেপির জাতীয় সভাপতি নিতীন নবীন এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার-এরও উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

পাটনা শহরকে সাজিয়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে স্থানীয় দলীয় ইউনিট ও বিধায়কদের। বিমানবন্দর থেকে গান্ধী ময়দান পর্যন্ত বিভিন্ন জায়গায় পতাকা ও ব্যানারে সাজানো হচ্ছে।

প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য সফরকে কেন্দ্র করে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। জেলা প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেছেন এবং অনুষ্ঠান ঘিরে বহুমাত্রিক নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হচ্ছে।

গত কয়েকদিন ধরে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ নিয়ে আলোচনা চলছিল, যা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সম্প্রসারণে নতুন মুখের অন্তর্ভুক্তি হতে পারে এবং গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের পুনর্বণ্টনও দেখা যেতে পারে।

এছাড়া, জাতিগত ও আঞ্চলিক ভারসাম্য বজায় রাখার দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিপুল জনসমাগমের কথা মাথায় রেখে প্রশাসনের তরফে ট্রাফিক ও ভিড় নিয়ন্ত্রণে বিস্তারিত পরিকল্পনা করা হয়েছে। গান্ধী ময়দানে আধুনিক সুবিধাসম্পন্ন বিশাল মঞ্চ তৈরি করা হচ্ছে এবং গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হবে, যাতে সাধারণ মানুষের কোনও অসুবিধা না হয়।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ঘণ্টার পর ঘণ্টা রুটি থাকবে নরম মেনে চলুন ৬টি ঘরোয়া উপায়

টিফিনে বা লাঞ্চে রুটি শক্ত হয়ে যাওয়া এক সাধারণ সমস্যা। আটা মাখা থেকে শুরু করে তাওয়ায় সেঁকা সামান্য কিছু ভুলের কারণেই রুটি শক্ত পাপড়ের মত বা শক্ত হয়ে গিয়েছে। তবে রান্নাঘরের সাধারণ কিছু কৌশল মেনে চললেই তৈরি করা রুটি থাকবে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তুলোর মতো নরম। রুটি নরম রাখার কার্যকরী ৬টি উপায় জেনে নিন এই প্রতিবেদনে।

সাধারণ তাপমাত্রার জল দিয়ে আটা মাখলে অনেক সময় রুটি দ্রুত শক্ত হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে। আটা মাখার সময় যদি ইষদুষ্ণ বা প্রায় ফুটন্ত জল ব্যবহার করেন, তবে রুটি অনেক বেশি নরম হবে। গরম জল আটাকে অনেক বেশি নমনীয় করে তোলে, যার ফলে রুটি দীর্ঘক্ষণ সতেজ থাকে।

আটা মাখার সময় জলের সঙ্গে কিছুটা পরিমাণ হালকা গরম দুধ মিশিয়ে দিলে তার ফল পাওয়া যাবে হাতে-নাতে। দুধের ফ্যাট রুটির প্রতিটি স্তরে মিশে গিয়ে তাকে ভেতর থেকে মোলায়েম করে তুলতে সাহায্য করে। এর ফলে রুটি কেবল নরমই হয় না, বরং তার স্বাদ ও পুষ্টিগুণ দুই-ই অনেক বেড়ে যায়।

আটা মাখার সঙ্গে সঙ্গেই রুটি বেলতে শুরু করলে রুটি সাধারণত ভালো ফোলে না এবং শক্ত হয়ে যায়। আটা মাখা হয়ে গেলে তা অন্তত ২০ থেকে ৩০ মিনিট একটি ঢাকনা বা ভিজে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা জরুরি। এই সময়টুকু দিলে আটার গ্লুটেন সেট হওয়ার সুযোগ পায়, ফলে রুটি বেলার সময় তা অনেক বেশি মসৃণ হয়।

পুড়ে যাওয়ার ভয়ে অনেকে খুব কম আঁচে রুটি সেঁকেন, যা আসলে রুটির আর্দ্রতা পুরো শুষে নেয়। রুটি সেঁকার সময় তাওয়া ভালোমতো গরম করে চড়া আঁচে দ্রুত দু-পিঠ সেঁকে নামিয়ে নেওয়া প্রয়োজন। তাড়াতাড়ি রান্না হলে রুটির ভেতরের জলীয় অংশ বজায় থাকে এবং রুটিটি অনেক বেশি নরম ও ফুলকো

তাওয়া থেকে রুটি নামানোর পর বাতাসে রাখলে তা খুব দ্রুত জলীয় বাষ্প হারিয়ে শক্ত হতে শুরু করে। রুটি সেঁকা হয়ে গেলেই তাতে সামান্য ঘি বা মাখন লাগিয়ে নিলে সেটি সুরক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। এই হালকা তেলের আস্তরণ রুটির আর্দ্রতাকে ভেতরেই আটকে রাখে, ফলে রুটি দীর্ঘক্ষণ তুলতুলে থাকে।

গরম রুটি কখনও সরাসরি কোনো ধাতব পাত্র বা এয়ারটাইট ডাব্বায় রাখা উচিত নয়, কারণ এতে রুটি ঘামতে শুরু করে। ক্যাসেরোলে রাখার আগে রুটিগুলোকে একটি পরিষ্কার সুতির কাপড়ে ভালো করে মুড়িয়ে রাখা দরকার। সুতির কাপড় অতিরিক্ত ভাপ শুষে নেয় অথচ রুটির প্রয়োজনীয় নরম ভাবটুকু বজায় রাখতে সাহায্য করে।

রুটি কতটা নরম হবে তা অনেকটাই নির্ভর করে আটা কতটা নরম করে মাখা হয়েছে তার ওপর। যদি আটার মণ্ড খুব শক্ত হয়, তবে রুটিও অবধারিতভাবে শক্ত হবে, তাই মাখার সময় পর্যাপ্ত জল দিতে হবে।মাখা শেষে হাতের তালুতে সামান্য তেল নিয়ে ডো-টির গায়ে বুলিয়ে দিলে তার ওপরের স্তর শুকিয়ে যায় না।

টিফিন বক্সে রুটি দেওয়ার সময় তা সরাসরি না ভরে সবসময় পাতলা টিস্যু বা কাপড় ব্যবহার করা উচিত। বক্সের ভেতরে অতিরিক্ত আর্দ্রতা জমে রুটি যাতে স্যাঁতস্যাতে না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন। এই ঘরোয়া ও সহজ পদ্ধতিগুলো মেনে চললেই হাতের তৈরি রুটি থাকবে একদম তুলোর মতো নরম।

তীব্র গরমে ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখতে কী কী খাবেন ?

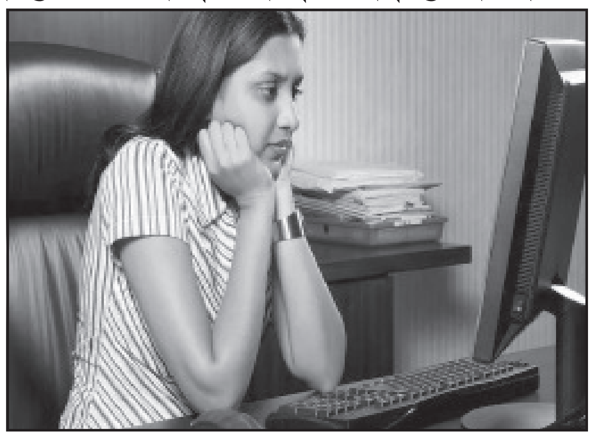

তীব্র গরমে ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখা ভীষণ ভাবে জরুরি; জেনে নিন কোন পানীয় ও খাবারগুলি আপনার ক্লান্তি দূর করে আপনকে সতেজ রাখবে।

কেন হয় ইলেক্ট্রোলাইটের অভাব? তীব্র গরমে অতিরিক্ত ঘামের মাধ্যমে শরীর থেকে সোডিয়াম পটাশিয়ামের মত জরুরি খনিজ বেরিয়ে যায়। এর ফলে শরীর দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং তার ফলে ডিহাইড্রেশন বা জলশূন্যতা দেখা যায়। এই অবস্থাকেই চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় ইলেক্ট্রোলাইটের ভারসাম্যহীনতা বলে। শরীরে পটাশিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের জোগান দিতে ডাবের জলের কোনও বিকল্প নেই। এটি শুধু জলশূন্যতাই দূর করে না, বরং প্রাকৃতিক ইলেকট্রোলাইট হিসেবে কাজ করে। গরমে শরীরকে ভেতর থেকে ঠান্ডা রাখতে নিয়মিত ডাবের জল পান করা উচিত। ঘোল বা ছাস হল গরমের অন্যতম সেরা পানীয় যা প্রোবায়োটিকে ভরপুর। এতে এক চিমটি নুন মিশিয়ে খেলে শরীরের সোডিয়ামের ঘাটতি দ্রুত পূরণ হয়। দুপুরের রোদে বাইরে থেকে ফিরে এক গ্লাস ঠান্ডা ঘোল আপনাকে চনমনে করে তুলবে। অত্যধিক ঘামলে শরীর থেকে সবথেকে বেশি সোডিয়াম বেরিয়ে যায়, যা রক্তচাপ কমিয়ে দিতে পারে। লেবুর শরবতে সামান্য নুন ও চিনি মিশিয়ে খেলে রক্তে ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য চটজলদি ফিরে আসে। এটি ভিটামিন-সি-এর চাহিদা মিটিয়ে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়ায়। তরমুজে প্রায় ৯২ শতাংশ জল থাকে, যা গ্রীষ্মে হাইড্রেটেড থাকার আদর্শ উপায়। এতে থাকা ম্যাগনেসিয়াম ও পটাশিয়াম পেশির টান বা ক্র্যাম্প কমাতে দারুণ সাহায্য করে। তাই বিকেলের জলখাবারে কয়েক টুকরো ঠান্ডা তরমুজ রাখা খুবই স্বাস্থ্যকর।

তাজা ফলের রস শরীরে প্রয়োজনীয় শক্তির জোগান দেয় এবং খনিজ লবণের ভারসাম্য ফেরায়। তবে প্যাকেটজাত ফলের রসের বদলে সবসময় বাড়িতে তৈরি চিনি ছাড়া রস খাওয়ার চেষ্টা করুন। এটি ম্যাগনেসিয়ামের মাত্রা বজায় রেখে হৃদযন্ত্রকেও ভালো রাখতে সাহায্য

শুধুমাত্র পানীয় নয়, কুমড়োর বীজ বা আমন্ডের মতো খাবারও ইলেকট্রোলাইটের ভালো উৎস। এগুলোতে প্রচুর পরিমাণে ম্যাগনেসিয়াম থাকে যা শরীরের স্নায়ু ও পেশির সচলতা বজায় রাখে। ক্লান্তি কাটাতে প্রতিদিন সামান্য পরিমাণে বাদাম খাওয়ার অভ্যাস করুন।

যদি দীর্ঘক্ষণ রোদে কাজ করতে হয়, তবে সাধারণ জলের সঙ্গে ওআরএস মিশিয়ে খাওয়া সবথেকে নিরাপদ। এটি সোডিয়াম ও শর্করার ভারসাম্য রক্ষা করে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। সুস্থ থাকতে দিনে অন্তত ৩-৪ লিটার জল পান করার চেষ্টা করুন।

বাজারে এখন ইনজেকশন দেওয়া তরমুজের ছড়াছড়ি

বাজারে এখন ইনজেকশন দেওয়া তরমুজের ছড়াছড়ি। আপনার কেনা তরমুজটি কি বিষাক্ত লাল রঙে ভরা? আসল-নকল তরমুজ চিনবেন কীভাবে? সহজ ঘরোয়া পরীক্ষার মাধ্যমে পরিবারের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আজই এই কৌশলগুলি দেখে নিন।

গরমের দাবদাহে এক ফালি রসালো লাল তরমুজের বিকল্প নেই। কিন্তু বাজারের চাহিদা মেটাতে অসাধু ব্যবসায়ীরা তরমুজ দ্রুত পাকাতে ও লাল দেখাতে বিষাক্ত ইনজেকশন ব্যবহার করছে। এই রাসায়নিক শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হতে পারে। তরমুজটি আসল না নকল তা বুঝতে প্রথমে এক টুকরো লাল অংশ কেটে নিন। এবার একটি পরিষ্কার সাদা টিস্যু পেপার নিয়ে ওই লাল অংশের ওপর আলতো করে চেপে ধরুন। এটি সবথেকে সহজ ও কার্যকরী পরীক্ষা।

যদি টিস্যু পেপারের রং গাঢ় লাল বা কমলা হয়ে যায়, তবে বুঝবেন এতে ইরিথ্রোসিনের মতো কৃত্রিম রং মেশানো হয়েছে। প্রাকৃতিক উপায়ে পাকা তরমুজে কেবল জলীয় ভাব থাকবে, কোনও কড়া রং লাগবে না।

তরমুজের ছোট একটি টুকরো এক গ্লাস সাধারণ জলের মধ্যে ফেলে দিন। এরপর মাত্র ৫ থেকে ১০ মিনিট অপেক্ষা করুন। লক্ষ্য করুন জলের রঙের কোনও পরিবর্তন হচ্ছে কি না। যদি জলটি ধীরে-ধীরে লাল হতে শুরু করে, তবে নিশ্চিত থাকুন এতে রঙের ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। কৃত্রিম রাসায়নিক রং জলে দ্রুত মিশে যায়, কিন্তু প্রাকৃতিক রঙের তরমুজে জল সহজে রঙিন হয় না। কেনার সময় লক্ষ্য করুন তরমুজের গায়ে বড় হলুদ রঙের ছোপ আছে কি না। এই হলুদ দাগ থাকলে বুঝবেন সেটি প্রাকৃতিকভাবে পেকেছে। পুরো তরমুজ গাঢ় সবুজ ও দাগহীন হলে তা রাসায়নিক দিয়ে পাকানো হতে পারে। তরমুজ ভিতর থেকে টকটকে লাল কিন্তু বীজগুলো একদম সাদা বা অপরিণত হলে সতর্ক হতে হবে। এটি ইনজেকশন দেওয়ার বড় লক্ষণ। প্রাকৃতিকভাবে পাকা তরমুজের বীজ সাধারণত কালো বা কালচে খয়েরি রঙের হয়ে থাকে। তরমুজের খোসায় কোনও অস্বাভাবিক ছোট ছিদ্র বা কোনও নির্দিষ্ট জায়গা খুব বেশি নরম মনে হলে তা কিনবেন না। অনেক সময় সেই ছিদ্র দিয়েই সিরিঞ্জ চালানো হয়। সুস্থ থাকতে সতর্কতার কোনও বিকল্প নেই।

ঘর ও বাগানের পোকা-মুক্ত রাখবেন কীভাবে

রাসায়নিক বিষ নয়, বরং ঘরোয়া উপায়েই তাড়ান মশা, মাছি কিংবা পিঁপড়ে। নিম তেল থেকে শুরু করে এসেনশিয়াল অয়েলপোকামাকড় মুক্ত ঘর ও বাগান পেতে মেনে চলুন এই সহজ টিপসগুলি।

বাড়ির কোণ কিংবা সাধের বাগানঅবাঞ্ছিত পোকামাকড় প্রত্যেকেরই মাথাব্যথার কারণ। বাজারচলতি কড়া রাসায়নিক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, তাই বেছে নেওয়া জরুরি নিরাপদ পথ। ঘরোয়া কিছু কৌশলে খুব সহজেই এই সমস্যা থেকে স্থায়ী মুক্তি পাওয়া সম্ভব।

নিম তেল কীটপতঙ্গ তাড়াতে এবং তাদের বংশবৃদ্ধি রুখতে ভীষণ কার্যকরী। মাইটস, এফিডস বা সাদা মাছি তাড়াতে জলের সঙ্গে সামান্য নিম তেল মিশিয়ে স্প্রে করুন। নিয়মিত ব্যবহারে আপনার বাগানের গাছপালা থাকবে সতেজ এবং সম্পূর্ণ কীটপতঙ্গ মুক্ত।

ঘর এবং বাগান পরিষ্কার রাখলে পোকামাকড় আসার সুযোগ অনেক কমে যায়। আবর্জনা সবসময় ঢাকা পাত্রে রাখুন এবং বাড়ির আনাচ-কানাচ শুকনো রাখার চেষ্টা করুন। বাগানের শুকনো পাতা বা পচা ডাল সরিয়ে ফেললে সেখানে আর পোকা বাসা বাঁধতে পারবে না।

পিপঁড়ে বা মাছি তাড়াতে ভিনিগারের কোনও বিকল্প নেই। সমপরিমাণ জল ও সাদা ভিনিগার মিশিয়ে রান্নাঘর এবং জানলার ধারে স্প্রে করে দিন। ভিনিগারের তীব্র গন্ধ পোকামাকড়কে বিভ্রান্ত করে এবং তাদের ঘরের ভেতরে ঢুকতে বাধা দেয়। আপনার বারান্দা বা জানলার ধারের টবে পুদিনা, ল্যাভেন্ডার কিংবা তুলসী গাছ লাগান। এই গাছগুলোর প্রাকৃতিক সুগন্ধ মশামাছি এবং অন্যান্য পোকাকে দূরে রাখতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এতে যেমন বাগান সুন্দর দেখাবে, তেমনই রান্নায় ব্যবহার করার জন্য টাটকা ভেষজও মিলবে।

তেলাপোকার উপদ্রব কমাতে চিনি ও বেকিং সোডার মিশ্রণ ব্যবহার করে দেখুন। চিনির লোভে পোকা কাছে আসবে এবং বেকিং সোডার সংস্পর্শে এলেই তারা মারা যাবে। ঘরের যেসব জায়গায় তেলাপোকার আনাগোনা বেশি, সেখানে এই মিশ্রণটি ছড়িয়ে রাখলে উপকার পাওয়া যায়।

অধিকাংশ পোকামাকড় দেওয়ালের ফাটল বা দরজার তলার সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢোকে। ঘরকে প্রাকৃতিকভাবে সুরক্ষিত রাখতে এই সমস্ত ছোট গর্ত বা ফাটল সিল করে দেওয়া প্রয়োজন। প্রবেশপথ বন্ধ থাকলে ঘরোয়া প্রতিকারগুলি আরও ভালো ফলাফল দিতে শুরু করে।

পেপারমিন্ট, টি-ট্রি বা ইউক্যালিপটাস অয়েলের কয়েক ফোঁটা জলের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে হিসেবে ব্যবহার করুন। এটি কেবল ঘরকে পোকামাকড় মুক্তই রাখবে না, বরং একটি চমৎকার রিফ্রেশিং সুগন্ধও ছড়িয়ে দেবে। রাসায়নিক স্প্রে-র বদলে এটি একটি স্বাস্থ্যকর এবং আধুনিক বিকল্প।

মুখরোচক কাঁচা আমের ৫টি অভিনব পদ

বেসন আর মশলার সঙ্গে আমের টক-ঝাল স্বাদ আড্ডাটাকে আরও জমিয়ে তুলবে। আর খাওয়া শেষে যদি মন শীতল করতে চান, তবে পাতে পড়ুক আম পোড়া আইসক্রিম। পোড়ানো আমের শাঁস আর ঘন দুধের এই ডেজার্টে বিট নুন ও ভাজা জিরের গুঁড়ো যে স্বাদ তৈরি করে, তা দোকানের দামি আইসক্রিমকেও হার মানাতে বাধ্য।

গরম মানেই বাঙালির পাতে কাঁচা আমের আধিপত্য, তবে তা শুধু ডাল বা চাটনিতে সীমাবদ্ধ নয়। টক-মিষ্টি স্বাদের এই জাদুকরী ফলটি এখন জায়গা করে নিয়েছে মূল মেনু থেকে ডেজার্ট পর্যন্ত সবক্ষেত্রেই। চলুন দেখে নেওয়া যাক কাঁচা আমের এমন কিছু পদ, যা আপনার স্বাদকে করবে এক্কেবারে অন্যরকম। চিকেনের স্বাদকে এক নতুন মাত্রা দিতে পারে আম পোড়া চিকেন, যা বেশ মুখরোচক ও স্বাস্থ্যকর। রসুন ও লঙ্কার সঙ্গে পোড়ানো আমের ক্বাথ, মধু এবং কাসুন্দির মিশ্রণে এই পদটি তৈরি করা হয়। সঙ্গে যদি সামান্য লবঙ্গ আর এলাচের ছোঁয়া থাকে, তবে এর সুগন্ধই আলাদা মেজাজ এনে দেয়। বিকেলের আড্ডায় চায়ের সঙ্গে যদি কাঁচা আমের কুচি মেশানো গরম পকোড়া থাকে, তবে আড্ডাটা বেশ জমে ওঠে। বেসন বা কর্নফ্লাওয়ারের সঙ্গে লঙ্কা ও মশলা মিশিয়ে ডুবো তেলে ভাজা এই পকোড়া দারুণ সুস্বাদু। এই গরমে সাধারণ পকোড়ার চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় হল আমের এই টক-ঝাল-মুচমুচে স্বাদ। সর্ষে বাটা দিয়ে মাছ তো সবসময়ই খান, কিন্তু তাতে কয়েক টুকরো কাঁচা আম পড়লে স্বাদ বদলে যায়। সর্ষে, কাঁচা লঙ্কা ও আমের ক্বাথ দিয়ে তৈরি ঘন গ্রেভি মাছের আঁশটে ভাব কাটিয়ে এক সতেজ অনুভূতি দেয়। গরম ভাতের সঙ্গে কাঁচা আম-সর্ষে মাছের এই যুগলবন্দি যে কোনও বাঙালির প্রিয় হতে বাধ্য।

চিংড়ি মাছের সঙ্গে কাঁচা আমের মেলবন্ধন এক রাজকীয় স্বাদ এনে দেয় যা জিভে জল আনার মতো। কাসুন্দি আর সর্ষের তেলের ঝাঁঝের সঙ্গে কাঁচা আমের টক স্বাদ মিলে এক অপূর্ব গ্রেভি তৈরি হয়। যাঁরা একটু ঝাল এবং কড়া স্বাদ পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য আম কাসুন্দি চিংড়ি হল সেরা পছন্দ। খাওয়ার শেষে মিষ্টির বদলে ট্রাই করতে পারেন আম পোড়া আইসক্রিম, যা মন ও প্রাণ শীতল করে দেয়। পোড়ানো আমের শাঁসের সঙ্গে ঘন দুধের মিশ্রণে তৈরি এই ডেজার্ট যেমন অভিনব, তেমনই খেতে সুস্বাদু। সামান্য বিট নুন আর ভাজা জিরের গুঁড়ো এর স্বাদে নিয়ে আসে এক অন্য মাত্রা।

কাঁচা আম শুধু স্বাদে নয়, পুষ্টির দিক থেকেও গরমে ভীষণ উপকারী ও দরকারি একটি ফল। একই উপকরণ দিয়ে একঘেয়ে ডাল বা চাটনি না বানিয়ে নতুন কিছু রান্না করা এখনকার ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই পরিবারের সদস্য বা অতিথি আপ্যায়নে এই পদগুলো একবার চেষ্টা করে দেখতেই পারেন। রান্নায় সৃজনশীলতা থাকলে অতি সাধারণ উপকরণ দিয়েও অসাধারণ কিছু তৈরি করা সম্ভব হয়েছে অতীতেও। কাঁচা আমের এই পদগুলো কেবল আপনার ভুরিভোজই জমিয়ে তুলবে না, বরং আপনার রান্নার হাতকেও প্রশংসিত করবে। এই বৈশাখে তবে হয়ে যাক আম পোড়া চিকেন বা আম কাসুন্দি চিংড়ির লড়াই!

নিজের বাড়িটিকে স্বপ্নের মতো সাজিয়ে তুলবেন কীভাবে

নিজের বাড়িটিকে মনের মতো করে সাজিয়ে তোলা প্রতিটি মানুষের স্বপ্ন। লাইটিং থেকে শুরু করে ইনডোর প্ল্যান্টবাজেটের মধ্যেই আপনার ফ্ল্যাটটিকে আরামদায়ক ও নান্দনিক করে তোলার ৭টি কার্যকরী উপায় জেনে নিন। নিজের প্রথম বাড়ির চার দেওয়ালের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে অনেক আবেগ। এই স্থানটি আপনার ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন, যেখানে আপনি নিজের স্বাধীনতা অনুযায়ী সবকিছু সাজাতে পারেন। বড় বাজেট বা নামী ডিজাইনার ছাড়াই পরিকল্পনা করে সাজালে আপনার ঘর হয়ে উঠবে অনন্য।

ঘর সাজানোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সঠিক লাইটিং বা আলোকসজ্জা। শুধুমাত্র একটি উজ্জ্বল ওভারহেড লাইটের ওপর নির্ভর না করে লেয়ারড লাইটিং ব্যবহার করুন। স্মার্ট বাল্ব, ফ্লোর ল্যাম্প কিংবা টিভির পেছনে এলইডি স্ট্রিপ ঘরের পরিবেশ এক মুহূর্তে বদলে দিতে পারে।

সারাদিনের যান্ত্রিক ব্যস্ততা থেকে মুক্তি পেতে ঘরের একটি কোণকে ডিজিটালমুক্ত জোন হিসেবে গড়ে তুলুন। সেখানে রাখতে পারেন আরামদায়ক একটি চেয়ার, ছোট সাইড টেবিল এবং পড়ার জন্য মৃদু আলো। শান্তিতে বই পড়া কিংবা কিছুটা সময় বিশ্রামের জন্য এই জায়গাটি হবে সেরা। ঘরকে আরামদায়ক করে তুলতে রঙের সঠিক ব্যবহার খুবই জরুরি। দেওয়ালের রং এবং আসবাবপত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে অফ-হোয়াইট বা টেরাকোটার মতো নিউট্রাল টোন বেছে নিন। সঠিক রঙের মেলবন্ধন আপনার ঘরকে আরও বেশি শান্ত ও সুন্দর করে তুলবে। ঘরের ভেতর সজীবতা আনতে ইনডোর প্ল্যান্টের কোনো বিকল্প নেই। জানালার পাশে বা শেলফে মানিপ্ল্যান্ট, স্নেক প্ল্যান্ট কিংবা সাকুলেন্ট জাতীয় গাছ রাখতে পারেন। এগুলো যত্ন নেওয়া যেমন সহজ, তেমনি ঘরের বাতাস নির্মল রাখতেও সাহায্য করে। ঘরকে আরামদায়ক ও ঘরোয়া লুক দিতে নরম ফেব্রিক বা টেক্সটাইল ব্যবহার করুন। সোফায় লিনেন কুশন, মেঝেতে কার্পেট কিংবা একটি সুন্দর থ্রো আপনার বসার ঘরে আভিজাত্য যোগ করবে। কোনো বড় পরিবর্তন ছাড়াই এগুলো ঘরকে অনেক বেশি উষ্ণ করে তোলে। জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখার শেলফগুলোকেও কিন্তু ঘর সাজানোর অংশ করে তোলা যায়। দেওয়ালের ওপেন শেলফে বই, ছোট গাছ এবং পছন্দের শো-পিস সাজিয়ে রাখুন। এতে ঘর যেমন গোছানো থাকবে, তেমনি আপনার রুচির বহিঃপ্রকাশও ঘটবে। আসবাবপত্র একদম দেওয়ালের সঙ্গে ঠেকিয়ে না রেখে কিছুটা ফাঁকা রেখে সাজানোর চেষ্টা করুন। এতে ঘরের ভেতর চলাচলের জায়গা তৈরি হয় এবং ঘরটিকে আয়তনে বড় দেখায়।

ভোটের কালি পেটে গেলে কী হয়

ভোটের কালি কি আদপে বিষাক্ত? আঙুলের সেই অমোচনীয় কালির দাগ যদি অসাবধানতাবশত পেটে চলে যায়, তবে শরীরে ঠিক কী কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে? সিলভার নাইট্রেট যুক্ত এই কালির প্রভাবে পাকস্থলীর সমস্যার সঙ্গে সঙ্গে হতে পারে আরও নানা জটিলতা। জানুন ঠিক কতটা বিপজ্জনক এই নীল দাগের রাসায়নিক।

ভোটের মরসুমে(আঙুলের ডগায় নীল রঙের সেই কালির দাগ প্রতিটি নাগরিকের কাছেই গর্বের। কিন্তু কখনও ভেবে দেখেছেন কি, অসাবধানতাবশত যদি এই 'ইন্ডেলিবল ইঙ্ক' পেটে চলে যায়, তবে শরীরে ঠিক কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে? বিশেষ করে শিশুদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি আরও বেশি। কী দিয়ে তৈরি হয় এই কালি? ভারতে ব্যবহৃত ভোটের কালিতে প্রধানত সিলভার নাইট্রেট থাকে। একই কালি ব্যবহার করা হয় পোলিওর কালিতেও, যখন এই কালি আঙুলের চামড়ায় লাগানো হয়, তখন তা ত্বকের প্রোটিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে একটি কালো বা কালচে বেগুনি রঙের ছোপ তৈরি করে, যা জল বা সাবানে ধুলে সহজে ওঠে না। এটি কেবল চামড়ার উপরের স্তরেই আটকে থাকে না, বরং কোষের ভেতরে প্রবেশ করে। পেটে গেলে ঠিক কী ঘটতে পারে? যদি খুব সামান্য পরিমাণ কালি মুখে যায় বা পেটে ঢোকে, তবে সাধারণত বড় কোনও বিপদের আশঙ্কা থাকে না। তবে পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে কিছু শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে:

১) সিলভার নাইট্রেট একটি শক্তিশালী রাসায়নিক। এটি পেটে গেলে বমি বমি ভাব, পেট ব্যথা বা গ্যাস্ট্রোএন্টেরাইটিসের মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। ২)গবেষণায় দেখা গিয়েছে, শরীরে বেশি মাত্রায় সিলভার নাইট্রেট প্রবেশ করলে রক্তচাপ হঠাৎ কমে যেতে পারে কিংবা ঝিমুনি ভাব আসতে পারে। ৩) কালির রাসায়নিক উপাদান মুখ এবং গলার নরম টিস্যুতে সামান্য জ্বালাপোড়া বা ক্ষতের সৃষ্টি করতে পারে। বৈজ্ঞানিক তথ্য ও প্রমাণ কী বলছে? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং বিভিন্ন টক্সিকোলজি সেন্টারের তথ্য অনুযায়ী, সিলভার নাইট্রেট একটি 'মাইল্ড করোসিভ' বা মৃদু ক্ষয়কারী পদার্থ। আমেরিকার 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজি ইনফরমেশন'-এর একটি গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সিলভার নাইট্রেট সরাসরি গ্রহণ করলে তা রক্তে বিষক্রিয়া তৈরি করতে পারে, যদিও ভোটের কালিতে এর ঘনত্ব খুব কম (সাধারণত ১০ শতাংশ থেকে ১৮ শতাংশ এর মধ্যে) রাখা হয়। বিপদ এড়াতে কী কী করবেন? ১. যদি শিশু বা কোনও ব্যক্তি ভুলবশত কালি খেয়ে ফেলে, তবে দেরি না করে প্রচুর পরিমাণ জল বা দুধ পান করানো উচিত। দুধ সিলভার নাইট্রেটের প্রভাব কিছুটা কমাতে সাহায্য করে। ২.জোর করে বমি করানোর চেষ্টা করবেন না, এতে শ্বাসনালীতে সমস্যা হতে পারে। ৩.যদি পেটে ব্যথার তীব্রতা বাড়ে কিংবা শরীরে অন্য কোনো অস্বস্তি দেখা দেয়, তবে দ্রুত নিকটস্থ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। ভোট দেওয়া যেমন নাগরিক অধিকার, তেমনই অসাবধানতা এড়িয়ে সুস্থ থাকা আমাদের দায়িত্ব। আঙুলে কালির দাগ থাকুক সম্মানের সঙ্গে, তবে তা যেন কোনওভাবেই রসনালীর সংস্পর্শে না আসে।

দিল্লিতে নকল ব্র্যান্ডেড পোশাকের চক্র ভাঙল ক্রাইম ব্রাঞ্চ, উদ্ধার প্রায় ২ লক্ষ টাকার সামগ্রী

নতুন দিল্লি, ৫ মে (আইএএনএস): নকল ব্র্যান্ডেড পোশাক ও আনুষঙ্গিক সামগ্রী বিক্রির একটি বড় চক্রের পর্দাফাঁস করল দিল্লি পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। বসন্ত কুঞ্জের একটি বিলাসবহুল হোটেলে 'ডিসকাউন্ট সেল'-এর আড়ালে চলা একটি প্রদর্শনীতে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ জাল পণ্য উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযানে পিটার ইংল্যান্ড, অ্যালেন সলি, ভ্যান হিউসেন, ক্যালভিন ক্লেইন, জারা-সহ একাধিক নামী ব্র্যান্ডের নকল রেডিমেড পোশাক, জুতো, ঘড়ি ও অন্যান্য সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়াও মাইকেল কর্স-এর ব্যাগ এবং আরমানি এক্সচেঞ্জ ও ওমেগা-এর নকল ঘড়িও উদ্ধার হয়েছে।

এই অভিযানে নগদ ২ লক্ষ ৮৭ হাজার ২১০ টাকা, একাধিক সোয়াইপ মেশিন, কিউআর কোড পেমেন্ট ডিভাইস, বিলবই এবং অন্যান্য নথিও উদ্ধার করা হয়েছে।

৩ মে অভিযোগের ভিত্তিতে ক্রাইম ব্রাঞ্চের একটি বিশেষ দল ওই হোটেলে হানা দেয়। সেখানে দেখা যায়, একটি সুসংগঠিত প্রদর্শনীতে নামী ব্র্যান্ডের পণ্য বলে ক্রেতাদের বিভ্রান্ত করে নকল সামগ্রী বিক্রি করা হচ্ছিল। বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়াতে যথাযথ বিল দেওয়া এবং ইউপিআই ও কার্ডের মাধ্যমে পেমেন্ট নেওয়া হচ্ছিল।

অভিযানের সময় হরিয়ানার নুহ জেলার বাসিন্দা ৫১ বছর বয়সি ইকবালকে ঘটনাস্থল থেকে আটক করে পরে গ্রেপ্তার করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানান, এই চক্রের মূলচক্রী ফারুখ আহমেদের নির্দেশে তিনি কাজ করতেন এবং লাভের ৮-১০ শতাংশ কমিশন পেতেন।

পুলিশের দাবি, অভিযুক্তরা দিল্লি ও অন্যান্য শহরের হোটেল ও কনভেনশন সেন্টারে অস্থায়ী প্রদর্শনী করে 'এক্সপোর্ট সারপ্লাস' নামে উচ্চমানের নকল পণ্য বিক্রি করত। ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে বড় ছাড় দেওয়া হত এবং দ্রুত কেনার চাপ তৈরি করা হত।

অভিযানে প্রায় ২০টি মাইকেল কোরস ব্যাগ, ১০টি বিলাসবহুল ঘড়ি, ১,০০০-র বেশি অ্যালেন সলির পোশাক, শতাধিক টি-শার্ট, মহিলাদের কোট, কুর্তি, ড্রেস ও ট্রাউজারসহ বিপুল পরিমাণ সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। এছাড়াও পুমা ও অ্যাডিডাস-এর নকল জুতোও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এই ঘটনায় ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস) এবং কপিরাইট আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। আদালত অভিযুক্তকে দু'দিনের পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, এই চক্রের সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের খোঁজে তল্লাশি চলছে এবং পুরো সরবরাহ শৃঙ্খল খতিয়ে দেখা হচ্ছে।সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, এই ধরনের প্রদর্শনী বা ডিসকাউন্ট সেল থেকে ব্র্যান্ডেড পণ্য কেনার আগে যথাযথ যাচাই করা উচিত এবং শুধুমাত্র অনুমোদিত বিক্রেতার কাছ থেকেই কেনাকাটা করা নিরাপদ।

ক্ষমতা পরিবর্তনের একদিনের মধ্যেই রাজ্যপালের নতুন সচিব, দায়িত্বে সৌমিত্র মোহন

কলকাতা, ৫ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পরপরই প্রশাসনিক স্তরে প্রথম বড় রদবদল করা হল। রাজ্যপাল আর. এন. রবি-র নতুন সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে আইএএস অফিসার সৌমিত্র মোহনকে।

২০০২ ব্যাচের আইএএস অফিসার সৌমিত্র মোহন গত তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে রাজ্যের পরিবহন সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ভোটের সময় প্রশাসনিক স্তরে একাধিক বদল হলেও তাঁকে ওই পদ থেকে সরানো হয়নি। তবে সোমবার ভোটগণনা শেষ হওয়ার পরই তাঁকে রাজ্যপালের সচিব করা হয়।

উল্লেখ্য, আর. এন. রবি চলতি বছরের ১২ মার্চ কলকাতার লোক ভবনে শপথ নেন। দায়িত্ব নেওয়ার পরই তিনি এক সপ্তাহের মধ্যে একজন সচিব নিয়োগের অনুরোধ করেছিলেন বলে জানা যায়। কিন্তু নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ায় তা বিলম্বিত হয়।

এর আগে রাজ্যের প্রাক্তন রাজ্যপাল সি. ভি. আনন্দ বসু-এর সময় নন্দিনী চক্রবর্তী তাঁর সচিব ছিলেন। তবে অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে সেই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। পরে তিনি রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব এবং শেষ পর্যন্ত মুখ্যসচিব হন।

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে সি. ভি. আনন্দ বসু নন্দিনী চক্রবর্তীকে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির পদ থেকে সরিয়ে দেন। এরপর প্রায় তিন বছর এই পদে কোনও আইএএস অফিসার নিয়োগ করা হয়নি। এবার দীর্ঘ বিরতির পর আবার একজন আমলাকে রাজ্যপালের সচিব করা হল।

এদিকে, মঙ্গলবার সকালে রাজ্যপাল আর. এন. রবি তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী রবিকে নিয়ে কালীঘাট কালী মন্দির-এ গিয়ে পুজো দেন। রাজ্যের মানুষের মঙ্গল, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য প্রার্থনা করেন তিনি। উল্লেখ্য, সোমবার পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বড় পরিবর্তন ঘটে, যেখানে বিজেপি ক্ষমতায় এসে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের অবসান ঘটায়।

ফুজাইরাহ হামলায় ৩ ভারতীয় আহত 'অগ্রহণযোগ্য' বলল ভারত; নিন্দা প্রধানমন্ত্রীর

নতুন দিল্লি, ৫ মে (আইএএনএস): সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ফুজাইরাহ-এ হামলায় তিন ভারতীয় নাগরিক আহত হওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানাল ভারত। কেন্দ্র সরকার এই ঘটনাকে "অগ্রহণযোগ্য" বলে উল্লেখ করে অবিলম্বে হামলা ও সাধারণ নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করা বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রকের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "ফুজাইরাহতে হামলায় তিন ভারতীয় নাগরিক আহত হওয়া অগ্রহণযোগ্য। আমরা অবিলম্বে এই ধরনের শত্রুতা ও সাধারণ নাগরিক এবং অবকাঠামোর উপর হামলা বন্ধের আহ্বান জানাই।"

বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ভারত এই পরিস্থিতিতে সংলাপ ও কূটনীতির মাধ্যমে সমাধানের পক্ষেই রয়েছে, যাতে পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় হরমুজ প্রণালী-এ অবাধ ও নিরাপদ নৌ-চলাচল নিশ্চিত করার উপরও জোর দেয় ভারত।

অন্যদিকে, এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, "সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে হামলায় তিন ভারতীয় নাগরিক আহত হওয়ার ঘটনা আমরা তীব্রভাবে নিন্দা করছি। সাধারণ মানুষ ও অবকাঠামোকে লক্ষ্য করে হামলা অগ্রহণযোগ্য।"

তিনি আরও জানান, ভারত সংযুক্ত আরব আমিরশাহির পাশে রয়েছে এবং সমস্ত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য সংলাপ ও কূটনীতির পথেই এগোনোর পক্ষে।

উল্লেখ্য, সোমবার (স্থানীয় সময়) ফুজাইরাহতে এই হামলার ঘটনা ঘটে, যেখানে তিন ভারতীয় আহত হন। সংযুক্ত আরব আমিরাত এই হামলার জন্য ইরান-কে দায়ী করেছে।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিদেশ মন্ত্রক "উস্কানিমূলক ইরানি আগ্রাসন"-এর তীব্র নিন্দা করে জানিয়েছে, ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন ব্যবহার করে এই হামলা চালানো হয়েছে, যা দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের ওপর সরাসরি হুমকি।

এদিকে, আমিরশাহিতে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, আহত ভারতীয়দের চিকিৎসা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তারা স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে।

TENDER NOTICE

THE UNDERSIGNED ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA INVITES TENDERS IN SEALED COVER FROM BONAFIED FIRMS/SUPPLIERS FOR SUPPLY OF GENERAL STORE AND FORMS & STATIONARY STORE ARTICLES FOR USE OF THE SEPAHIJALA DISTRICT POLICE DEPT. FOR THE YEAR OF 2026-27.

THE LAST DATE OF SUBMISSION OF TENDER/QUOTATIONS ON 22TH MAY 2026 UP TO 03 PM AND THE TENDER/ QUOTATIONS WILL BE OPENED ON THE SAME DAY AT 1600 HRS IN THE PRESENCE OF TENDERERS OR HIS/HER AUTHORISED REPRESENTATIVES.

THE INTERESTED TENDERER, MAY CONTACT WITH THE OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF POLICE, (DIST. STORE), SEPAHIJALA DISTRICT, BISHRAMGANJ,TRIPURA ON OR BEFORE 12th MAY 2026 ON ANY WORKING DAYS FROM 11 AM TO 05 PM FOR COLLECTION OF TENDER FORMS WITH DETAIL TERMS & CONDITIONS.

ICA/C-266/26

SUPERINTENDENT OF POLICE
SEPAHIJALA DIST.TRIPURA.

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER/AUCTION
NO: 03/EE/SNM/PWD/2026-27, Dt: 02-05-2026

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 11/05/2026 for the following work:

Sl No.	Name of work (DNIeT No)	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	03/EE/SNM/PWD(R&B)/ 2026-27	5,14,963.00	10,299.00	30 Days

For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-257/26

(Er. Dhananjoy Debbarma)
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B)
Sonamura, Sepahijala, Tripura

নিয়মিত শৃঙ্খলাবদ্ধ বিনিয়োগে বিশ্বস্ত ও লাভজনক প্রতিষ্ঠান বন্ধন লাইফ

কলকাতা, ৫ মে : মধ্যপ্রাচ্যের ভূরাজনৈতিক উত্তেজনা, অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং শুল্ক-সংক্রান্ত অনিশ্চয়তার জেরে ভারতীয় শেয়ারবাজারে অস্থিরতা বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিনিয়োগকারীরা উদ্বিগ্ন হলেও বন্ধন লাইফ ইন্সুরেন্স মনে করছে, বর্তমান সময়ই দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের জন্য উপযুক্ত সুযোগ তৈরি করছে। সংস্থার ইকুইটি বিভাগের প্রধান অভিনাশ আগরওয়াল বলেন, বাজার পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, নিয়মিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ বিনিয়োগই দীর্ঘমেয়াদে লাভজনক। এতে সময়ের সঙ্গে বিনিয়োগের গড় খরচ কমে আসে। তিনি জানান, গত ১৫ মাসে মিড ও স্মল-ক্যাপ শেয়ারে সংশোধনের ফলে মূল্যায়ন এখন অনেকটাই যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। পি.ই.জি অনুপাতের ভিত্তিতে মিড-ক্যাপ শেয়ার বড় সংস্থার তুলনায় বেশি আকর্ষণীয় বলেও উল্লেখ করেন তিনি। এই সুযোগ কাজে লাগাতে "বন্ধন লাইফ ইউলিপ ইনভেস্ট আলটিমা"র মতো পণ্যের মাধ্যমে বন্ধন লাইফের মিড ক্যাপ ফান্ডে বিনিয়োগের পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

বর্তমান বৈশ্বিক অস্থিরতার মধ্যেও দেশীয় অর্থনীতিনির্ভর খাত, বিশেষ করে ব্যাংকিং ও ভোগ্যপণ্য খাতে ভবিষ্যতে প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করছে সংস্থা।

বঙ্গ ভোটে 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স': এসআইআর থেকে গণনাসব সামলালেন সিইও দফতরের তিন কর্তা

কলকাতা, ৫ মে (আইএএনএস): ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন একাধিক দিক থেকে নজর কেড়েছেবিশেষ করে অতীতের সহিংসতার তুলনায় শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ এবং রেকর্ড ভোটদানের হার। এই সাফল্যের নেপথ্যে ছিলেন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) দফতরের তিন শীর্ষ কর্তা, যাঁদের অনেকেই 'থ্রি মাস্কেটিয়ার্স' বলে অভিহিত করছেন।এই তিনজন হলেনপশ্চিমবঙ্গের সিইও মনোজ কুমার আগরওয়াল, বিশেষ নির্বাচন পর্যবেক্ষক সুব্রত গুপ্ত এবং বিশেষ পুলিশ পর্যবেক্ষক এন. কে. মিশ্র।গত বছরের নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর) থেকে শুরু করে ভোটগ্রহণ ও ফল ঘোষণাসমস্ত প্রক্রিয়াই নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছে মূলত এই তিন আধিকারিকের দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ফলে।

সূত্রের খবর, শাসক তৃণমূল কংগ্রেস এবং তৎকালীন সরকারের তরফে নানা স্তরে বাধা, প্রশাসনিক অসহযোগিতা, ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং আইনি জটিলতা সত্ত্বেও তাঁরা পেশাদারিত্বের সঙ্গে পরিস্থিতি সামাল দেন।

মনোজ কুমার আগরওয়াল, ১৯৯০ ব্যাচের আইএএস আধিকারিক, নির্বাচন কমিশনের প্রথম পছন্দ ছিলেন এই পদে। তাঁর শান্ত স্বভাব, স্বচ্ছতা এবং জটিল পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার দক্ষতা কমিশনের শীর্ষ স্তরের আস্থা অর্জন করে। তাঁরই উদ্যোগে এ বছর নির্বাচন মাত্র দুই দফায় সম্পন্ন হয়, যেখানে আগের নির্বাচনে ছয়-সাত দফায় ভোট হয়েছে।

অন্যদিকে, সুব্রত গুপ্ত প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করেন। আইআইটি খড়গপুরের প্রাক্তনী এই আধিকারিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ব্যবহার করে ভোটার তালিকা পরিশুদ্ধকরণ থেকে শুরু করে ভোটগ্রহণে স্বচ্ছতা আনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এসআইআর পর্যায়ে সন্দেহভাজন ভোটার চিহ্নিত করে ভুয়ো ভোটার বাদ দেওয়ায় প্রযুক্তির এই ব্যবহার বড় ভূমিকা নেয়।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এন. কে. মিশ্র। ১৯৮৮ ব্যাচের প্রাক্তন আইপিএস আধিকারিক হিসেবে দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন, ব্যবস্থাপনা এবং ভোটের দিনগুলিতে সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করেন। এর ফলে গোটা ভোটপ্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়।

নির্বাচন কমিশনের একাধিক আধিকারিকের মতে, এই তিনজনের সমন্বিত প্রচেষ্টাই এবারের নির্বাচনকে দেশের মধ্যে অন্যতম শান্তিপূর্ণ ও উচ্চ ভোটদানের নির্বাচনে পরিণত করেছে।

4TH/FINAL CLAIMENT NOTICE

WHEREAS, It has been brought to the notice of the undersigned by Sri Basu Debbarma, Fr, A/O, FPU Pecharthal, the Offence Report No.11/FPU/PTL/2024-25 dated, 12.09.2024 and his office letter No.F.03/FPU/PTL/2024-25/174 dated, 19.10.2024 that on 12.09.2024 at about 7:30 AM during the time of patrolling duty with staff, he has apprehended 01 (one) no. vehicle bearing registration No.TR-05F-1607, Chassis No.MAT535093NYS1727, Engine No.15CR06NXXSF4648 (TATA Pickup BSVI) from Laxmancherra area, Pecharthal with loaded over 0.739 cum Teak sawn timber without permission of the authority, which apparently procured Illegally.

AND WHEREAS, It has been reported by Sri Basu Debbarma, Fr, A/O, FPU Pecharthal has checked and seized the said vehicle bearing registration TR-05F-1607, Chassis No.MAT535093NY51727, Engine No.15CR06NXXSF4648 (TATA Pickup BSVI) from Laxmancherra area, Pechartha! and brought to the FPU, Pecharthal Office Complex, Pecharthal for safe custody.

WHEREAS, in exercise of the powers conferred upon me vide Notification No.F.7(89)/For/FP-86/14469 dated, 09.06.1987 of the Forest Department, Govt. of Tripura and No.F.7(310)/For/FP-2016/25701-747 dated, 15.11.2016 of the Additional Secretary to the Government of Tripura as Authorized Officer for the purpose under Sub-Section-2 of Section 52(A) of the Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986 it is contemplated to confiscate the said seized vehicle No. TR-05F-1607, Chassis No.MAT535093NY51727, Engine No.15CR06NXXSF4648 (TATA Pickup BSVI) from Laxmancherra area, Pecharthal for its use in carrying of forest produces of questionable origin in commission of Forest Offence of Indian Forest Act, 1927 for its use in commission of Forest Offence under section 41(b), 42, 52(A) & 69 of IFA, 1927 and rules made there under by the Government of Tripura.

NOW THEREFORE, It is hereby brought to the notice of the authorized owner/ legal owner(s) of the said seized vehicle bearing registration No.TR-05F-1607 to prefer his/her/their claim over the vehicle to the Authorized Officer (Sub-Divisional Forest Officer, Kumarghat) within 30 (thirty) days from the date of issue of this notice along with copies of all relevant documents regarding law full ownership of the said seized vehicle. If the owner(s) or his's/her's/ their's authorized representative failed to prefer any claim over the seized vehicle within stipulated period to the undersigned, the decision regarding confiscation of the seized vehicle bearing registration No. No. TR-05F-1607 alongwith seized forest produces shall be taken ex-parte. Till such time the vehicle along with seized produce will remain under safe custody at FPU, Pecharthal Office Complex, Pecharthal

Issued under my Seal & Signature this day on 04/05/2026.

ICA/D-124/26

[A. Datta, TFS]
Authorized Officer
SDFO, Kumarghat

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: PNIe-T No. 02/EE/DWS/DIVN/KCP/2026-27

The Executive Engineer, DWS Division Kanchanpur, North Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage / item rate e-tender for the following works-

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Class of Bidder
1	DNIe-T No:05/EE/DWS/ DIVN/KCP/2026-27	9,70,242.00	19,613.00	365 Days	Appropriate Class
2	DNIe-T No:06/EE/DWS/ DIVN/KCP/2026-27	8,40,559.00	16,811.00	365 Days	Appropriate Class
3	DNIe-T No:07/EE/DWS/ DIVN/KCP/2026-27	5,60,373.00	11,207.00	365 Days	Appropriate Class

Last Date and Time for Document Downloading and Bidding: 11-05-2026 up to 15.00 Hrs
Date and Time for Opening of BID: 11-05-2026 at 16.00 Hrs
Document Downloading and Bidding at Application: https://tripuratenders.gov.in
Bid Fee Rs. 1,000.00 [Non refundable]
All details are available in the https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-251/26

Executive Engineer
DWS Division kanchanpur,
North Tripura.

P'NIeT No.:- 22/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27 Dated:02/05/2026

The Executive Engineer, Mechanical Division, PWD, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in a single bid system from eligible firms i.e. Original Equipment Manufacturers (OEMs) or OEM-authorized sales & service dealer/channel partners or firms holding a valid licence/ authorisation issued by the competent Government authority for installation and maintenance of firefighting system or OEM authorised service providers, duly authorised to supply, install and provide after-sales service for the tendered work or any reputed firm having experience of successfully executed similar works in Government departments/Government Undertakings/Public Sector Undertakings, and having an authorized service centre at Agartala or furnishing an undertaking along with documentary proof to provide authorised service support at Agartala during the warranty and maintenance period, for following work:

DNIT No :	15/EE/DNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2026-27
Name of Work :	Comprehensive Annual Maintenance Contract (CAMC) and day to day (365x24x7) operation of all the firefighting equipment and accessories installed at Agartala Government Dental College, Agartala for a period of 02 (Two) years.
Estimated Cost :	Rs. 16,84,373.00
Time of Completion :	750 Days
Bid Fee :	Rs. 1,000.00
Earnest Money :	Rs. 33,687.00
Last date and time of Submission of Bid :	12/05/2026 15:00 Hrs

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-261/26

Executive Engineer
Mechanical Division
Tripura

ADVERTISEMENT

Application are invited in the prescribed format from bona fide citizen of India for selection of candidates for filling up the following Vacant/ to be vacant posts of Anganwadi Workers and Anganwadi Helper in different AWC under Dukli ICDS Project, Dukli. West Tripura on purely no work no Honorarium basis.

	Name of Anganwadi Center	Name of Gram Panchayt/Ward	Name and Nos of posts.		
			AWW	AWH	
1	Kuyari para AWC	Ward No 51	1	---	Date and place of interview will be informed later on.
2	Kashimadhupur-1 AWC	Ward No 50	1	---	
3	Manchara para AWC	West Jarulbachai	1	---	
4	Charipara-I AWC	Charipara	1	---	
5	Kanchanmala AWC	Kanchanmala	1	---	
6	Saheb tilla AWC	Kathaltali	1	---	
7	Samnapara AWC	West Jarulbachai	1	---	
8	Dinadayal Chowmuhani	Bikramnagar	----------	1	
9	S.M. Nagar No.2 AWC	Chowmuhani Bazar	----------	1	
10	Madhyapara AWC	Ward No.50	----------	1	
11	Angolia chara AWC	Srinagar	----------	1	
12	R.S.Colony AWC	Moloynagar	----------	1	
13	Basbagan AWC	Moloynagar	----------	1	
14	Oria para AWC	West Anandanagar	----------	1	
15	Maheshkhala Das para AWC to be vacant near future.	Maheshkhala	----------	1	
16	Barchara AWC	Pandabpur	----------	1	
17	Ex Serviceman colony	Moloynagar	----------	1	

Applicant may contact to the office of the undersigned for details.

ICA/D/127/26

Sd/- Illegible
Child Development Project Officer
Dukli ICDS Project, West Tripura

বিশাখাপত্তনমে সদর দফতর নিয়ে 'সাউথ কোস্ট রেলওয়ে জোন' গঠনের গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি

অমরাবতী, ৫ মে (আইএএনএস): কেন্দ্র সরকার 'সাউথ কোস্ট রেলওয়ে জোন' গঠনের জন্য গেজেট বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। নতুন এই রেলওয়ে জোনের সদর দফতর হবে বিশাখাপত্তনম-এ এবং এটি ১ জুন, ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে।

রেল মন্ত্রকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, নতুন জোনের অন্তর্ভুক্ত থাকবে গুন্টাকাল, গুন্টুর, বিজয়ওয়াড়া এবং বিশাখাপত্তনম ডিভিশন। এর মধ্যে গুন্টাকাল, গুন্টুর ও বিজয়ওয়াড়া আগে দক্ষিণ মধ্য রেলওয়ে-এর অধীনে ছিল, যা পুনর্গঠন করে নতুন জোনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

অন্যদিকে, পূর্ব উপকূল রেলওয়ে-এর ওয়ালটেয়ার ডিভিশনকে পুনর্গঠন করে 'বিশাখাপত্তনম ডিভিশন' নামে নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে এবং তা এই জোনে যুক্ত হয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের বিভাজনের সময় এই নতুন রেলওয়ে জোন তৈরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। পরে ২০১৯ সালে কেন্দ্র আনুষ্ঠানিকভাবে এর ঘোষণা করে। তবে প্রশাসনিক কাজকর্মে গতি আসে ২০২৪ সালে এন. চন্দ্রবাবু নাইডু নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর।

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশাখাপত্তনমে এই রেলওয়ে জোনের সদর দফতর নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ভুবনেশ্বরে সদর দফতর থাকা পূর্ব উপকূল রেলওয়ে-এর আওতায় থাকবে সম্বলপুর ডিভিশন, পুনর্গঠিত খুরদা রোড ডিভিশন এবং নতুন রায়গড়া ডিভিশন।

এছাড়া হায়দরাবাদ ও নান্দেড ডিভিশন এবং পুনর্গঠিত সেকেন্দ্রাবাদ ডিভিশন থাকবে দক্ষিণ মধ্য রেলওয়ে-এর অধীনে। রেললাইন পুনর্বিন্যাসের ক্ষেত্রেও একাধিক পরিবর্তন আনা হয়েছে। ইচাপুরম---পালাসা লাইনকে বিশাখাপত্তনম ডিভিশনে স্থানান্তর করা হয়েছে। রাইচুর—ওয়াদি অংশ গুন্টাকাল থেকে সেকেন্দ্রাবাদ ডিভিশনে সরানো হয়েছে। পাগিডিপল্লি—বিষ্ণুপুরম লাইনও এখন সেকেন্দ্রাবাদের অধীনে যাবে, আর কোন্ডাপল্লি—মোটুমারি লাইন স্থানান্তরিত হয়েছে বিজয়ওয়াড়া ডিভিশনে। রায়গড়া ও বিশাখাপত্তনম ডিভিশনের মধ্যে নতুন সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে সিংগাপুর রোড—বিজিয়ানাগরম সেকশনকে ধরে।

উল্লেখ্য, গত ২৮ এপ্রিল বিশাখাপত্তনমে একটি অনুষ্ঠানে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব ঘোষণা করেছিলেন যে ১ জুন থেকে এই নতুন রেলওয়ে জোন কার্যকর হবে। সেদিন তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডু-এর সঙ্গে নতুন জোনের কার্যক্রমও পর্যালোচনা করেন।

বর্তমানে বিশাখাপত্তনম মেট্রোপলিটন রিজিয়ন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (ভিএমআরডিএ)-র দফতরে অস্থায়ীভাবে এই জোনের কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার আনন্দময়ী মায়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে বস্ত্র বিতরণ। ছবি নিজস্ব।

‘জনগণের রায় বিনীতভাবে গ্রহণ করছি’: পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয়ের পর তৃণমূলের সায়নী ঘোষ

নতুন দিল্লি, ৫ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের পরাজয়ের পর দলের সাংসদ সায়নী ঘোষ মঙ্গলবার জনগণের রায়কে “বিনীতভাবে গ্রহণ” করার কথা জানান।

তিনি বলেন, “আমি বিনীতভাবে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের রায়কে ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে গ্রহণ করছি। আমাদের পাশে দাঁড়ানো পশ্চিমবঙ্গের মা-মাটি-মানুষকে ধন্যবাদ জানাই।”

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ দেওয়া পোস্টে তিনি আরও লেখেন, “আমি কৃতজ্ঞ সেই সকল মানুষের প্রতি যারা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। একজন নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে আমি জাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের মানুষের সেবা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকব। ভয়হীন মন ও উচ্চ শিরে আমি আমার নেতা [illegible]-এর পাশে দাঁড়িয়ে থাকব এবং গণতন্ত্র ও দেশের ঐক্য রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাব।”

তিনি আরও অভিযোগ করেন, “আমরা দল হিসেবে সব প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়েছিকেন্দ্রীয় সংস্থার চাপ থেকে শুরু করে নীরব ও অদৃশ্য কারচুপি, অর্থনৈতিক অবরোধ, মিডিয়া ট্রায়াল, গ্রেপ্তার ও মিথ্যা মামলার মুখোমুখি হয়েছি।”

তৃণমূল সাংসদের মতে, “এই লড়াই ভবিষ্যতে আরও কঠিন ও তীব্র হবে। তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গ এবং দেশের মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাবে।”

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির নিরঙ্কুশ জয়ের ফলে রাজ্যে টানা ১৫ বছরের তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটেছে।

২৯৪ সদস্যের বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য প্রয়োজন ১৯৬টি আসন। ঘোষিত ফল অনুযায়ী বিজেপি ২০৬টি আসন পেয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস ৮১টি, কংগ্রেস ২টি, সিপিআই(এম) ১টি এবং অন্যান্য দল মিলিয়ে কয়েকটি আসন পেয়েছে।

ভোট শতাংশের হিসাবেও বিজেপি এগিয়ে রয়েছে ৪৬ শতাংশে, তৃণমূল ৪১ শতাংশ, বামফ্রন্ট ৪ শতাংশ, কংগ্রেস ৩ শতাংশ এবং অন্যান্য দল ৬ শতাংশ ভোট পেয়েছে।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তৃণমূল কংগ্রেস দশটি জেলায় একটিও আসন জিততে পারেনি, যার মধ্যে রয়েছে কোচবিহার, পূর্ব মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং।

অবৈধ অনুপ্রবেশে কড়া ব্যবস্থা, রাজ্যজুড়ে ‘ক্লিন-আপ’ অভিযানের প্রস্তুতি পশ্চিমবঙ্গে

নয়াদিল্লি, ৫ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গে অবৈধ অনুপ্রবেশ দীর্ঘদিনের সমস্যা। সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর এই ইস্যুতে কড়া পদক্ষেপের প্রস্তুতি নিচ্ছে প্রশাসন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের রাজ্য ছাড়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-ও একই সুরে বক্তব্য রেখেছেন। প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, শীঘ্রই বড়সড় ‘ক্লিন-আপ’ অভিযান শুরু হতে পারে এবং ভবিষ্যতে নতুন করে অনুপ্রবেশ অনেকটাই কমে আসবে।

একাধিক আধিকারিকের মতে, অবৈধ অনুপ্রবেশ শুধু অর্থনৈতিক সমস্যা নয়, বরং দীর্ঘদিন ধরে এটি পরিকল্পিতভাবে চালানো হয়েছে। গোয়েন্দা সূত্রে দাবি, আন্তঃ-সেবা গোয়েন্দা সংস্থা (আইএসআই) এবং জামায়াতে ইসলামী-র মতো সংগঠনগুলি ১৯৭০-এর দশকের শেষ দিক থেকে জনসংখ্যার ভারসাম্য বদলের উদ্দেশ্যে এই কার্যকলাপ চালিয়ে আসছে বলে অভিযোগ।

নির্বাচনের সময় বিজেপি এই ইস্যুটিকে বড় করে তুলেছিল। এখন প্রশাসনের লক্ষ্য ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি গ্রহণ করে সমস্যা সমাধান করা। প্রথম ধাপে রাজ্যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার কাজ শুরু হবে। এরপর আইনি প্রক্রিয়া মেনে তাঁদের বহিষ্কারের উদ্যোগ নেওয়া হবে। তবে সংখ্যার দিক থেকে এটি বড় চ্যালেঞ্জ বলে মনে করছেন কর্মকর্তারা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

অসমের ঐতিহাসিক রায় উন্নত, নিরাপদ ও আত্মনির্ভর ভারতের পক্ষে: সর্বানন্দ সোনোয়াল

গুয়াহাটি, ৫ মে (আইএএনএস): অসম বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র জোরদার সাফল্যকে স্বাগত জানিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল একে উন্নয়নমুখী শাসন ও জনকেন্দ্রিক নেতৃত্বের প্রতি জনগণের দৃঢ় সমর্থন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন।

ডিব্রুগড়ের সাংসদ সর্বানন্দ সোনোয়াল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা-কে বিপুল জয়ের জন্য অভিনন্দন জানান এবং অসমের মানুষকে ধন্যবাদ জানান এই ঐতিহাসিক রায় দেওয়ার জন্য।

তিনি বলেন, “অসম কথা বলেছে! আমি ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। তাঁর নিরলস পরিশ্রম এবং উদ্যম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র উন্নয়নের বার্তা রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। নিরাপদ, সুরক্ষিত ও আত্মনির্ভর অসম গড়ার আমাদের অঙ্গীকার আরও দৃঢ় হবে।”

তিনি আরও বলেন, এই বিপুল জয় প্রমাণ করে যে মানুষ ‘ডাবল ইঞ্জিন’ সরকারের প্রতি গভীর আস্থা রেখেছে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন, পরিকাঠামো বৃদ্ধি এবং জনকল্যাণমূলক প্রকল্পে ধারাবাহিক গুরুত্ব দিয়েছে।

সর্বানন্দ সোনোয়াল বলেন, “অসমের মানুষ আবারও স্থিতিশীলতা, অগ্রগতি এবং দৃঢ় শাসনকে বেছে নিয়েছে। এই রায় শুধু জয় নয়, আরও দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার অঙ্গীকার।”

তিনি জানান, এনডিএ সরকার আগামী দিনে রাজ্যে শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুযোগ বাড়াতে কাজ চালিয়ে যাবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, যুব শক্তির বিকাশ, পরিকাঠামো সম্প্রসারণ এবং সামাজিক সম্প্রীতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

দলের কর্মীদের অবদানের কথাও উল্লেখ করে তিনি বলেন, তৃণমূল স্তরে তাঁদের সক্রিয় ভূমিকা এই জয়কে সম্ভব করেছে।

এছাড়া তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র দূরদর্শী নেতৃত্ব, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের প্রচেষ্টা এবং দলের সভাপতি নীতিন নবীনের ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেন।

শেষে তিনি উন্নত অসম গড়ার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং একটি শক্তিশালী, আত্মনির্ভর ভারত গঠনে অবদান রাখার অঙ্গীকার করেন।

সংবিধানিক অধিকার নিয়ে রাষ্ট্রপতির আশ্বাস আমাদের শক্তি জুগিয়েছে: রাঘব চাড্ডা

নতুন দিল্লি, ৫ মে (আইএএনএস): রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংবিধানিক অধিকার রক্ষার বিষয়ে আশ্বাস পাওয়ায় শক্তি পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চধা।

মঙ্গলবার তিনজন সহ-সাংসদকে নিয়ে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করেন রাঘব চধা। বৈঠকের পর তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর পাঞ্জাবের আম আদমি পার্টি (আপ) সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক যন্ত্রের অপব্যবহার করছে।

তিনি বলেন, “আমরা রাষ্ট্রপতিকে জানিয়েছি যে, আমাদের দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদ সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করে আপ ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। কিন্তু এরপর থেকেই আমাদের লক্ষ্য করে হয়রানি করা হচ্ছে।”

রাষ্ট্রপতির প্রতিক্রিয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “সংবিধানিক অধিকার ও গণতান্ত্রিক সিদ্ধান্তকে সম্মান করা উচিতএই বিষয়ে রাষ্ট্রপতির আশ্বাস আমাদের সাহস জুগিয়েছে।”

আপ-এর বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে রাঘব চধা বলেন, দল ছাড়ার পর থেকেই তাদের আচরণ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে।

তিনি অভিযোগ করেন, ২৪ এপ্রিল ২০২৬-এ বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর থেকে একাধিক সাংসদের উপর চাপ সৃষ্টি ও ভয় দেখানোর ঘটনা ঘটেছে।

উদাহরণ হিসেবে তিনি প্রাক্তন ক্রিকেটার ও সাংসদ হরভজন সিং-এর প্রসঙ্গ তোলেন। তাঁর দাবি, জলন্ধরে হরভজন সিংহের বাড়ির বাইরে স্লোগান দেওয়া, পরিবারের সদস্যদের নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য, এমনকি পাথর ছোড়ার ঘটনাও ঘটেছে।

এছাড়া শিল্পপতি ও পদ্মশ্রী প্রাপক রাজিন্দর গুপ্তা-কেও টার্গেট করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি। চাড্ডার দাবি, মালওয়া অঞ্চলে গুপ্তার কারখানায় প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে, জলের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের মাধ্যমে তদন্ত চালানো হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, “যতদিন আমরা দলের অনুগত ছিলাম, ততদিন আমাদের ভদ্র বলা হত। দল ছাড়তেই আমাদের দুর্নীতিগ্রস্ত বলা হচ্ছে।”

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বিপজ্জনক দিক নিয়ে সতর্ক করে তিনি বলেন, “আপ একটি রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে, আর বিজেপি ২১টি রাজ্যে। প্রতিশোধের এই রাজনীতি কোথায় গিয়ে থামবে, তা কেউ জানে না। এই পথ থেকে সরে আসা উচিত।”

‘চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় জনগণই’: বাংলায় বিজেপির জয়ে মানুষের রায়কেই কৃতিত্ব দিলীপ ঘোষের

নতুন দিল্লি, ৫ মে (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বড় জয়ের পর দলের নেতা তথা খড়গপুরের জয়ী প্রার্থী দিলীপ ঘোষ মঙ্গলবার বলেছেন, এই ফলাফল কোনও প্রতিষ্ঠানের প্রভাব নয়, বরং জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন, “যখন কংগ্রেস ক্ষমতায় ছিল, তখন তারাও জিতত। তখন কি নির্বাচন কমিশন তাদের জেতাত? জয়-পরাজয় সবটাই মানুষের হাতে। জনগণই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।”

তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক ফলাফল নির্ভর করে জনমত ও জবাবদিহিতার ওপর। “অন্যদের সঙ্গে যেমন আচরণ করা হয়অপমান ও অসম্মানতা একদিন ফিরে আসে। আজ বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে,” মন্তব্য করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে কটাক্ষ করে দিলীপ ঘোষ বলেন, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কেন সরানো হবে? মানুষই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কেউ কেউ নানা অভিযোগ তুলছেন, কিন্তু তিনি ১৫ বছর ক্ষমতায় থেকেও প্রত্যাশিত ফল দিতে পারেননি। দুর্নীতি ও হিংসার অভিযোগও ছিল।”

উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির এই জয়কে বড় রাজনৈতিক পরিবর্তন হিসেবে দেখা হচ্ছে। দীর্ঘদিনের তৃণমূল শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজ্যে বিজেপি প্রধান শক্তি হিসেবে উঠে এসেছে।

চূড়ান্ত ফলাফল অনুযায়ী, ২৯৩টি ঘোষিত আসনের মধ্যে বিজেপি ২০৬টি আসন জিতে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে ৮১টি আসন, কংগ্রেস ২টি, সিপিআই(এম) ১টি, এআইএসএফ ১টি এবং আজুপ ২টি আসন।

ভোটের শতাংশের নিরিখে বিজেপি পেয়েছে ৪৬ শতাংশ, তৃণমূল কংগ্রেস ৪১ শতাংশ, বামফ্রন্ট ৪ শতাংশ, কংগ্রেস ৩ শতাংশ এবং অন্যান্য দল মিলিয়ে ৬ শতাংশ ভোট।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তৃণমূল কংগ্রেস কোচবিহার, পূর্ব মেদিনীপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াসহ মোট ১০টি জেলায় একটি আসনও জিততে পারেনি, যা সাম্প্রতিক ইতিহাসে তাদের অন্যতম খারাপ ফলাফল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

খাসির মাংসের নামে গরুর মাংস বিক্রির অভিযোগ, কৈলাসহরে উত্তেজনা

কৈলাসহর, ৫ মে: কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অন্তর্গত জলাই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১ নং ওয়ার্ডের রাঁচি টিলা এলাকায় খাসির মাংসের নামে গরুর মাংস বিক্রির অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার দুই যুবক স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে খাসির মাংস বলে গরুর মাংস বিক্রি করছিলেন। অভিযুক্ত দুই যুবক হলেন মনসা মুন্ডা ও সুজিত ভূমিজ। তারা দুজনেই চা বাগান শ্রমিক পরিবারের সদস্য এবং দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় মাংস বিক্রির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, সম্প্রতি তাদের বিক্রি করা মাংস নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়।

মঙ্গলবার দুপুরে অভিযুক্তরা নিজেদের বাড়িতে মাংস কাটার সময় এলাকাবাসী তাদের হাতেনাতে ধরে ফেলেন বলে অভিযোগ। এরপর উত্তেজিত জনতা দুই যুবককে মারধর করে। খবর পেয়ে এলাকার সমাজসেবী অপু শীল ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন। স্থানীয়দের দাবি, জিজ্ঞাসাবাদের সময় তারা গরুর মাংস বিক্রির বিষয়টি স্বীকার করেন।

এরপর উত্তেজিত গ্রামবাসীরা অভিযুক্তদের কান ধরে ওঠবস করান এবং মাথার চুল কেটে দেয়। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এবং ঘটনাস্থলে বহু মানুষের ভিড় জমে।

তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত পুলিশের কাছে কোনো লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়। আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করেও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পাশাপাশি, অভিযুক্তদের সঙ্গে অন্য কেউ জড়িত ছিল কিনা, কতদিন ধরে এই কাজ চলছিল এবং মাংসের উৎস কী ছিল, তা নিয়েও নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে। ঘটনার পর থেকে এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতির উপর প্রশাসনের নজর রয়েছে বলে জানা গেছে।

ব্যাঙ্গালোর থেকে নাবালিকাকে উদ্ধার করে বাবার হাতে তুলে দিল ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে: গোমতি জেলার এক নাবালিকা মেয়েকে ব্যাঙ্গালোর থেকে উদ্ধার করে তার পরিবারের হাতে ফিরিয়ে দিল ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশন। আজ কমিশনের উদ্যোগে ওই নাবালিকাকে উদ্ধার করে বাবার হাতে তুলে দেওয়া হয়।

জানা গেছে, নাবালিকার মা তাকে বিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্গালোরে নিয়ে যান। বিষয়টি জানতে পেরে মেয়েটির বাবা ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের দ্বারস্থ হন এবং দ্রুত হস্তক্ষেপের আবেদন জানান। অভিযোগ পাওয়ার পর কমিশনের পক্ষ থেকে ব্যাঙ্গালোরের সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর অবশেষে নাবালিকাকে উদ্ধার করে ত্রিপুরায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। পরে কমিশনের তত্ত্বাবধানে নাবালিকাকে তার বাবার হাতে তুলে দেওয়া হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এই বিষয়ে ত্রিপুরা শিশু সুরক্ষা অধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন জয়ন্তি দেববর্মা জানান, নাবালিকাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কমিশন সর্বদা সক্রিয় রয়েছে। শিশুদের অধিকার রক্ষায় ভবিষ্যতেও এ ধরনের পদক্ষেপ অব্যাহত থাকবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

সমঝোতা থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা: কেরলে কংগ্রেসে নজিরবিহীন নেতৃত্বের লড়াই

তিরুবনন্তপুরম, ৫ মে (আইএএনএস): বিধানসভা নির্বাচনে বড় জয় পেয়ে বামফ্রন্টকে পরাজিত করার পর কেরলে কংগ্রেস এখন এক নজিরবিহীন নেতৃত্ব সংকট ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে। যে প্রক্রিয়া আগে সাধারণত ঐকমত্যের মাধ্যমে সম্পন্ন হত, এবার তা পরিণত হয়েছে উচ্চ-ঝুঁকির ক্ষমতার লড়াইয়ে।

অতীতে কে. করুণাকরণ, এ.কে. অ্যান্টনি এবং ওমেন চন্ডি-র মতো প্রবীণ নেতাদের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পথ প্রায় সুগম ছিল। করুণাকরণ চারবার, অ্যান্টনি তিনবার এবং উম্মেন চ্যান্ডি দু’বার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেনপ্রতিটি ক্ষেত্রেই ঐকমত্যই ছিল প্রধান ভিত্তি।

তবে এবার সেই ধারা ভেঙে গেছে। এক দশক পর ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পর কংগ্রেসের অন্দরে একাধিক শক্তিকেন্দ্র নিজেদের দাবি জোরালো করছে, যা নেতৃত্ব নির্বাচনকে জটিল করে তুলেছে।

বর্তমান পরিস্থিতির কেন্দ্রে রয়েছেন কে. সি. ভেনুগোপাল, যার আকস্মিকভাবে এই দৌড়ে প্রবেশ রাজ্য রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে। কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ঘনিষ্ঠ এই নেতার নাম সামনে আসায় দলের রাজ্য শাখায় বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছে এবং হাইকম্যান্ডের ভূমিকা আরও স্পষ্ট হয়েছে।

মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠকে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণ করা হবে বলে জানা গেছে। সেখানে পর্যবেক্ষক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে, যারা কেরলে গিয়ে ৬৩ জন কংগ্রেস বিধায়কের মতামত জানবেন এবং জোটসঙ্গীদের সঙ্গেও আলোচনা করবেন।

শোক প্রকাশ ও সুষ্ঠ তদন্তের

● প্রথম পাতার পর

এবং আইন অনুযায়ী যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল দুপুর ও রাতের দিকে কিছু দুষ্কৃতী রাহুল কিশোর রায়ের বাড়িতে এসে তাঁকে অপমান করে বলে অভিযোগ। তারপরই বাড়ির বাথরুম থেকে রাহুল কিশোর রায়ের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁর গলায় দলীয় গামছা বাঁধা ছিল বলে সূত্রের খবর, যা ঘটনাটিকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে।

অন্যদিকে, রাহুল রায়ের মৃত্যুকে ঘিরে গুরুতর অভিযোগ তুলেছেন তাঁর স্ত্রী। তাঁর দাবি, ধর্মনগর উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার আগের দিন কিছু বিজেপি যুব নেতা দু’বার রাহুলের উপর হামলার চেষ্টা করেন। অভিযোগ, দলীয় প্রার্থীর বিরুদ্ধে কাজ করার সন্দেহেই এই হামলার চেষ্টা হয়। ওই সময় শহরে বিজয় উল্লাস চলছিল, যা ঘটনাটিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

অন্যদিকে, উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে বিজেপি কাউন্সিলর তথা যুব মোর্চার মণ্ডল সভাপতি রাহুল কিশোর রায়ের রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলাজুড়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরের পাশাপাশি রাস্তায় নেমে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন দলীয় কর্মী-সমর্থক এবং সাধারণ মানুষ।

মঙ্গলবার সকালে রাহুল কিশোর রায়ের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হওয়ার পর থেকেই পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মৃতের পরিবার সরাসরি অভিযোগ করেছে, এটি আত্মহত্যা নয়; বরং দীর্ঘদিনের মানসিক নিপীড়ন, অপমান এবং প্রাণনাশের হুমকির ফল। পরিবারের দাবি, সোমবার দুপুর থেকে একদল দুষ্কৃতী বারবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে হেনস্থা করে এবং গভীর রাতে ফের হুমকি দেয়। সেই মানসিক চাপেই তিনি চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হন বলে অভিযোগ।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই বিজেপি শিবিরে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবিতে মঙ্গলবার সকাল থেকেই চন্দ্রপুর এলাকায় শুরু হয় পথ অবরোধ। বিক্ষোভে পুরপরিষদের চেয়ারপার্সন, একাধিক কাউন্সিলর এবং অসংখ্য কর্মী-সমর্থক অংশ নেন। সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে আন্দোলন আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে।

অবরোধের জেরে চন্দ্রপুর সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায় যান চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে পড়ে এবং তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি, যা ঘিরে ক্ষোভ আরও বাড়ছে।

ঘটনাটি এখন শুধুমাত্র একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; বরং এটি রাজনৈতিক উত্তেজনা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। পরিস্থিতি যে কোনো সময় আরও জটিল আকার নিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কমলাসাগরে নতুন রাস্তার রিটেইনিং ওয়াল ভেঙে পড়ায় ক্ষোভ, দুর্নীতির অভিযোগ স্থানীয়দের

আগরতলা, ৫ মে : কমলাসাগর বিধানসভা এলাকার হাজারী চৌমুহনী থেকে মলিন দাস পুকুর পাড় পর্যন্ত প্রায় চার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত নতুন রাস্তার রিটেইনিং ওয়াল ভেঙে পড়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাজুড়ে। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার এবং ত্রুটিপূর্ণ নির্মাণকাজের কারণেই সদ্য নির্মিত দেওয়াল এত দ্রুত ভেঙে পড়ছে। তাঁদের দাবি, হাতের হালকা ধাক্কাতেই দেওয়ালের অংশ খসে পড়ছে, যা নির্মাণের মান নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলছে।

এলাকাবাসীর অভিযোগ, সরকারি টাকার অপচয় হয়েছে এবং এই কাজে দুর্নীতির আশঙ্কা রয়েছে। তারা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়ে দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

ধর্ষণ শেষে স্কুলছাত্রীকে হত্যা

● প্রথম পাতার পর

নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এবং উচ্চ শিক্ষামন্ত্রীর কাছে সিবিআই তদন্তের দাবি তোলে তারা। হাতে বিভিন্ন দাবি সম্মিলিত প্ল্যাকার্ড নিয়ে সম্পূর্ণ নীরবতা বজায় রেখে পদযাত্রার মাধ্যমে নিজেদের ক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রকাশ করে।এই মৌন মিছিলটি বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে গ্রামের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রাক্তন জয়েন্ট সেক্রেটারি মুন্না দেবনাথ।

এছাড়াও বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং গ্রামের বিভিন্ন সংগঠনের সদস্য ও মহিলারাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।সমাজে এ ধরনের নৃশংস ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ এবং সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরা হয় এই মিছিলে।

পদত্যাগ প্রশ্নই নেই

● প্রথম পাতার পর

মাধ্যমে বহু মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে, নির্বাচন পূর্বে দলীয় কর্মীদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের ব্যাপক বদলি করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, এই সমস্ত কিছুই বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের “যোগসাজশে” হয়েছে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সরাসরি যুক্ত ছিলেন।

তিনি আরও জানান, ফলাফল ঘোষণার পর ভারত জোটের শীর্ষ নেতারা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে সংহতি প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, অখিলেশ যাদব এবং হেমন্ত সোরেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “ভারত জোট আগামী দিনে আরও শক্তিশালী হবে। সবাই একে একে দেখা করতে আসবেন। আমরা বিরোধী জোটকে আরও মজবুত করব।”

এছাড়াও তিনি অভিযোগ করেন, ভোট গণনার দিন তিনি প্রার্থী হিসেবে গণনাকেন্দ্রে গেলে তাঁকে শারীরিকভাবে ধাক্কা দেওয়া হয়। এই মন্তব্যের জেরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

বঙ্গে জয়ের পর

● প্রথম পাতার পর

পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান তিনি। দেব বলেন, নির্বাচন কমিশন যথাযথভাবে ভোটে অনিয়মের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখেছে, যা প্রশংসনীয়।

ভবিষ্যৎ দায়িত্ব প্রসঙ্গে তিনি জানান, দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যে দায়িত্বই দিয়েছে, তা তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদি এবং অমিত শাহ-এর নির্দেশ মেনে চলার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁদের সুস্বাস্থ্য কামনাও করেন দেব।

পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, সেই প্রশ্নে তিনি জানান, এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করছে। ভোট সদ্য শেষ হয়েছে, নেতৃত্বই সিদ্ধান্ত নেবে, বলেন তিনি।

খোয়াই বিজেপি মন্ডল

● প্রথম পাতার পর

থানায় ছয়জনের বিরুদ্ধে নাম ধাম দিয়ে মামলা দায় করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসায় বড় ধরনের বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে বলে দাবি আক্রান্তকারী।

ঘটনার পর তিনি খোয়াই থানায় অভিযুক্তদের নাম উল্লেখ করে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠছে। উল্লেখ্য মন্ডল সদস্য বিমল দত্ত আরো জানান এলাকায় নাশকতা মূলক এবং বিভিন্ন অপসংস্কৃতি মূলক কর্মকান্ডের সঙ্গে জড়িত পৃথ্বীশ বর্ধন ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা। এলাকার জনগণ অতিষ্ঠ তাদের এই সমস্ত কর্মকাণ্ডে। এখন দেখার বিষয়, অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। অভিযুক্ত পূর্ব গনকি এলাকার বুথ সভাপতি এর বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সেটাই দেখার। তবে বিভিন্ন মহলের বক্তব্য এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুক পুলিশ।

রেশন কার্ড সংক্রান্ত পরিষেবা

● প্রথম পাতার পর

ট্রান্সফার/সারেন্ডার ইত্যাদি) অনিবার্য কারণে স্থগিত থাকবে। এমতাবস্থায়, খাদ্য দপ্তরের তরফে রাজ্যের উপভোক্তাদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে এবং সকলের সহযোগিতা কামনা করেছে।

মহকুমাশাসকের কার্যালয়ে

● প্রথম পাতার পর

কাজে লাগিয়ে মৃত এক ভাইয়ের পরিবারের সদস্যদের বাদ দিয়ে অপর ভাইকে দেখিয়ে জমি কেনাবেচার প্রক্রিয়া চালানোর অভিযোগ ওঠে। ক্রেতা-বিক্রেতার আবেদনের ভিত্তিতে শান্তিরবাজার মহকুমাশাসকের কার্যালয়ে হেয়ারিংয়ের দিন বিষয়টি সামনে আসে। তদন্তে দেখা যায়, জমির খতিয়ানে নাম রয়েছে বিষ্ণু কুমার নোয়াতিয়ার। কিন্তু হেয়ারিংয়ে উপস্থিত ব্যক্তির আধার কার্ডে নাম ছিল বিষ্ণু পদ নোয়াতিয়া।

হেয়ারিং চলাকালীন উপস্থিত ব্যক্তির কথাবার্তায় অসঙ্গতি লক্ষ্য করেন দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক তথা শান্তিরবাজার মহকুমার অতিরিক্ত মহকুমাশাসক কমল দেববর্মা। পরে জিজ্ঞাসাবাদে তিনি জানতে পারেন, খতিয়ানে নাম থাকা প্রকৃত ব্যক্তি উপস্থিত নেই। অন্য একজনকে হাজির করিয়ে জমি কেনাবেচার চেষ্টা করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ।

ঘটনার পর অতিরিক্ত মহকুমাশাসক সুনিল দেবনাথের নামে নোটিশ জারি করেছেন। তবে এ বিষয়ে সুনিল দেবনাথের দাবি, নামের মাঝখানের পদবিগত বিভ্রান্তির কারণেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।

যদিও স্থানীয় মহলে অভিযোগ, এটি নিছক ভুল নয়, বরং পরিকল্পিতভাবে অন্য ব্যক্তিকে হাজির করিয়ে জমি হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এর আগেও সুনিল দেবনাথের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল বলে দাবি স্থানীয়দের।

এখন দেখার বিষয়, প্রশাসন শুধুমাত্র নোটিশ জারির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাকি গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শান্তিরবাজার মহকুমাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

মহিলাদের সিনিয়র আমন্ত্রণমূলক টুর্নামেন্ট ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসো-র বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের (টিসিএ) ব্যবস্থাপনায় শুরু হতে চলেছে মহিলাদের সিনিয়র আমন্ত্রণমূলক টুর্নামেন্ট ২০২৫-২৬ (৫০ ওভার ও টি-২০ ফরম্যাট)। আগামী ৬ই মে থেকে ১১ই মে ২০২৬-এর মধ্যে (ছুটির দিন বাদে) টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক দলগুলিকে তাদের সম্মতির চিঠি এবং রেজিস্ট্রেশন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। টিসিএ সচিব সুব্রত দে স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, ইচ্ছুক দলগুলিকে তাদের অফিসিয়াল লেটারহেডে ‘মাননীয় সম্পাদক, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন’ বরাবর আবেদন করতে হবে এবং চিঠিতে দলের যোগাযোগকারীর নাম ও ফোন নম্বর স্পষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে। প্রতিটি দলে ন্যূনতম ১২ জন এবং সর্বোচ্চ ২০ জন খেলোয়াড় নথিভুক্ত করা যাবে। নিয়মানুযায়ী, ২০২৪-২৫ মরসুমের বিসিসিআই আয়োজিত মহিলাদের সিনিয়র ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টে মূল একাদশে খেলা সর্বোচ্চ ৩ জন ক্রিকেটার একটি দলে থাকতে পারবেন। রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রতিটি খেলোয়াড়ের আধার কার্ডের ফটোকপি এবং টিসিএ প্রধান কার্যালয় থেকে সংগৃহীত নির্দিষ্ট আবেদনপত্র পূরণ করে জমা দিতে হবে। শুধুমাত্র ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দারাই এই টুর্নামেন্টে খেলার সুযোগ পাবেন। আবাসিক প্রমাণ হিসেবে প্রয়োজনে জন্ম শংসাপত্র, পিআরটিসি এবং রেশন কার্ড যাচাই করা হতে পারে, তাই খেলোয়াড়দের এই নথিগুলো প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছে। সাদা বলের এই টুর্নামেন্টে দলগুলিকে রঙিন জার্সি পরে খেলতে হবে এবং এই জার্সির ব্যবস্থা দলগুলিকেই করতে হবে। আগ্রহী সকল পক্ষকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

আগরতলায় ২য় লিটল মাস্টার্স ট্রফি মণিপুরকে গুঁড়িয়ে ফাইনালে আসাম

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত জয়ের ধারা বজায় রেখে ২য় নর্থ ইস্ট লিটল মাস্টার্স ট্রফির (অনূর্ধ ১৪) ফাইনালে পৌঁছে গেল আসাম। মঙ্গলবার টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচে মণিপুরকে ৯৯ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়ে মাঠ ছাড়ে আসামের কিশোররা। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৭৪ রান তোলে আসাম। দলের পক্ষে অপরাজিত ৬৪ রানের (৭১ বল) অনবদ্য ইনিংস খেলে বড় স্কোরে সাহায্য করেন দিশান্ত দিবান দাস, তাঁর ইনিংসে ছিল ৫টি চার ও ২টি ছক্কা। এছাড়া ওপেনার তথা উইকেটরক্ষক অয়ন আরজু ৩২ রান এবং কৌস্তভ গগৈ ২৯ রানের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মণিপুরের বোলারদের মধ্যে খ. ফিরদৌস ৩৪ রানে ৩টি এবং অধিনায়ক রাহুল থঙ্গম ২০ রানে ২ উইকেট নেন।১৭৫ রানের লক্ষ্যমাত্রা তাড়া করতে নেমে আসামের বোলারদের তোপে পড়ে মাত্র ২৫ ওভারে ৭৫ রানেই গুটিয়ে যায় মণিপুরের ইনিংস। দলের পক্ষে সগাতপম তেলহৈবা (২০) ও মহম্মদ আলবাস খান (১১) ছাড়া আর কেউ দুই অঙ্কের রান ছুঁতে পারেননি। অসমের হয়ে বিধ্বংসী বোলিং করেন তানভীর ইসলাম, তিনি ৪ ওভারে মাত্র ৯ রান খরচ করে একাই তুলে নেন ৪টি উইকেট। অণিকেত সিং ৫ ওভারে মাত্র ৭ রান দিয়ে দখল করেন ২ উইকেট। অনবদ্য বোলিংয়ের সৌজন্যে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন তানভীর ইসলাম। টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত থাকা অসম এর আগে অরুণাচল প্রদেশকে ১০ উইকেটে এবং মিজোরামকে ২৫০ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করেছিল। আগামী ৭ মে এমবিবি স্টেডিয়ামে ট্রফির লড়াইয়ে ত্রিপুরার মুখোমুখি হবে আসাম।

লিটল মাস্টার্স ট্রফি : মিজোরামকে চুরমার করে ফাইনালে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দুর্দান্ত পারফরম্যান্স বজায় রেখে ২য় নর্থ ইস্ট লিটল মাস্টার্স ট্রফির (অনূর্ধ-১৪) ফাইনালে প্রবেশ করল ত্রিপুরা। মঙ্গলবার পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি মাঠে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনালে মিজোরামকে ১৪৮ রানের বিশাল ব্যবধানে পরাজিত করল রাজ্যের ছেলেরা। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ১৯৭ রান সংগ্রহ করে ত্রিপুরা। দলের পক্ষে উইকেটরক্ষক শাহীন হোসেন ৫৪ বলে সর্বোচ্চ ৪৮ রানের একটি লড়াকু ইনিংস খেলেন, যাতে ছিল ৮টি চারের মার। ওপেনার উদয়ন পাল ৮৩ বলে ৪৫ রান করে দলকে মজবুত ভিত গড়ে দেন। শেষ দিকে অভয় দেব সিং মাত্র ১৬ বলে ২২ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলের স্কোরকে দুশোর কাছাকাছি পৌঁছে দেন। মিজোরামের পক্ষে সুমিয়ন লালসাংমাউইয়া ২৯ রানে ৩টি এবং লালমুয়ানপুইয়া ২২ রানে ২ টি উইকেট নেন।জবাবে ১৯৮ রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে তাড়া করতে নেমে ত্রিপুরার বোলিং আক্রমণের সামনে কার্যত খড়কুটোর মতো উড়ে যায় মিজোরামের ব্যাটিং লাইনআপ। মাত্র ১৭.৫ ওভারে ৪৯ রানেই অল-আউট হয়ে যায় তারা। দলের পক্ষে একমাত্র ফ্রেডি আর লালরুয়াতপুইয়া (২১) কিছুটা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করেন। ত্রিপুরার বোলারদের মধ্যে বিজয় দেব ৫ ওভারে ১৫ রান দিয়ে ৩টি উইকেট দখল করে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হন। এছাড়া দীপ সাহা ও বিহান দাস ২টি করে এবং শুভজিৎ শীল ২টি উইকেট নিয়ে মিজোরামের পতন ত্বরান্বিত করেন। উল্লেখ্য, টুর্নামেন্টের শুরুতে সিকিম ও মণিপুরের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার প্রথম দুটি ম্যাচ বৃষ্টির জন্য ভেস্তে গেলেও, তৃতীয় ম্যাচে নাগাল্যান্ডকে ১০ উইকেটে হারিয়ে ছন্দে ফেরে তারা। আগামী ৭ মে এমবিবি স্টেডিয়ামে ট্রফির লড়াইয়ে আসামের মুখোমুখি হবে ত্রিপুরা।

নতুন উদ্যমে টিসিএ-র তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু ৯ মে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতল, ৫ মে।। নতুন উদ্যমে ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হতে চলেছে আগামী ৯ মে থেকে। বিগত দিনের মতো এবারও এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে চলেছে মোট ১৪ টি দল। দলগুলিকে ইতিমধ্যে টুর্নামেন্টের সূচি অনুযায়ী দুটি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। এ গ্রুপে রয়েছে ব্লাড মাউথ, চলমান সংঘ, ইউনাইটেড বি এস টি, হার্ভে, ওপিসি, স্ফুলিঙ্গ ও শতদল সংঘ। অন্যদিকে বি গ্রুপে রয়েছে জেসিসি, মৌচাক, পোলস্টার, বিসিসি, সংহতি, কসমোপলিটন ও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে নরসিংগড়ে টিআইটি মাঠ, নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ড ও এম বি বি স্টেডিয়ামে। প্রথম দিন অনুষ্ঠিত হবে ৩টি ম্যাচ। তাতে এমবিবি স্টেডিয়ামে লড়বে চলমান সংঘ ও ইউনাইটেড বি এস টি। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে হার্ভে ক্লাব ও ওল্ড প্লে সেন্টার পরস্পরের মুখোমুখি হবে। অন্যদিকে নরসিংগড়ে টি আই টি গ্রাউন্ডে মুখোমুখি হবে মৌচাক ও পোলস্টার। ১০ মে এমবিবি স্টেডিয়ামে লড়বে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব ও সংহতি ক্লাব। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে কসমোপলিটন ক্লাব ও ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস পরস্পরের মুখোমুখি হবে। অন্যদিকে নরসিংগড়ে টি আই টি গ্রাউন্ডে মুখোমুখি হবে স্ফুলিঙ্গ ক্লাব ও শতদল সংঘ। নকআউট এই টুর্নামেন্টের দুই গ্রুপের সেরা দুটি দল ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হবে আগামী ১৭ মে। শিরোপা দখলের এই ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে আগরতলা এমবিবি স্টেডিয়ামে। এর আগে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ১৫ মে।

টানা তিন ম্যাচ জিতে আইপিএলের প্লেঅফের লড়াইয়ে কেকেআর, কী ভাবে শেষ চারে জায়গা করে নিতে পারে শাহরুখ খানের দল ?

টানা তিনটি ম্যাচ জিতে আবার আইপিএলের আলোচনায় কলকাতা নাইট রাইডার্স। রাস্তা কঠিন হলেও প্লেঅফে ওঠার সুযোগ রয়েছে তিন বারের চ্যাম্পিয়নদের সামনে। অজিঙ্ক রাহানেরা বাকি সব ম্যাচ জিতলেই চলে যেতে পারেন প্লেঅফে। পরিস্থিতি এখনও তাঁদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়।

ন’টি ম্যাচ খেলে তিনটি জিতেছে কেকেআর। একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছে। ৭ পয়েন্ট নিয়ে তালিকায় অষ্টম স্থানে রয়েছেন রাহানেরা। প্লেঅফ খেলতে হলে প্রথম চার দলের মধ্যে থাকতে হবে। কেকেআরের বাকি রয়েছে পাঁচটি ম্যাচ। সবগুলি জিতলে সর্বোচ্চ ১৭ পয়েন্টে পৌঁছোবে কলকাতা। একটি ম্যাচ হারলেও ১৫ পয়েন্ট হবে কেকেআরের। দিল্লি ক্যাপিটালস এবং চেন্নাই সুপার কিংস ন’টি ম্যাচে ৮ পয়েন্ট করে পেয়েছে। নেট রান রেটে দিল্লির চেয়ে ভাল জায়গায় কেকেআর। ৫ মে এই দু’দল মুখোমুখি হবে। ফলে কোনও একটি দলের পয়েন্ট ৮ থেকে যাবে। আবার শেষ দুই স্থানে থাকা মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এবং লখনউ সুপার জায়ান্টস ম্যাচ ৪ মে। যে দলই জিতুক কেকেআরকে টপকাতে পারবে না। কারণ দু’দলেরই এখনও পর্যন্ত সংগ্রহ ৪ পয়েন্ট করে। ফলে আপাতত পয়েন্ট তালিকায় অষ্টম স্থানে নিশ্চিত কেকেআর।

১০ দলের আইপিএল হওয়ার পর একমাত্র রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ২০২৪ সালে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে প্লেঅফে পৌঁছেছিল। এর চেয়ে কম পয়েন্ট নিয়ে কোনও দল শেষ চারে যেতে পারেনি। অঙ্কের হিসাবে তাই ১৫ পয়েন্ট পেলেও সুযোগ থাকতে পারে রাহানেদের। এই মুহূর্তে নয় ম্যাচে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে পঞ্জাব কিংস। নয় ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে বেঙ্গালুরু। তৃতীয় থেকে পঞ্চম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ, রাজস্থান রয়্যালস এবং গুজরাত টাইটান্স। তিনটি দলেরই ১০টি করে ম্যাচ খেলে ১২ পয়েন্ট। প্রতিটি দলের চারটি করে ম্যাচ বাকি। দু’টি করে ম্যাচ জিতলেই ১৬ পয়েন্টে পৌঁছে যাবে দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম স্থানে থাকা তিনটি দল। তাই এ বার প্লেঅফে যাওয়ার জন্য ১৫ পয়েন্ট যথেষ্ট হবে না। তাই রাহানেদের বাকি পাঁচটি ম্যাচই জিততে হবে। আশার কথা ১০ দলের আইপিএলে ১৬ পয়েন্ট পেয়ে প্লেঅফে উঠতে পারেনি, এমন কখনও হয়নি। অতএব সব ম্যাচ জিতে কেকেআর ১৭ পয়েন্ট পেলে প্লেঅফে জায়গা করে নিতে পারে।লিগ পর্বে কেকেআরের খেলা বাকি ৮ মে দিল্লি, ১৩ মে বেঙ্গালুরু, ১৬ মে গুজরাত, ২০ মে মুম্বই এবং ২৪ মে দিল্লির সঙ্গে। রাহানেদের সুবিধা, শেষ তিনটি ম্যাচ তাঁরা ঘরের মাঠে খেলার সুযোগ পাবেন। ৮ মে-র ম্যাচ দিল্লিতে এবং ১৩মে-র ম্যাচ হবে রায়পুরে। অর্থাৎ রাহানেদের খুব বেশি সফর করতে হবে না। প্রতিটি ম্যাচই তাঁরা খেলতে পারবেন তরতাজা অবস্থায়। এক বার প্লেঅফে পৌঁছে গেলে চ্যাম্পিয়ন হওয়াও সম্ভব। বলা যায় পরিস্থিতি এখনও রাহানেদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

১৫৬০০ কোটিতে বিক্রির পরই আইনি বিপাকে আইপিএলের মাঝে মহাসমস্যায় বৈভবদের দল

রাজস্থান রয়্যালস বিক্রি নিয়ে সমস্যা অব্যাহত। এবার আইনি সমস্যায় পড়তে চলেছে বৈভব সূর্যবংশীদের দল। একদিন আগেই ভারতীয় ধনকুবের লক্ষ্মী মিত্তল, ব্যবসায়ী আদর পুণাওয়ালাদের মিলিত কনসর্টিয়াম ১৫৬০০ কোটি টাকায় কিনে নিয়েছে। কিন্তু হাতবদল নিয়ে আইনি পথে হাঁটতে চলেছে কাল সোমানির নেতৃত্বাধীন গোষ্ঠী। যারা এর আগে রাজস্থান রয়্যালস কেনার দৌড়ে ছিল।

মার্চ মাসে কাল সোমানির নেতৃত্বাধীন কনসোর্টিয়াম রাজস্থান রয়্যালস কেনার জন্য ১.৬৩ বিলিয়ন অফার দিয়েছিল। যার ভারতীয় বাজারে মূল্য ১৫ হাজার ৩০০ টাকা। সেই অফার গ্রহণ করার জন্য মুখিয়েও ছিল রাজস্থান বোর্ড। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নাটক। এবার রাজস্থান রয়্যালসের শেয়ারের সিংহভাগ কিনে নিলেন ভারতীয় ধনকুবের লক্ষ্মী মিত্তল! তবে তিনিও কনসর্টিয়াম তৈরি করে কিনলেন রাজস্থান। তাঁর বাকি দুই শরিক ভারতীয় ব্যবসায়ী আদর পুণাওয়ালা এবং বর্তমান রাজস্থান রয়্যালস মালিক মনোজ বাদালে। কিন্তু কাল সোমানির গোষ্ঠীর অভিযোগ, এই চুক্তি ন্যায্যভাবে হয়নি। আমেরিকার কনসোর্টিয়ামের তরফ থেকে অবিলম্বে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হতে পারে। তাদের অভিযোগ, ১৫৩০০ কোটি টাকা নিয়ে তারা তৈরি ছিল, তবে রাজস্থানের তরফ থেকে ক্রমাগত দেরি করা হয়েছে। বরং সোমানি গোষ্ঠী বারবার বোর্ডের বকেয়া, আইনি মামলা-সহ বিভিন্ন বিষয়ে জানতে চেয়েও সময়মতো উত্তর পায়নি। তাদের বক্তব্য, ‘‘আমরা আইনজীবী ও জনসংযোগ বিভাগের সঙ্গে কথা বলেছি। আজই আইনি চিঠি পাঠানো হবে।’’

আমেরিকার এই গোষ্ঠীতে কাল সোমানি ছাড়াও ওয়ালমার্টের উত্তরাধিকারী রব ওয়ালটন ও এনএফএলের ডেট্রয়েট লায়ন্সের মালিক হ্যাম্প পরিবারও ছিল। অন্যদিকে মিত্তল পরিবারের কাছে থাকছে রাজস্থান ফ্র্যাঞ্চাইজির পঁচাত্তর শতাংশ শেয়ার। পুণাওয়ালার কাছে থাকছে ১৮ শতাংশ শেয়ার। এবং বাদালের কাছে থাকছে ফ্র্যাঞ্চাইজির ৭ শতাংশ শেয়ার। সর্বমোট ১৫,৬৬০ কোটি টাকা দিয়ে রাজস্থান পুনরায় কিনে নিলেন তাঁরা। শুধুমাত্র আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি রাজস্থান রয়্যালস নয়। চুক্তি অনুযায়ী, রয়্যালস পরিবারের আরও দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি- পার্ল রয়্যালস এবং বার্বেডোজ রয়্যালসের মালিকানাও থাকছে মিত্তল পরিবারের হাতে।রাজস্থানের মালিকানা মিত্তল পরিবার একক ভাবে কেনেনি। একটি কনসার্টিয়াম তৈরি করে আইপিএলের দলটির মালিকানা নিয়েছে ভারতীয় শিল্পগোষ্ঠী। সিংহভাগ অংশীদারিত্ব অবশ্য নিজেদের হাতে রেখেছে তারা। রাজস্থানের নতুন অংশীদারদের মধ্যে রয়েছেন সেরাম ইন্সস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার কর্ণধার আদার পুনাওয়ালা এবং প্রাক্তন মালিক গোষ্ঠীর বৃহত্তম অংশীদার মনোজ বাদালে। ১.৬৫ বিলিয়ন ডলার বা প্রায় ১৫,৬৬০ কোটি টাকায় রাজস্থানের মালিকানা হস্তান্তর হয়েছে। রাজস্থান কেনার দৌড়ে ছিল আমেরিকার ব্যবসায়ী কাল সোমানির নেতৃত্বাধীন কনসার্টিয়ামও। ওই কনসার্টিয়ামে ছিলেন ওয়ালমার্টের কর্ণধার রব ওয়ালটন এবং ফোর্ড গোষ্ঠীর কর্ণধার হ্যাম্প পরিবার। স্বাভাবিক ভাবেই মিত্তলের ঘোষণা কিছুটা হলেও বিস্ময় তৈরি করেছে ক্রিকেটমহলে।

রাজস্থানের নতুন মালিক গোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রায় ৭৫ শতাংশ অংশীদারিত্ব থাকছে মিত্তলের। পুনাওয়ালার অংশীদারিত্বের পরিমাণ ১৮ শতাংশ। বাকি ৭ শতাংশ অংশীদারিত্ব বাদালে-সহ কয়েক জনের। এত দিন পর্যন্ত বাদালের হাতেই দলের সবচেয়ে বেশি অংশীদারিত্ব ছিল। রাজস্থানের নতুন মালিক গোষ্ঠী বিবৃতি দিয়ে বলেছে, ‘‘মনোজ বাদালে রাজস্থান রয়্যালসের সঙ্গেই থাকছেন। দলের প্রতি তাঁর সমর্থন অব্যাহত থাকবে। প্রাক্তন মালিক গোষ্ঠী এবং বর্তমান মালিক গোষ্ঠীর মধ্যে সেতুর কাজ করবেন তিনি। আইপিএল নিয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা দলকে উপকৃত করবে।’’আইপিএল ছাড়াও রাজস্থানের দল রয়েছে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ এবং এসএ টি২০-তে। বার্বাডোজ রয়্যালস এবং পার্ল রয়্যালসের মালিকানাও থাকবে মিত্তল নেতৃত্বাধীন কনসার্টিয়ামের হাতে। মিত্তল গোষ্ঠীর পক্ষে ক্রিকেটদলগুলির দেখভাল করবেন আদিত্য মিত্তল এবং ভানিশা মিত্তল ভাটিয়া। মিত্তল বলেছেন, ‘‘আমার পরিবার রাজস্থানের। তাই রাজস্থান রয়্যালস ছাড়া আইপিএলের অন্য কোনও দলের অংশ হতে চাইনি। স্কুলে পড়ার সময় প্রথম ক্রিকেট খেলি। তখন থেকেই আমি ক্রিকেটের ভক্ত। অনেক বড় বড় খেলোয়াড় রাজস্থান রয়্যালসের জার্সি পরেছেন। তাঁদের মধ্যে ভারতীয় ক্রিকেটের কয়েক জন কিংবদন্তিও রয়েছেন। তাঁরা এখনও তরুণদের অনুপ্রেরণা। দুর্দান্ত এই দলটির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি। সমর্থকদের সঙ্গে মিলেমিশে ভবিষ্যতের সাফল্য উপভোগ করতে চাই।’’

রাজ্য ভিত্তিক হকি ২২-২৪ মে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ২৪ তম রাজ্য ভিত্তিক পুরুষ এবং ৬ষ্ঠ রাজ্য ভিত্তিক মহিলা হকি প্রতিযোগিতার দিনক্ষণ ঘোষণা করলো হকি ত্রিপুরা এসোসিয়েশন। আগামী ২২-২৪ মে বাধারঘাট হকি স্টেডিয়ামে পুরুষ বিভাগের আসর এবং ৫-৭ জুন সিপাহীজলাতে মহিলা বিভাগের আসর অনুষ্ঠিত হবে। হকি ত্রিপুরা এসোসিয়েশনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মঙ্গলবার এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এন এস আর সি সি-তে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হকি ত্রিপুরা অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পুলক দেবনাথ, সচিব দেবাশীষ ভৌমিক সহ আরও অনেকে।

জয়ের পরেই খোঁচা, ট্রেন্ড অব্যাহত রেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট অধিনায়ক গিলের

আমদাবাদ: দীর্ঘ সময় আইপিএলের একমাত্র দল হিসাবে অপরাজিত ছিল পঞ্জাব কিংস। তবে রাজস্থান রয়্যালস প্রথম দল হিসাবে পঞ্জাব কিংসকে হারিয়েছিল। ঠিক পরের ম্যাচেও পরাজিত হল পঞ্জাব কিংস। রবিবার পঞ্জাবের ঘরের ছেলে শুভমন গিলের নেতৃত্বাধীন গুজরাত টাইটান্সের হাতে পরাজিত হয় পঞ্জাবের ফ্র্যাঞ্চাইজি। তারপরেই গিল নিজের স্বভাবচিত ভঙ্গিমায় ট্রোলিং অব্যাহত রাখলেন।

সাম্প্রতিক সময়ে শুভমন গিল সোশ্যাল মিডিয়ায় দলের জয়ের পরেই ইঙ্গিতবাহী বিশেষ পোস্ট করে বেশ জনপ্রিয় হয়েছেন। এবার পঞ্জাব কিংসকে হারিয়েই তাঁদেরও খোঁচা দিলেন শুভমন গিল। পঞ্জাবের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিতে সোশ্যাল মিডিয়ায় ওয়াশিংটন সুন্দর ও সাই সুদর্শনের সঙ্গে একটি ছবি পোস্ট করেন টাইটান্স অধিনায়ক। তিনি এমন একটি পোজ দেন যা পঞ্জাব কিংসের সঙ্গে সমার্থক হয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি ছবির ক্যাপশনেও ছিল পঞ্জাব কিংসকে খোঁচা।

সিএসকেকে হারানোর পর তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি শেয়ার করেন। সেখানে বিমানে বসে গিলের হাতে রয়েছে হলুদ রঙের বাঁশি। আর ছবির ক্যাপশনে লেখা, ‘নান্দ্রি চেন্নাই’, অর্থাৎ ধন্যবাদ চেন্নাই। সিএসকের অ্যান্থম উইসেল পড়ু-র চিহ্নই হচ্ছে হলুদ রঙের বাঁশি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই বাঁশি তাঁদের উচ্ছ্বাস, তাঁদের দলেরও অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ম্যাচ জিতে সেই হলুদ বাঁশি নিয়েই সিএসকেকে ট্রোল করেছিলেন গিল। হাজার হাজার সিএসকে সমর্থক এই হলুদ রঙের বাঁশি নিয়েই মাচ দেখতে মাঠে উপস্থিত হন। সেই হলুদ বাঁশিকেই খোঁচা দেওয়ার জন বেছে নিয়েছিলেন তিনি।

আরসিবিকে হারিয়েও খোঁচা দিয়েছিলেন গিল। সোশ্যাল মিডিয়ায় আরসিবির ”প্লে বোল্ড” ধার করে লিখেছিলেন, ”প্লে হোল্ড। আজকে দলের সকলে বেশ বোল্ডই খেলেছেন।’’ এবার টাইটান্সের অধিনায়ক পঞ্জাব কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিতেও সেই খোঁচা দেওয়ার পালা অব্যাহত রাখলেন। ম্যাচের কথা বলতে গেলে এদিন শেষ বল পর্যন্ত বেশ টানটান লড়াই চলে। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১৬৩ রানে আটকে যাওয়ার পরেও, পঞ্জাব কিংস কিন্তু শেষ পর্যন্ত লড়াই করে। কবে ওয়াশিংটন সুন্দরের পরিপক্ক ও ঠান্ডা মাথার ইনিংসে এক বল বাকি থাকতে চার উইকেটে ম্যাচ জিতে নেয় টাইটান্স।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে ‘টয়লেটে’ও দুর্নীতি! বেতন কারচুপি দেখে হতবাক সভাপতি তামিম

দায়িত্বে আসার পর থেকেই বেশ সক্রিয় তামিম ইকবাল। বর্তমানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের অ্যাডহক কমিটির মাথায় এখন প্রাক্তন অধিনায়ক। আগের সরকারের আমলে নেওয়া বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সরকারি বা বেসরকারিভাবে তদন্ত চালাচ্ছেন। এবার তিনি খুঁজে পেলেন ‘টয়লেট’ দুর্নীতি। স্টেডিয়ামের সাফাইকর্মীদের বেতন নিয়ে বড়সড় কারচুপি প্রকাশ্যে আনলেন তিনি।

বাংলাদেশে তারেক রহমান সরকারে আসার পর পরই আমিনুল ইসলাম বুলবুলকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সেই জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয় তামিমকে। বোর্ডের কর্তৃত্ব পাওয়ার পর মহিলাদের বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবার খোঁজ পেলেন বড়সড় দুর্নীতির। সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, স্টেডিয়াম পরিদর্শনের সময় সাফাইকর্মীদের পারিশ্রমিক নিয়ে অসঙ্গতি দেখতে পান। কীরকম? তাঁর বক্তব্য, সাফাইকর্মীদের বাংলাদেশি মুদ্রায় ৬৫০ টাকা পাওয়ার কথা। কিন্তু তিনি অভিযোগ পেয়েছেন, তাঁরা নাকি মাত্র ৩০০ টাকা করে পাচ্ছেন।

গোটা বিষয়টায় তামিম যথেষ্ট অবাক হন। ক্ষোভপ্রকাশ করে তিনি বলেন, বিদেশি পর্যটকরা পর্যন্ত স্টেডিয়ামের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে অভিযোগ করেছেন। তারপর তিনি সরেজমিনে পর্যবেক্ষণে গিয়ে সমস্যার কথা জানতে পারেন। কীভাবে এই দুর্নীতি হত, সেটাও জানতে পেরেছেন তামিম। তাঁর বক্তব্য, কোম্পানিকে টেন্ডার দেওয়া হলেও কাজ করানো হয় বিসিবি’র লোক দিয়েই। কিন্তু টাকা দেওয়ার সময় ওই কোম্পানি মাঝপথে টাকা কেটে নেয়।সেক্ষেত্রে উপায়? তামিমের সমাধান, এখন থেকে সব কর্মীদের নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তৈরি করা হবে। সরাসরি সেখানে টাকা দেওয়া হবে। প্রমাণ ছাড়া কোনও বিল দেওয়া হবে না। এছাড়া অনেককে ৯০ ঘণ্টা ওভারটাইম দেখানো হয়েছে। সেই অতিরিক্ত টাকা কোথায় যাচ্ছে? সেটারও খোঁজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তামিম।

রিলায়েন্সের ২০০ কোটির প্রস্তাব ফেরাল ফিফা

ফুটবল বিশ্বকাপ শুরু হতে আর মাস খানেক বাকি। ইতিমধ্যে সূচি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু খেলা দেখা যাবে কোন চ্যানেলে? তার এখনও কোনও নিশ্চয়তা নেই। এবার রিলায়েন্স-ডিজনির যৌথ প্রস্তাব ফিরিয়ে দিল ফিফা। কারণ, রিলায়েন্স-ডিজনি যে টাকার বদলে স্বত্ব কেনার প্রস্তাব দিয়েছে, তা ফিফার দাবির থেকে অনেকটাই কম। সোনির মতো সংস্থা আলোচনায় অংশ নিয়েও আর আগ্রহ দেখাচ্ছে না। ফলে আদৌ বিশ্বকাপের ম্যাচ টিভিতে দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় বাড়ছে।

ভারতবর্ষে ফুটবলপ্রেমীর অভাব নেই। দেশ র্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে থাকলেও ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা-ফ্রান্স-স্পেনের ম্যাচ দেখার দর্শক প্রচুর পরিমাণে আছেন। ২০২৬ ও ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ ফুটবল দেখানোর জন্য ভারতে সম্প্রচারের স্বত্ব বিক্রির প্রক্রিয়া শুরু করেছিল ফিফা। প্রথমে এই স্বত্বের দাম রাখা হয় প্রায় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৯৩০ কোটি টাকা। কিন্তু কোনও সংস্থা ম্যাচ দেখানোর আগ্রহ দেখায়নি। বাধ্য হয়ে ফিফা সম্প্রচার স্বত্ব নামিয়ে আনে ৩৫ মিলিয়ন ডলারে। কিন্তু অবস্থা বদলায়নি।

এবার রিলায়েন্স-ডিজনির তরফ থেকে ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ভারতীয়ও মুদ্রায় যার পরিমাণ ১৯০ কোটি টাকা। তবে ফিফা এতেও রাজি নয়। শুধু ভারত নয়, চিনেও এক অবস্থা। ফিফার হিসেবে, ২০২২-র বিশ্বকাপে ডিজিটাল ও সোশাল মাধ্যমগুলো মিলিয়ে মোট ঘণ্টার ৪৯.৮ শতাংশ দেখেছেন শুধু চিনেই দেখেছে। আর ২০২২ সালের বিশ্বকাপে ভারত ও চিন মিলিয়ে ডিজিটাল সম্প্রচারের মোট ২২.৬ শতাংশ ছিল। কিন্তু এবার সেখানে বিশ্বকাপ দেখাতে কোনও সংস্থা এগিয়ে আসছে না।ফিফা জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ১৭৫টি দেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন। কিন্তু ‘ভারত ও চিনে সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি নিয়ে আলোচনা চলছে। এই পর্যায়ে তা গোপন রাখা হচ্ছে।’ ২০২২ সালে কাতার বিশ্বকাপের সম্প্রচার স্বত্ব ভারতে বিক্রি হয়েছিল ৬২ মিলিয়ন ডলারে। ১১ জুন থেকে শুরু বিশ্বকাপ। কিন্তু কেন এই দুরবস্থা? আসলে আমেরিকা-কানাডা-মেক্সিকোয় আয়োজিত বিশ্বকাপের অধিকাংশ ম্যাচ ভারতীয় সময় গভীর রাতে। মূলত রাত সাড়ে বারোটা, দেড়টা, সাড়ে তিনটে, ভোর সাড়ে চারটে কিংবা সকাল সাড়ে ছটায়। সেই সময় কি বিপুল পরিমাণ দর্শক খেলা দেখবেন? সংশয়ে চ্যানেল সংস্থাগুলো। সম্ভবত সে কারণেই উৎসাহ হারাচ্ছে টেলিভিশন সংস্থা বা ওটিটি প্লাটফর্মগুলো।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

যানজট নিরসনে পরিকাঠামো উন্নয়নে ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

আগরতলা: রাজ্যের সাধারণ মানুষের স্বার্থে গৃহীত বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি এবং প্রশাসনিক তৎপরতা নিয়ে আজ সচিবালয়ে আয়োজিত এক পর্যালোচনা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। মহাকরণের ২নং কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই টাস্ক মনিটরিং সিস্টেমের (টি.এম.এস.) সভায় রাজ্যের ৮টি জেলার জেলাশাসক এবং পুলিশ সুপারগণ ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট বার্তা দেন যে, এই সরকার জনগণের সরকার, তাই মানুষের সমস্যা সমাধানে দপ্তরগুলিকে সর্বদা সজাগ ও সক্রিয় থাকতে হবে। সংবাদপত্রের মাধ্যমে না জেনে নিজ নিজ দপ্তরের কাজ সম্পর্কে সর্বদা ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন।

আজকের এই পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের ট্রাফিক ব্যবস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, আগরতলা শহর সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা সদরে ট্রাফিক যানজট নিরসনে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশেষ করে অধিক ওজন বহনকারী যানবাহনের ওজন সঠিক রাখার ক্ষেত্রে নজরদারি এবং ট্রাফিক ইলেকট্রনিক সিগন্যালগুলো যাতে সর্বদা সচল থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য তিনি সংশ্লিষ্ট অধিকারিকদের নির্দেশ দেন। এছাড়া রাজ্যে নতুন মোটরস্ট্যান্ড তৈরির কাজ দ্রুত শেষ করতে পরিবহন আধিকারিকদের নির্দেশ দেওয়া হয়। রাজ্যকে মাদক মুক্ত করার লড়াইয়ে কঠোর অবস্থান নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রেলপথে যাতে কোনোভাবেই মাদক প্রবেশ করতে না পারে সে বিষয়ে পুলিশ প্রশাসনকে সদা সক্রিয় থাকতে হবে। সমাজদ্রোহীদের আনাগোনা রয়েছে এমন এলাকাগুলোতে নৈশকালীন টহল বা নাইট পেট্রোলিং বাড়ানোর পাশাপাশি নার্সিংহোম, রিহ্যাবিলিটেশন হোম এবং সাব-রেজিস্ট্রি অফিসগুলো যাতে সম্পূর্ণ দুর্নীতিমুক্ত থেকে সঠিকভাবে পরিচালিত হয়, সে বিষয়েও তিনি আরক্ষা ও সংশ্লিষ্ট প্রশাসনকে কঠোর তদারকির নির্দেশ দেন।

জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী ধলাই জেলার পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। বিশেষ করে বর্ষার মরসুমে ডায়রিয়া বা ডিসেন্টির প্রকোপ রুখতে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে তিনি জেলাশাসক ও স্বাস্থ্য আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। আগরতলা আইজিএম হাসপাতালের জেনেরিক মেডিসিন ব্যবস্থাপনা এবং রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালের নানাবিধ ছোটখাটো সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধানের বিষয়েও সভায় আলোচনা হয়। এছাড়া বিদ্যালয়গুলোতে মিড-ডে মিলের গুণগত মান ও ব্যবস্থাপনায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পাশাপাশি পঠন-পাঠনের সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখার ওপর মুখ্যমন্ত্রী জোর দেন। মুখ্যমন্ত্রী এদিন ''স্কুল হেলথ প্রোগ্রাম'' সম্পর্কেও বিস্তারিত অবগত হন। পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী সড়ক সংস্কারের কাজ গুণগত মান বজায় রেখে দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেন। বিদ্যুৎ পরিষেবার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে দপ্তরের আধিকারিকরা মুখ্যমন্ত্রীকে জানান যে, সাম্প্রতিক কালবৈশাখী ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিকাঠামোর ৯৯ শতাংশ ইতিমধ্যেই পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া রেগার টাকা প্রদানে যাতে কোনো বিলম্ব না হয় এবং দৈনিক শ্রমিকদের মজুরি ও ভাতা যাতে সঠিক সময়ে প্রদান করা হয়, সে বিষয়ে আধিকারিকদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী।সভা শেষে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরে জেলা, মহকুমা সহ বিভিন্নস্তরে যারা দায়িত্বে রয়েছেন, তাঁদের নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। তিনি বলেন, সমস্যা থাকবেই, কিন্তু আগের থেকে সতর্ক, সজাগ এবং কাজের প্রতি দায়িত্বশীলতাই সমস্যা থেকে বের হবার প্রকৃষ্ট উপায়। উন্নয়নের গতি রক্ষা করা সকলের নৈতিক দায়িত্ব।এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর ভারপ্রাপ্ত সচিব অপূর্ব রায়, স্বাস্থ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে, নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা বিম্বিসার ভট্টাচার্য সহ বিভিন্ন দপ্তরের সচিব ও অধিকর্তাগণ। এছাড়া ভার্চুয়ালি ৮টি জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা আলোচনায় অংশ নেন।

কার্ল মার্কসের ২০৯তম জন্মবার্ষিকী পালন সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে : মহান দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক কার্ল মার্কসের ২০৯তম জন্মবার্ষিকী মঙ্গলবার যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করল সিপিআই(এম)। এ উপলক্ষে দলের রাজ্য দপ্তরে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিরোধী দলনেতা তথা সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী, প্রাক্তন বিধায়ক সুধন দাস, সদর মহকুমা সম্পাদক অমল চক্রবর্তী সহ দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা। এদিন সকলেই কার্ল মার্কসের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, "মাত্র ২৯ বছর বয়সে কার্ল মার্কস বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে মার্কসবাদের বিকল্প নেই।" তিনি দাবি করেন, সমাজে বৈষম্য দূর করে শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের যে স্বপ্ন কার্ল মার্কস দেখিয়েছিলেন, তা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

তিনি আরও বলেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য, বেকারত্ব এবং সামাজিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় মার্কসবাদী দর্শনের প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি অনুভূত হচ্ছে। উল্লেখ্য, ১৮১৮ সালের ৫ মে জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কার্ল মার্কস। তাঁর দর্শন ও আদর্শকে অনুসরণ করেই বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন মার্কসবাদী ও কমিউনিস্ট দল নিজেদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছে।

কাঠালিয়ায় বৃদ্ধ দম্পতির উপর ছেলের নির্যাতনের অভিযোগ, প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি

কাঠালিয়া, ৫ মে : সামাজিক অবক্ষয়ের এক মর্মান্তিক অভিযোগ উঠে এসেছে কাঠালিয়া ব্লকের মাতারবাড়ি গ্রাম থেকে। প্রায় ৮০ বছর বয়সী সুনীল পাল এবং ৭০ বছর বয়সী হিরন বালা পাল নামের এক বৃদ্ধ দম্পতি তাঁদের একমাত্র ছেলের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন।

অভিযোগ অনুযায়ী, দম্পতির এক ছেলে ও তিন মেয়ে। আর্থিক সংকটের মধ্যেও তিন মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন তারা। একমাত্র ছেলে মনোরঞ্জন পালকে লালন-পালন করে বিয়ে দেওয়ার পর থেকেই পরিস্থিতি খারাপ হতে শুরু করে। বর্তমানে দম্পতি বার্ধক্য ভাতার উপর নির্ভরশীল এবং দৈনন্দিন খরচ ও চিকিৎসার জন্য ছেলের উপর নির্ভর করতে হয়।

কিন্তু অভিযোগ, ছেলে পেশায় অটোচালক হলেও প্রায় প্রতিদিনই মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে বাবা-মাকে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ ও মারধর করে। বিশেষ করে মা হিরন বালা পালের উপর নির্যাতনের মাত্রা বেশি বলে দাবি পরিবারের। বৃদ্ধা মায়ের অভিযোগ, মাঝেমধ্যে রাতের বেলায় তাকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া হয়। বাধ্য হয়ে তিনি লাঠির ভরসায় প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে বালুছড়া পাড়ায় এক পরিচিতের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে রাত কাটান। এই ঘটনা গত তিন বছর ধরে নিয়মিত ঘটছে বলেও জানান তারা।

এ বিষয়ে যাত্রাপুর থানায় একাধিকবার অভিযোগ জানানো হলেও এখনো পর্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে দাবি বৃদ্ধ দম্পতির। নিরুপায় হয়ে তাঁরা সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হয়েছেন। ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবেশীরাও দুঃখ প্রকাশ করলেও কার্যকর কোনো সমাধান এখনও সামনে আসেনি। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে এই দম্পতির একটাই প্রশ্নকোথায় গিয়ে বাঁচবেন, কীভাবে কাটবে বাকি দিনগুলো? এলাকাবাসীর দাবি, প্রশাসন দ্রুত হস্তক্ষেপ করে বৃদ্ধ দম্পতির নিরাপত্তা নিশ্চিত করুক এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করুক।

তেলিয়ামুড়ায় গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে আতঙ্ক, নিয়ম ভেঙে ঘরোয়া এলপিজি সিলিন্ডার ব্যবহারের অভিযোগ

আগরতলা, ৫ মে : গোটা রাজ্যজুড়ে গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম উদ্বেগ ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। বাজারে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং যোগান ঘাটতির কারণে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। এই অবস্থায় তেলিয়ামুড়াতেও একই চিত্র ধরা পড়ায় মহকুমা খাদ্য দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, প্রশাসনিক নির্দেশকে কার্যত উপেক্ষা করে তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের পরিবর্তে গৃহস্থালির (ডোমেস্টিক) গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা হচ্ছে। যা নিয়মবহির্ভূত এবং নিরাপত্তার দিক থেকেও উদ্বেগজনক। এ বিষয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বললে তারা জানান, বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি এবং বাজারে সঙ্কটের কারণে তারা বাধ্য হয়েই ডোমেস্টিক সিলিন্ডার ব্যবহার করছেন। তাদের দাবি, এই পরিস্থিতিতে প্রশাসনের কোনও কার্যকর নজরদারি চোখে পড়ছে না। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, তেলিয়ামুড়া মহকুমা খাদ্য দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকের নিষ্ক্রিয়তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। অভিযোগ, এই গুরুতর সমস্যা মোকাবিলায় তাঁর পক্ষ থেকে কার্যত কোনও উদ্যোগই দেখা যাচ্ছে না। এদিকে, গ্যাসের কালোবাজারি বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। ভোক্তাদের একাংশের দাবি, দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসনের সক্রিয় ও কঠোর পদক্ষেপ জরুরি। সচেতন মহলের মত, তেলিয়ামুড়াসহ গোটা অঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থাকে স্বাভাবিক রাখতে এবং কালোবাজারি রুখতে খাদ্য দপ্তরের কার্যকর ভূমিকা এখন সময়ের দাবি।

দীর্ঘদিন পলাতক এনডিপিএস মামলার অভিযুক্ত গ্রেপ্তার, যাত্রাপুরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, যাত্রাপুর, ৫ মে: দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর অবশেষে এনডিপিএস মামলার এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলো যাত্রাপুর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম হুমায়ন হোসেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে থানার অন্তর্গত বড়খলা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে একটি গাড়ি (নম্বর টিআর০১ডি৩৪৩২ আটক করা হয়। তল্লাশি চালিয়ে গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণে, প্রায় ১৩৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন যাত্রাপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর অমর কিশোর দেববর্মা সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। তবে অভিযানের সময়ই কৌশলে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত হুমায়ন হোসেন।

এরপর থেকেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে তৎপর ছিল পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে পুলিশের নজর এড়িয়ে গেলেও শেষ পর্যন্ত রেহাই পায়নি সে। গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে আজ দক্ষিণ পাহাড়পুর এলাকায় তার নিজস্ব বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

যাত্রাপুর থানার ওসি পার্থ নাথ ভৌমিক জানান, ধৃতকে আজই আদালতে পেশ করা হবে এবং পুরো ঘটনার তদন্ত আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পাশাপাশি পুলিশের এই সাফল্যে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর ১৩১তম শুভ আবির্ভাব মহোৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে: শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর ১৩১ তম শুভ আবির্ভাব মহোৎসব উপলক্ষে বস্ত্র দান কর্মসূচি সহ নানা ধর্মীয় কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রীশ্রী মা আনন্দময়ীর ১৩১ তম শুভ আবির্ভাব মহোৎসব উপলক্ষে ৩রা মে থেকে ৬ই মে পর্যন্ত বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে মন্দির কর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার সে কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। তারপর রাত থেকে শুরু হবে উদয়স্থ কীর্তন। ভোরবেলা অনুষ্ঠিত হবে কুমারী পূজা। পরবর্তীতে দিনভর কীর্তন এবং ভক্তদের মধ্যে মহাপ্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থাও থাকবে। মঙ্গলবার বস্ত্র দান কর্মসূচিতে এই তথ্য জানান মন্দিরের সম্পাদক প্রণব কুমার রায়। তাছাড়াও আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর হিমানী দেববর্মা সহ মন্দির পরিচালন কমিটির অন্যান্য সদস্যরা।

মিজলস ও রুবেলা নির্মূলে ঊনকোটি জেলায় জেলাশাসকের সভাপতিত্বে উচ্চপর্যায়ের টাস্ক ফোর্স বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ মে: দেশ থেকে মিজলস (হাম) এবং রুবেলা নির্মূল করার জাতীয় লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে আজ ঊনকোটি জেলায় এক গুরুত্বপূর্ণ ''জেলা টাস্ক ফোর্স''-র সভা অনুষ্ঠিত হয়। কৈলাশহরস্থিত জেলা শাসক ও সমাহর্তার কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এই বিশেষ সভায় সভাপতিত্ব করেন ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা। মিজলস এবং রুবেলা শিশুদের স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এই রোগ দুটি সম্পূর্ণ নির্মূল করার জন্য টিকাকরণ এবং নিবিড় নজরদারি অপরিহার্য। আজকের সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল জেলায় এম.আর. ভ্যাকসিনের কভারেজ পর্যালোচনা করা এবং সম্ভাব্য প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করা। সভায় জেলাশাসক স্বাস্থ্য দপ্তর সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করেন। জেলার প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জ্বর এবং শরীরে র‍্যাশ বা ফুসকুড়ি থাকা রোগীদের ওপর বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমন কোনো রোগী পাওয়া গেলে দ্রুত নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাবরেটরিতে পাঠানোর ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। জেলা শাসক স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে, একটি শিশুও যাতে মিজলস-রুবেলা টিকার আওতা থেকে বাদ না পড়ে। বিশেষ করে দুর্গম এলাকা এবং চা বাগান অঞ্চলের শিশুদের টিকাকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের পাশাপাশি শিক্ষা দপ্তর এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়েছে। স্কুল ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলোতে নিয়মিত সচেতনতা শিবির আয়োজন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। যেসব এলাকায় টিকাকরণের হার কম, সেখানে কেন অনীহা দেখা দিচ্ছে তা খতিয়ে দেখে বিশেষ মাইক্রো-প্ল্যানিং তৈরির জন্য বিডিও এবং স্বাস্থ্য আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

উক্ত সভায় জেলা শাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলার গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান মহম্মদ বদরুজ্জামান, কৈলাশহর ও কুমারঘাটের মহকুমা শাসক, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ আধিকারিক, জেলা টিকাকরণ আধিকারিক, ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, কুমারঘাট মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক, সার্ভিলেন্স মেডিকেল অফিসার, বিভিন্ন ব্লকের বিডিও, জেলা শিক্ষা আধিকারিক এবং জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক, অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস এসোসিয়েশনের ঊনকোটি জেলা সম্পাদক, বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে আগত চিকিৎসক ও বিভিন্ন সংস্থা থেকে আগত প্রতিনিধি এবং জেলা মুখ্য চিকিৎসাধিকারিক কার্যালয়ের কর্মীবৃন্দ।

কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুরু সাত দিনব্যাপী এন এস এস বিশেষ বাৎসরিক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ মে: কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুরু হয়েছে সাত দিনব্যাপী এন এস এস বিশেষ বাৎসরিক শিবির। আজ ক্যাম্পের দ্বিতীয় দিনে মূল অনুষ্ঠানটি শুরু হয়েছে স্কুলের ক্যাম্পাস হলে। এই অনুষ্ঠান মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, যুব বিষয়ক ক্রীড়া দপ্তরের সহ অধিকর্তা অমিত যাদব, স্কুলের এসএমসি চেয়ারপারসন শ্রীমতি সংগীতা চক্রবর্তী, স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সি নীল উৎপল চৌধুরী, ও এনএসএস ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার প্রবাদ বৈদ্য। স্কুলের ছাত্র, ছাত্রীদের পক্ষ থেকে নাচ ও গানের আয়োজন করা হয়।আগামী দিনে অনুষ্ঠানের সুচির মধ্যে রয়েছে যথাক্রমে কন্যা শিশু বিবাহ সম্পর্কে সচেতনতা, ওপেন কুইজ, যোগব্যায়াম সেশন, নারী ক্ষমতায়ন, মোবাইল ও ইন্টারনেটের ব্যবহারের ভালো ও মন্দ প্রভাব নিয়ে সেমিনার, স্বচ্ছ ভারত অভিযান, আর জিএম হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ।

এআইআইএমএস, নয়াদিল্লিতে রাজ্যের চিকিৎসক ও নার্সিং অফিসারদের সক্ষমতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ মে:রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা রাজের স্বাস্থ্য পরিষেবার সার্বিক মানোন্নয়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। এরই অঙ্গ হিসেবে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার এবং এআইআইএমএস, নয়াদিল্লির যৌথ সহযোগিতায় রাজ্যের চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সামগ্রিক উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি জিবিপি হাসপাতালের পরিকাঠামো ও পরিষেবার উন্নয়নে এআইআইএমএস, নয়াদিল্লির পরামর্শ ও সহযোগিতাও নেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, ত্রিপুরা সরকার এবং এআইআইএমএস, নয়াদিল্লির মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (মৌ) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২৭ জানুয়ারি, ২০২৬ অনুষ্ঠিত মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহার উপস্থিতিতে যৌথ টাস্ক ফোর্স সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসক ও নার্সিং অফিসারদের এআইআইএমএস, নয়াদিল্লিতে "ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ট্রেনিং"-এ অংশগ্রহণের জন্য সরকারিভাবে ডেপুটেশনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের জন্য নির্ধারিত হয়েছেন শিশু বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ চয়ন চাকমা ও ডাঃ চয়ন সরকার, শিশু বিভাগের নার্সিং অফিসার কল্যাণী দাস ও প্রিয়াঙ্কা দাস, প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডাঃ অমূল্য দেববর্মা ও ডাঃ শান্তি কুমারী দেববর্মা এবং নার্সিং অফিসার সংগীতা ঘোষ ও পাপিয়া পাল। এর মধ্যে প্রথম চারজন কর্মকর্তা আগামী ২ মে, ২০২৬ থেকে ৩১ মে, ২০২৬ পর্যন্ত এবং পরবর্তীতে চারজন কর্মকর্তা আগামী ১ জুন, ২০২৬ থেকে ৩০ জুন, ২০২৬ পর্যন্ত এআইআইএমএস, নয়াদিল্লিতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবেন। এই প্রশিক্ষণকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দাপ্তরিক কর্তব্যরত হিসেবে গণ্য করা হবে। তাঁদের বেতন ও ভাতা বিধি অনুযায়ী সরকারি নিয়ম প্রদান করা হবে। এছাড়াও টিএ/ডিএ এবং অন্যান্য অনুমোদিত ব্যয় বিদ্যমান সরকারি নিয়ম অনুযায়ী ত্রিপুরা সরকার বহন করবে। ত্রিপুরা সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর উপরোক্ত কর্মকর্তাদের এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে স্পনসর করছে এবং এআইআইএমএস, নয়াদিল্লিকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছে।

কৈলাসহরে সপ্তদশ সাহিত্য সম্মেলন ও বাংলা বর্ষবরণ উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ মে: ঊনকোটি জেলার কৈলাশহরের ঊনকোটি কলাক্ষেত্রে বর্ণাঢ্য আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো সপ্তদশ সাহিত্য সম্মেলন ও বাংলা বর্ষবরণ অনুষ্ঠান। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পরিষদের ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি এবং কৈলাশহর জার্নালিস্ট ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বাংলা ভাষার চর্চাকে কেন্দ্র করে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক ও প্রাক্তন সৈনিকরা উপস্থিত ছিলেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতিচর্চার পাশাপাশি বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে নানা সাংস্কৃতিক পরিবেশনাও অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন কৈলাশহর পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি চপলা দেবরায়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পরিষদের রাজ্য কমিটির সভাপতি সুভাষ সূত্রধর, সম্পাদক ভক্ত গোপাল ভট্টাচার্য, সম্পাদিকা শ্রীমতি লীলাবতী সিনহা, বিশিষ্ট নাট্যকার অসীম চক্রবর্তী, ডক্টর সুকান্ত সিনহা সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনুষ্ঠানে বক্তারা বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রসার এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে মাতৃভাষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে জেলাশাসকের নিকট ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ৫ মে: আজ সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার দক্ষিণ জেলার জেলা শাসকের নিকট কয়েকটি দাবী নিয়েএক প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন প্রদান করে। তাদের উল্লেখিত দাবী গুলো হল বিলোনীয়া বিভাগের বিভিন্ন স্থানে প্রায় প্রতিদিন গরু চুরি যাচ্ছে, যার ফলে সর্বশান্ত হয়ে পড়ছে এক একটি পরিবার। এই গরু চুরি বন্ধে পদক্ষেপ গ্রহন করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলো কে আর্থিক ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি জানান,ঝড়ে ক্ষতিগ্রস পরিবার এবং কৃষি ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার গুলোর আর্থিক ক্ষতিপূরণের দাবি জানান।প্রতিনিধি দলে ছিলেন সিপিআইএম বিলোনিয়া মহকুমা সম্পাদক বিজয় তিলক, জেলা সম্পাদক তাপস দও, বিধায়ক দীপংকর সেন, অশোক মিত্র,গন আন্দোলনের নেতৃত্ব বাবুল দেবনাথ, ত্রিলোকেশ সিনহা, আশীষ দত্ত।

গুয়াহাটিতে রবীন্দ্র জন্মদিনের বিরল প্রদর্শনীতে ইতিহাসের পুনর্জন্ম

গুয়াহাটি, ৫ মে: গুয়াহাটির আকাশে মে মাসের প্রথম তিন দিন যেন ভেসে বেড়িয়েছে এক অদৃশ্য সুরকখনও রবীন্দ্রসংগীতের মৃদু অনুরণন, কখনও স্মৃতির গভীরে ডুবে থাকা এক চিরন্তন কবির স্পর্শ। আইটিএ প্রাগজ্যোতি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র-এর আর্ট গ্যালারিতে আয়োজিত তিন দিনব্যাপী কবি গুরুর জন্মদিন প্রদর্শনী যেন শুধুই একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়, বরং এক সুপরিকল্পিত সাংস্কৃতিক পুনর্নির্মাণযেখানে ইতিহাস, আবেগ আর নান্দনিকতার মেলবন্ধন ঘটেছে অনন্য দক্ষতায়।

অসমের সাংস্কৃতিক সংগঠন শব্দঘর-এর উদ্যোগে ১ থেকে ৩ মে পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই আয়োজনের প্রতিটি স্তরে ছিল এক সুস্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিরবীন্দ্রনাথকে শুধু স্মরণ নয়, তাঁকে নতুন করে উপলব্ধি করা। প্রদর্শনীর ভিতরে প্রবেশ করলেই বোঝা যায়, এটি নিছক কিছু ছবি বা তথ্যের সমাহার নয়; বরং এক সুসংগঠিত আখ্যান, যেখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর জীবন যাত্রার এক বিশেষ অধ্যায়তাঁর জন্মদিনসময়ের রেখায় বিন্যস্ত হয়ে উঠেছে।

প্রদর্শনীর বিন্যাস ছিল যেন এক দীর্ঘ যাত্রাপথ। শুরুতেই দর্শকদের সামনে ধরা পড়ে কবির প্রথম জন্মদিন পালনের ইতিহাসএক নীরব, আবেগময় সূচনা। ২৬ পেরিয়ে ২৭-এ পা রাখা এক তরুণ কবি, যার জীবনে প্রথমবার জন্মদিনের আয়োজনআর সেই আয়োজনের পেছনে পরিবারের অন্তরঙ্গ মানুষেরা। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী-র হাত ধরে শুরু হওয়া সেই প্রথা, সরলা দেবী চৌধুরাণী-র আবেগঘন বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে প্রদর্শনীর দেয়ালে। সেখানে ফুটে ওঠে এক ভোরবেলার দৃশ্যফুলের মালা, প্রণাম, আর এক নতুন দিনের সূচনা। এই আখ্যানের মধ্যেই জড়িয়ে আছে এক গভীর বেদনাকাদম্বরী দেবী-র প্রস্থান, যার পরেই যেন জন্মদিনের এই প্রথা নতুন অর্থ পায়। প্রদর্শনী সেই আবেগকে আড়াল করেনি, বরং সযত্নে তুলে ধরেছেযেন দর্শক শুধু তথ্য জানেন না, অনুভবও করেন।

আরও এগোলে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয় কবির জীবনের শেষ প্রান্ত৮১তম জন্মদিন। সেখানে দৃশ্যপট সম্পূর্ণ ভিন্নশান্তিনিকেতনের প্রভাতী বৈতালিক, আশ্রমের নিস্তব্ধতা, আর এক প্রাজ্ঞ কবির গভীর চিন্তার ছায়া। চন্দন চর্চিত প্রতিকৃতির পাশে সাজানো বাহারী ফুলের সমাহার ফুল, ক্ষীরের পায়েস, ধূপ-চন্দনের সুবাসসব মিলিয়ে এক নিবিড় আধ্যাত্মিক আবহ তৈরি হয়েছে। সেই দিনের 'সভ্যতার সংকট' ভাষণের উল্লেখ, উপাসনার পরিবেশ, আর গানসবকিছু মিলিয়ে এই অংশটি যেন পুরো প্রদর্শনীর আবেগময় চূড়ান্ত মুহূর্ত।

এই প্রদর্শনীর সবচেয়ে বড় শক্তি ছিল উপস্থাপনা। ইতিহাস এখানে বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং দৃশ্য, শব্দ ও ভাষার সমন্বয়ে এক জীবন্ত অভিজ্ঞতায় রূপ নিয়েছে। প্রতিটি বই, প্রতিটি লেখা, প্রতিটি ছবির, প্রতিটি আয়োজনের বিন্যাসে ছিল সূক্ষ্ম পরিকল্পনাযা প্রমাণ করে, এই আয়োজনের পেছনে ছিল দীর্ঘ প্রস্তুতি ও গভীর অনুধ্যান।

১লা মে উদ্বোধনের দিন, বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত গুরু মনোজ মুরলী নায়ার প্রদর্শনীর উদ্বোধন শেষে ঘুরে দেখে যে মন্তব্য করেন, তা এই আয়োজনের গুরুত্বকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। তাঁর ভাষায়, এমন সুসংহত ও ভাবনাপ্রসূত প্রদর্শনী তিনি আগে কখনও দেখেননি। তাঁর মতে, এই ধরনের আয়োজন কেবল দক্ষতায় নয়, একান্ত সাধনা ও নিবেদন ছাড়া সম্ভব নয়।

এই সমগ্র আয়োজনের কেন্দ্রে যে চিন্তা ও পরিশ্রম কাজ করেছে, তা নিঃসন্দেহে এক বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির ফল। সেই দৃষ্টিভঙ্গির সূক্ষ্মতা ও গভীরতা পুরো প্রদর্শনী জুড়ে ছড়িয়ে ছিলকোথাও তথ্যের নিখুঁততা, কোথাও আবেগের মৃদু স্পর্শ, আবার কোথাও শিল্প সম্মত বিন্যাস। এর মধ্য দিয়েই উঠে আসে এক মানুষের দীর্ঘদিনের সাধনাশুভ্রজিৎ ভট্টাচার্যযিনি এই আয়োজনকে শুধু বাস্তবায়ন করেননি, বরং একে একটি সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতায় পরিণত করেছেন।এটি কেবল তথ্য সংগ্রহ নয়, বরং তথ্যকে জীবন্ত করে তোলার এক শিল্প। শুভ্রজিৎ ভট্টাচার্য এখানে ইতিহাসকে সাজিয়েছেন গল্পের মতো, আবার গল্পকে প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রামাণ্যতার ভিত্তিতে। তাঁর এই কাজ প্রমাণ করে, গবেষণা কেবল গ্রন্থাগারের নির্জন কোণে সীমাবদ্ধ নয়; সঠিক উপস্থাপনায় তা হয়ে উঠতে পারে জনমানসে আলোড়ন তোলার শক্তি। গুয়াহাটির বাচিক শিল্প সংগঠন শব্দঘর এবং এর প্রধান পরিচালিকা পারমিতা নাগের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রদর্শনী যেন এক নীরব বিপ্লবযেখানে গবেষণা, শিল্প আর আবেগ একসূত্রে গাঁথা। শুভ্রজিৎ ভট্টাচার্য-এর নিরলস প্রচেষ্টা দেখিয়ে দেয়, একজন মানুষের একাগ্রতা কীভাবে একটি বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সূচনা করতে পারে। শেষ দিনে যখন প্রদর্শনীর পর্দা নামে, তখনও তার আবেশ রয়ে যায় দর্শকদের মনে। কারণ, এই তিন দিনের আয়োজন যেন একটি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়সংস্কৃতিকে আমরা কতটা হৃদয়ে ধারণ করতে পারি? এই প্রদর্শনী তার এক সম্ভাব্য উত্তর দেখিয়েছেযেখানে ইতিহাস কেবল অতীত নয়, বরং বর্তমানের মধ্যেই জীবন্ত।

কবিগুরুর জন্মদিন কেন্দ্রিক গুয়াহাটির এই আয়োজন তাই শুধু একটি প্রদর্শনী নয়; এটি এক অনুভব, এক উপলব্ধিযেখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর জন্মদিন উপলক্ষে নির্মিত হয়েছে এক অনন্য স্মৃতি সেতু, যার প্রতিটি ইট গাঁথা হয়েছে নিষ্ঠা, সৃজনশীলতা এবং গভীর ভালোবাসায়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas

8th-6th page -2022 darpan print.pmd 2 06-05-2026, 01:22